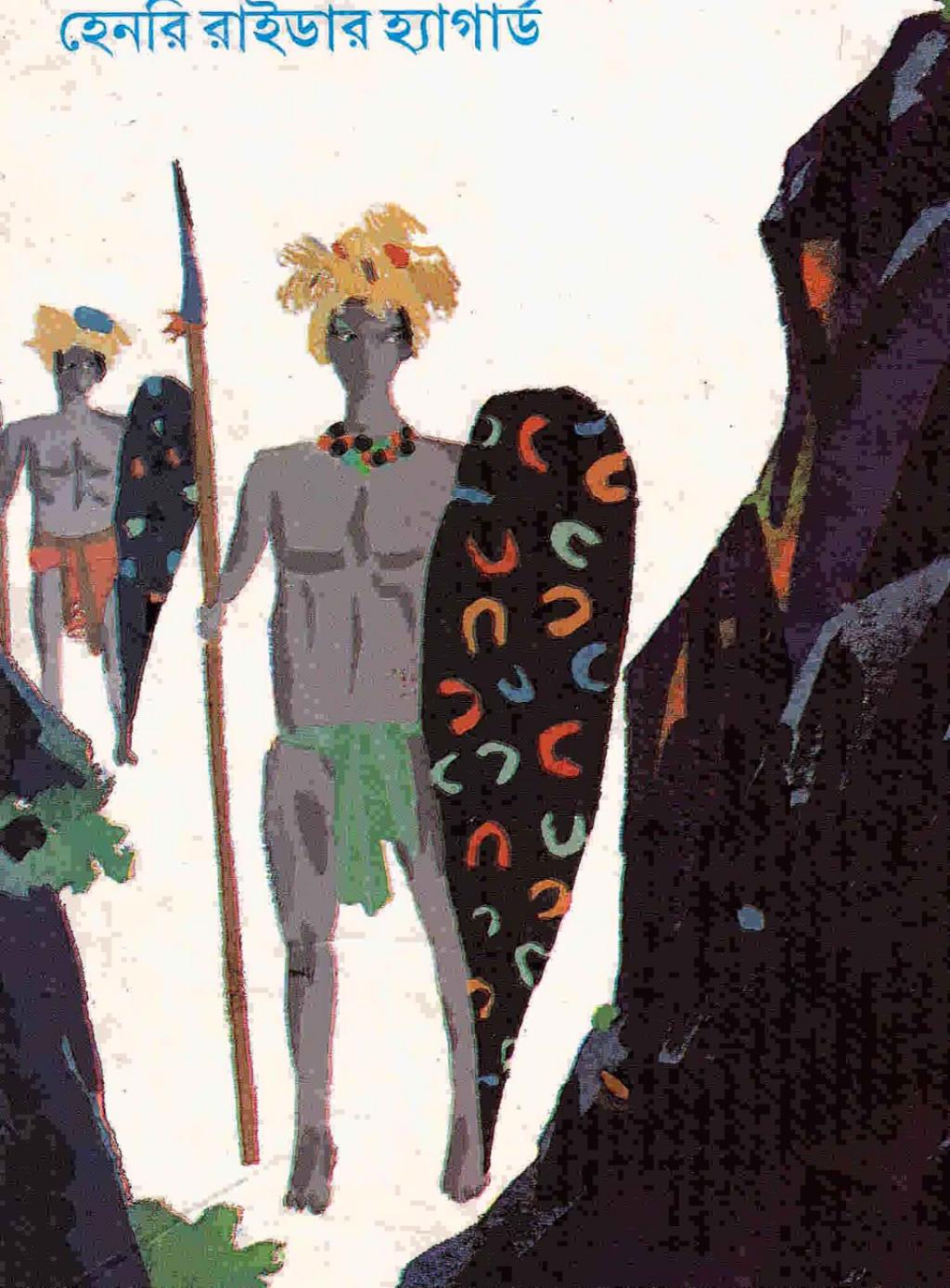


কিশোর ক্লাসিক

সলোমনের গুপ্তধন

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড





এক



প্রকাশক

কাজী শাহসুর হোসেন
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

এছবত্তি অনুবাদকের

থ্রথম প্রকাশ

সেবা প্রকাশনী, হেক্ট্রারি, ১৯৮৫

অজ্ঞাপতি সন্দৰণ

মার্ট, ১৯৯৩

প্রক্ষদ

ঢুব এব

মুদ্রণ

কাজী আনন্দের হোসেন
সেগুনবাগিচা প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ

অজ্ঞাপতি প্রকাশন

(সেবা প্রকাশনীর একটি অস্তিষ্ঠান)

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

পরিবেক

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

শে কর

৩৬/১০ বাল্মীকীজার, ঢাকা ১১০০

KING SOLOMON'S MINES
By: Henry Rider Haggard
Trans: Rakib Hassan

মূল্য: প্রিন্টিং টাকা মাত্র

ISBN-984-462-607-2

ভয়াবহ সেই অভিযানের কথা ভাবলে আজও আতঙ্কে হাত-পা হিম হয়ে আসে আমার।
অবিষ্মাস সেই কাহিনীই শোনাব এখন।

জাতে আমি লেনেক নই, শিকারি। ইংরেজ, বাস করি দক্ষিণ অক্ষিকার ভারবানে।
নাম আলান কোয়ার্টারমেইন। যাট পেডিমেই এই বিছুলিন আগে। জীবনের
আর্থিকেও বেল সময় বায় করেছি আক্ষিকার, বাবা, শিকার, যুক্ত এবং খনিতে কাজ
করে। প্যারাইটা সিংহ মেরেছি যোটাযুটি নিরা পদে। হেয়টি নবরাতা মারতে পিয়েই হাল
অঘটন। জায়গাতে গুলি লাগাতে পারলাম না। ঝাপড়ে এসে পড়ল আমার পের
জোর কামড় বসাল বী পায়ে। হাত ভেঙে সিল। জোড়া লেগেছ বটে, কিন্তু সমান
বৃত্তিতে হাতিতে হয়। ডাঙার বলেছেন, জীবনের বাকি দিনগুলো এরকম হোড়া হয়েই
থাকব।

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়লাম। হ্যা, যে কাহিনী বলব বলে কলম
ধরেছি। আঠারো মাস আগের ঘটনা। সে সময়ে পরিচয় হয়েছিল স্যার হেনরি কার্টিস
আর ক্যাটেন গু-এর সদে।

হাত শিকারে গিয়েছিলাম সেবার। চলে গিয়েছিলাম অবেক দূরে, একবারে
বামাংগোচা ছাড়িয়ে। কি জীনি কি হয়েছিল সবকিছু প্রতিক্রিয় যেতে লাগল। শেষ
পর্যন্ত জুনে পড়লাম। এরপর আর শিকার করা যায় না। হাতিতে দাত যা সংগৃহ করতে
পেরেছিলাম, নিয়ে ফিরে এলাম কেপ টাউনে। বেশি দর কাহারবি না করে বেচে দিলাম
সব দাঁত।

দিন সাতকে কাটলাম কেপ টাউনে। একটু সুই হতেই ঠিক করলাম, ভারবানে
ফিরে যাব। ইংল্যান্ডে থেকে আসবে আভিনবর্গ কাটসল জাহাজ। ওটা থেকে যাত্রা নিয়ে
ডানকেন্দু জাহাজ যাবে ভারবানে। বন্দরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। সৌনিদ বিকেলে
এসে পোকুল জাহাজ।

যাত্রিদের মধ্যে দু'জন আমার দুটি আকর্ষণ করল। একজনের বয়েস তিবিশ মত
হবে। যেনে লোক তেমনি চোড়া। বিশাল বুকের ছাতি। শৰীরের ভুলনার লোক দুই হাত।
মাথায় সেনানী ছুলে দেখা, দাঁতের রঙও সেলাম। কভার চুক্ত কেটে দেখিল বাদামী
দুই পোখ প্যাসেজার চোখ বুলিয়ে জানলাম ওর নাম স্যার হেনরি কার্টিস।
কেমন যেন চেনা লাগল জন্মদারক, চেয়ারের সমে আমার পরিচিত কারও মিল
রয়েছে। কিন্তু কার সে মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না।

অন্য লোকের নাম ক্যাটলেন জন গুড। চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়, ন্যাতাল
অফিসার। যাবারি উচ্চতা, মোস্টেস্টা, গোল্ডেনেড বাদামী চামড়া। নিখৰ্ত সেত করা
চিতেকে চারিপিক দুটো লক্ষ। পেশাক-আলাকে ফিফটার, পরিচ্ছন্ন। ডান চোখে
একটা আইগ্লস। কোন সুতা বা তার নিয়ে কোথাও আটকানো নেই। দেখে মনে হয়,
চোরের ওপরে গজিয়ে উঠেছে কাটা। যেছার দরকার না হলে কাটা চোখ থেকে
সুরায় না ক্যাটেন। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, ঘূমানোর সরাও কাটা চোখে থাকে
বৃথি তার। লু অনুমান করেছি। ঘূমানোর সময় কাটা খুলে যাক করে প্যাটের পকেটে
রেখে দেয় সে। বকবকে সুন্দর দুই পাত দাত দেখে হিংসে হয়েছিল, পরে জানলাম
দুপাটিই সুন্দর। আবার পাটিজেনেও সুন্দর না। হ্যা, কিন্তু কাটেনের মত সুন্দর না। হ্যা,
ঘূমানোর আগে দাঁতের পাটিজেন ও প্যাটের পকেটে রেখে দেয় গুড।

সুরায়ের আবহাওয়া খারাপ ছিল। সৌনিদের দিকে আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠল।

কলকনে ঠাণ্ডা বাতাস থেয়ে এল তীরের দিক থেকে। ঘন কুয়াশা জমল সাগরের বুকে, একেবারে কষ্টল্যান্ডের মত। তেকে থাকতে পারল না যান্তীর।

সাগরের অবস্থা ভাল না। বড় বড় ঢেউ। ভীষণ দুলছে জাহাজ, একবার এদিকে কাত হচ্ছে, একবার ওদিক। শুরু হয়ে দাঢ়িয়ে থাকাই কাটিন, হাঁটাইটি তো দূরের কথা। তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ইঞ্জিনের কাছে গরম, ওখানে গিয়ে সেন্টালাইম, একটু উষ্ণতার ক্ষেত্র। উষ্ণতার ক্ষেত্রে দেয়েলে খুলে একটা সেলিন। জাহাজ কোন দিকে কতখানি কাত হচ্ছে, মাপার জন্মেই খোলানো হয়েছে বন্দোটা। শিখিত ঢোকে দেয়েছি ওটোক। মেরেবে কাত হচ্ছে, যে কোন মৃত্যুক্ষেত্র উষ্টে যেতে পারে জাহাজ।

‘গোলাম আরে দেলকটোর,’ হাঁটা কারের কাছে কথা বলে উঠল কেটু।

হিন্দু চাইলাম। আমার ঠিক ছেছেনই সাঁজিরে সেই ন্যাভাল অফিসার। বললাম, ‘তাই মনে হচ্ছে?’

‘মনে হওয়ার কিছু নেই। বুবেই বলছি,’ আরেকবার কাত হল জাহাজ। ‘সোজা হওয়ার জন্মে অপেক্ষা করল কাটিন। তারপর বলল, যত্রের মাপ ঠিক হলে বহু আগেই উষ্টে যেতে জাহাজ। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে কর্মকর্তারের মুন্মোহণের অভাব আছে।’

এই সময় রাতের খাবার ঘষ্টা বাজল। আমি আর ক্যাট্টেন চললাম খাবার ঘরে। আমদের আগেই হাজির হয়েছেন দেনরি কাটিস। উত্ত গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল। আমি বসলাম ওদের উষ্টেদিকে থেকে থেকে ক্যাট্টেনের সঙ্গে আলাপ চলল আমার। হাতি শিকারের কথা উঠল একসময়।

‘ভাল লেককেই ধৰেছেন,’ পাশ থেকে বলে উঠল আমার পরিচিত এক লোক। ‘হাতি শিকারের গল্প কোয়ার্টারমেইনের চেয়ে ভাল আর কেউ বলতে কাছে পোরেন না।’

নীরেরে আমদের আলাপ শুনলেন এতক্ষণ স্যার হেনরি। চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। ‘কোয়ার্টারমেইন! কিছু মনে করবেন না, স্যার। আগনি কি অ্যালান কোয়ার্টারমেইন?’

মাথা ঝাঁকিয়ে সব দিকাম।

আর কোন কথা জিজেস করলেন না স্যার হেনরি। আগন মনেই বিড়বিড় করে কি দেন বললেন। দাঁড়িগোকের আড়াল থেকে মাত্র দুটো শব্দ উদ্ভাব করতে পারল আমার কান, ‘কপল ভালসই।’

যা তারা সেব হল। স্যালন থেকে বেরিয়ে যাব। তার কেবিনে গিয়ে একটু বসার অনুরোধ জানালেন স্যার হেনরি।

অ্যাক্ষি হবার কেন কাবণ নেই। গোলাম। ক্যাট্টেন গুড়ও গেল আমদের সঙ্গে। জাহাজের স্বত্তে তার কেবিন গুটা। আমাকে সোফার বসতে বললেন স্যার হেনরি। ক্যাট্টেন বলে একটা চেয়ারে। বোলত আর গেলাস বের করে মদ ঢাললেন স্যার হেনরি। একটা গেলাস বাড়িতে ধরলেন আমার দিকে।

‘মিটার কোয়ার্টারমেইন,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘গত বছর এমনি দিনে বামপ্রাতাতে ছিলেন আপনি, ন? ট্রাক্টারের উত্তর?’

‘হ্যা,’ একটু অবকাহ হলাম। জ্বলারে আমার গতিবিধির সব খবরই রাখেন দেখছি। কৌতুহল ও জাগল খাদিকটা। আমার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন হেনরি কার্তিস।

‘ওখনে ব্যবসা করছিলেন আপনি, ন?’ ফস করে বলে বসল ক্যাট্টেন গুଡ।

‘হ্যা। এক গাড়ি মাল নিয়ে গিয়েছিলাম। ক্যাপ্স ফেলেছিলাম একটা বসতির ধারে। সব মাল বিক্রি শেব না করে সরিন ওখান থেকে।’

সামনের টৈবিলে দুই হাত ছড়িয়ে চোখে ঝুকে বসেছেন স্যার হেনরি। চেয়ে আছেন আমার দিকে। বিশাল দূই রাদারী চোখে কৌতুহল আর উঁচে। ‘আজ্ঞা, নেভিলি নামে

কারও সঙ্গে ওখনে আপনার দেখা হয়েছিল?’

‘ইয়েছিল। আমার ক্যাপ্সের কাছেই ক্যাপ্স ফেলেছিল। বিশ্রাম দিয়েছিল বলদ-গুলোকে। দিন পনেরো পরে ক্যাপ্স তলে রওনা হয়ে যায় সে। চুক্ত যাব দেশের আরও ভেতরে। হ্যা, মাস কয়েক আগে এক উকিলের চিঠি আসে আমার কাছে। নেভিলির বৌজ্ঞারের জন্মতে চায় উকিল। সাধারণ খেজ নিয়ে জবাব দিয়েছে চিঠি।’

‘আপনার সে চিঠি উকিলের হাত থেকে আমার হাতে পোছেছে।’ বললেন স্যার হেনরি। ‘আপনি লিখেছেন একটি উকিলের চায় উকিল। সে মাসের প্রথম ত্বরণে বামার হাতে পোছেছে তাগ করে নেভিলি। বললে টানা একটা গাড়ি নিয়েছিল, সঙ্গী ছিল দুজন লেক। একজন গাড়ির চালক। অন্যজন পথ প্রদর্শক এবং শিকার এবং নিশ্চে, নাম জিম। নেভিলির ইয়েল, ম্যাটারেল শের ব্যবসায়িক পোছেছে। ওখানে মালসংস্থ গাড়ি বলদ-সমে চেতে দিয়ে এগিয়ে যাবে পাশে হেটে, দেশের আরও গভীর। লিঙ্গের মাস ছয়ক আগে নেভিলির সেই গাড়িটা এক পর্তুগিজ ব্যবসায়ীর দখলে দেখেছেন। ব্যবসায়ী আপনাকে জিয়েছে, গাড়িটা ইন্দোচীনের এক ষেতাসের কাছ থেকে কিনেছে সে। সংজ্ঞ একজন চাকর নিয়ে শিকার করতে দেশের আরও ভেতরে চুক্ত গেছে ষেতাস। তবে লোকটির নাম মনে করতে পারছে না, ব্যবসায়ী।’ থামলেন স্যার

হেনরি।

‘হ্যা,’ বললাম।

বানিকঙ্কণ নীরবতা।

‘মিটার কোয়ার্টারমেইন,’ হাঁটাৎ বললেন স্যার হেনরি। ‘মিটার নেভিলি কোথায় গেছে জানেন? উভয়ে ঠিক কোন জায়গায় যাওয়ার ইয়েল তার, অনুমান করতে পেরেছেন কি?’

‘কিছু কিছু কথা কানে এসেছে আমার,’ থেমে গোলাম। বলা উচিত হবে? পরম্পরের দিকে ডাকালেন স্যার হেনরি। মাথা ঝাকাল গুଡ।

‘মিটার কোয়ার্টারমেইন,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘কাটিন চাইব, হ্যাত সহযোগিতাও। তামাছি, নাটালে আপনি সুব সম্বাদিক মানুষ। কিছু কিছু ব্যাপারে আপনার পরামর্শ শ্রবণবাক্য হিসেবে মনে নেয়া যাব।’

‘বাড়িয়ে বলা লোকের অভাস,’ বিনোদ হাসিলাম। অপ্রতিত ভাবটা লুকাতে চুক্ত সিল্বার মনের গোলামে।

‘নেভিলি আমার ভাই।’ বলে ফেললেন স্যার হেনরি।

‘ভাই! কিছু চোখে চাইলাম হেনরির দিকে। চেহারা-স্বরতে দুই ভাইয়ের মিল খুব বেশি না। আকাশে সার হেনরির চেয়ে অনেক ছোট নেভিলি, চুলদাঙ্গি ও সোনালি না, কালো। কিন্তু ধূসু চোখ অনেক তীক্ষ্ণ। একেবারে এক। এই চোখের জন্মেই তাঁকে চেনা চেনা লাগছিল, একত্বে বৃহত্বে পরালাম।

‘ও ছিল, বলে গেলেন স্যার হেনরি, ‘আমার হোট এবং এককাম ভাই। পাঁচ বছর আগে ও একনামে অনেক হেতে থাকার কথা ভাবতে পরামর্শ না। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরেই পড়ল অব্যটন, সংসারে স্বত্ত্বার যা ঘটে থাকে। বাগড়া করলাম দুজনে। রাগের মাথায় খুব খাড়া প্রবাহ্য করেছিলাম ওর সঙ্গে।’

সামনের এই গোলামালের প্রতি বিগাপ দেখাবাই হলেন জোরে জোরে মাথা নড়ল ক্যাট্টেন গুଡ। ঠিক এই সময় জোরে এক দেল সিল পিসে প্রতিক্রিয়া অনেকবার কাত হয়ে গেল জাহাজ। আমদের দিক থেকে হাতের সিলে ফিরল উত্তরের কাট, হাতের নিক থেকে আবার ফিরল আমদের দিকে। আবার সোজা হয়েছে জাহাজ।

‘আগনি জানেন,’ আমার দিকে চেয়ে বললেন স্যার হেনরি, ইঞ্জ্যালে উইল করে ভাগাভাগি করে না দিয়ে গেলে বাপের জায়গা-জিমির মালিক হয় তার বড় ছেলে।

আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এই জায়গাজীর নিয়েই ঠগড়া বাধাই দ্রুতাইয়ে। এসব কথা এখন বলতেও লজ্জা লাগছে, কিন্তু আপনাকে খোলাখুলি জানাই সব।'

'বলে যাও, বলে যাও,' বলল ক্যাটেন। 'এসব কথা, মিটার কোয়াটারমেইন বললেন না কাউকে।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'না কি বললেন?'

'নিশ্চয়।' জোর গলায় বললাম। আমার ওপর দুজনের আঙ্গু আছে জেনে গবই লাগছে।

'ওই সহয়,' আবার বললেন স্যার হেনরি, 'আমার ভাইয়ের আকাউটে কয়েকশো পাউণ্ড জয়িল। ঠগড়ার পর পর্যু সব টাকা একবারে তুলে নিল সে। নায় পাঁচটি নাম রাখে নেভিল। স্টোরেজের ঘোষণা পার্টি জয়ল একদিন দিক্ষিণ অফিসিং পরে জেনেছি আমি এবর কথা। তিনি বছর পেল। ঠিকানা জোগাও করে এর মাঝে অনেকবার চিঠি লিখেছি আমি। কোন জবাব এল না ভাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু আমি জানি, আমার সব চিঠিই তার হাতে পৌছেছে। দিনকে দিন মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। অনুশোধার্য জুলে পুরু মরতে লাগলাম।'

'রেকেট টা,' বললাম। মন পড়ে শেষ আমার হেলে হাতির কথা।

'জর্জ ছাড়া দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই। ওবে দেখতে চাই। শুধু বাপের সম্পত্তি না, আমার কামাইয়ের অর্ধেক ও ভাইকে দিয়ে নিতে রাজি খেন আমি।'

'অগে বাপের জমির অর্ধেক দিয়ে দিলেই চলত,' নিরস গলায় বলল ক্যাটেন। অফিসারের কথা দেখে আছে নেবার কাটিসের দিকে।

ক্যাটেনের কথার কান না দিয়ে বললেন স্যার হেনরি, 'মিটার কোয়াটারমেইন, দিন যত পেল, আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম আমি। তখন ভাইয়ের আর কোন ঘোঁষই পাই না। ও বেচে আছ না মরে গেছে জানি না। অনেককে দিয়ে আনেক জৈর্জখবর করালাম। বৃক্ষ দৃশ্য। পেছে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম একদিন। জুনের খুঁজে বের করাই, ফিরিয়ে নিয়ে আসে বাড়িত। কথাটা জানলাম ক্যাটেনকে। ও-ও আমার সঙ্গী হতে চাইল। খুশি হনেই সঙ্গে নিয়ম গুরে।'

'ও খুশি না হলেও সবে আসতার আমি,' বলল ক্যাটেন। 'এছাড়া আর কিছু করারও নেই আমর। বেতনের অর্ধেক পেনশন ধরিয়ে দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেট কর্তৃত্ব পথে বের করে দিয়েছে আমাকে, না দেয়ে মারার জনে।...ওসব কথা থাক এখন এবন। মিটার কোয়াটারমেইন, এবার বলুন, নেভিলির ব্যাপারে আর কি কি জানেন আপনি। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।'

'এই স্যার মাইনস!' একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি আর ক্যাটেন গুড। 'কথাগুরু কোটা!'

'ঠিক কোথায় যাবার জন্যে দেরিয়েছিল আমার ভাই,' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজেস করলেন স্যার হেনরি, 'তবেনেই কিছু।'

'ওনেই,' আর ধিখা করলাম না। 'ওনেই স্লোমনের উৎপন্নের ঘোঁজে দেরিয়েছিল সে।'

'স্লোমন মাইনস!' একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি আর ক্যাটেন গুড।

'জানি না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লাম। 'তবে শোনা যায়, কয়েকটা বিশেষ পাহাড়ের ওপারে জয়গাটা। ওই পাহাড়গুলোর হচ্ছা দেখেছি আমি দূর থেকে। আমার আর পাহাড়গুলোর মাঝে তখন একশো তিরিপ মাইল মুকুভূমি। ওনেই, একজন ছাড়া

আর কোন খেতাও ওই মুকুভূমি পেরোতে পারেন। স্লোমনস মাইনস সম্পর্কে আরও কিছু কথা কানে এসেছে আমার। শোনতে পরি, তবে কথা দিতে হবে আর কারও কাছে বলবেন না এমন কথা। তাহলে আমাকে পাগল ভাববে শোনে।'

মাথা নেড়ে সহজি জানালেন স্যার হেনরি।

ক্যাটেন গুড বলল, 'বলে না। কথা দিলাম।'

'বেশ,' বলে শেষে আমি। 'অনেকবারই ধীরণ, হাতি শিকারিরা একেবারে নীরস, শিকারের বাইরে আর কিছু বোঝে না তুল। ইতিহাস, এমন কি সাহিত্যগুল অনেকে পেশাদার শিকারির দেখা ও আমি পেয়েছি। বছর তিবিশেক আগে এমনি এক শিকারির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার নাম ইয়েল সেবারেল, যাটারবেলে প্রথম হাতি শিকারি করতে গোছে। বেসর পথে দেখা হয় ওর সঙ্গে। ওই একবারই। এরপর আর কখনও দেখিনি তাকে, দেখবও না কেননালি। ওনেই, বুনো মোস দেখে দেলেছে। তাকে করব দেয়া হয়েছে জাহেজী জলপ্রপত্তের কাছে।' একটু থেমে আবার বললাম, 'এক রাতে, তাঁবুর বাবীকে আগুণের পথে বাস আলাপ করাবার জন্যে কথাগুরু কথা বললেন স্যার হেনরি। একটু জাহেজী কথা বললেন তাকে। তখন ইলেভারের লিভেনবার্গ কুন্দ আর এলাগ উত্তিগ শিকার করাই আমি। শিকার স্কুলত স্কুলতে একদিন এক দুর্গম এলাকায় একটা পথের ওপর এসে পড়লাম। চওড়া পথ, পাথর কেটে বানানো হয়েছে গুরুর গাড়ি চলাচলের জন্য। বেসর-ধূম দেখে এখন সে-পথ। অনেক অনেক দিন আগে বানানো হয়েছে নিষ্ঠ। কোঁকুল হল। পাথে পাথে এগিয়ে শেলাপ পথ ধরে। একটা পাহাড়ের পাদদলেনে, পৌতুলাম। বিশাল এক গুহাহৃত্যের ভেতরে চুক কে গেছে পোটা। চুক পেলেম ভেতরে। তাজবুর কাও! বিশাল এক গ্যালারির মত রয়েছে ভেতরে। সোনা মেশানো কোর্জি বেরিয়ে করে রাখ হয়েছে পাথরের তাকঙ্কলো। দেবে মন হয়, বনি দেখে ওই পাথর তুলে গালাগতে সামুদ্রে রেখেছে শ্রমিকলো। তাপের হাঠাত কোন কারণে তাড়াহুড়ে করে পালিয়েছে, পাথরগুলো নিয়ে বায়ুর সময় ও পর্যায়। পাহাড়ের বাইরে বিশাল এক প্রাসাদের গুঁথানিও দেখতে পেয়েছি।'

এ আর কি অস্তু! আমার কাহিনী তখন বলল ইভাল। 'আরও আর্দ্ধ জিনিস দেখেছি আমি। এক প্রাচীন নগরীর ধূস্থাবশেষ দেখে এসেছে, খুলে বলল সব ওই নগরীর বাইবেলে বার্তিত আবৃত নগরীর ধূস্থস্তুপ। এরপর বলে গে' আর ফিলিপ্পিয়ান অভিযান করিনি, কালো রাজের ইভালে। 'যুবে বিশেষ ত্যাগ হয়ে গুলি, হাঠাত তার এক প্রথম চ অতীত থেকে, মাতৃকুলামুর প্রদেশের উত্তর পদ্মিমে সুলিমান পৰ্বতমাল 'এগুশ ওগুশ মাথা দেলালাম। অগুলি।'

'ইভাল বলল, ওখনেই আছে রাজা স্লোমনের হীরক খনি। জিজেস করলাম, মেজাজে করলাম, সে জানি কি করে?'

'বলল, অনেক হোঁখবর করে দেলেছি।' মানিকুর প্রদেশে সাক্ষিৎ হয়েছিল, ওই স্লোমনের বিকৃত উচ্চ জানিয়েছে, ওই স্লোমনের বিকৃত জানিয়েছে, ওই স্লোমনের পর্বতমালার হীরোগুল ও বাস করে একটা গোটে। জুলুসের ভাসা সবে অনেকে বুল আছে তাদের ভাস অনেকে উন্নত। গায়গতের ওপরে আবৃকু বড়। মহা পতিত জ অনেক অনেকদিন আগে সান মানুরের কাছে শিক্ষা পেয়ে খনির সন্ধান জানে ওই জানুকরের। 'খামল ইভাল।'

'ইভাল গোঁথে দেখে তখন হেসেছিলাম। এর পরদিন পেরিয়ে গেল দীর্ঘ কিলো বছর। হাতি শিকারিদের জীবনে প্রতি মুকুতে প্রাণ হাতে করে চলতে হতো।' এই পেশায় নিচ

দুই

বলব কি বলব না তা বাবি। পাইপে তামাক ভৱার ছুতোয় খানিকটা সময় লিমান।

'ঠিক কোথায় যাবার জন্যে দেরিয়েছিল আমার ভাই,' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজেস করলেন স্যার হেনরি, 'তবেনেই কিছু।'

'ওনেই,' আর ধিখা করলাম না। 'ওনেই স্লোমনের উৎপন্নের ঘোঁজে দেরিয়েছিল সে।'

'স্লোমন মাইনস!' একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি আর ক্যাটেন গুড।

'কথাগুরু কোটা!'

লোকই বাঁচে। যাক সে-কথা। বিশ বছর পরে আবার তনলাম সুলিমান পর্বতমালার কেছু, এবাবে আরও বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। যানিকার সীমান্ত জাহাঙ্গীরে গেছি সিটারের কুল নামে একটা জাহাঙ্গীর রেখেছি। সামাজিক ধারাপ জাহাঙ্গী। ধারার পাওয়া যাব না। পিকার কর কম। অবহাওর্য থারাপ। পড়লাম জুনে। জুন সি মেমন-তেমন জুন। মরি আস কি! এই সন্দেহই একদিন আমার তাঁবুতে এসে হাজির এক পর্তুগিজ, সঙ্গে এক দেশী চাকর। লোক-পততা লোকটাকে দেবে। ভালই মনে হল। কানাই বড় বড় চোখ। পাকানো খুস্ত ঘোফ। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে, স্প্যানিশে আমার দখলও তাৰে যৈত। কথাবার্তা কালীয়ে যেতে পাৰিবৰ্মণ আমাৰ। জানানো, ওৱা নাম হোসে সিলভেত্তা। ডেলগোয়া উৎপন্নগুৰের ধারে বাঢ়ি। জুনের জুলাই বেশি আলাপ-সালাপ কৰতুল পালাব না। পুরাদিন সকালে বিদ্যু নিতে এল সিলভেত্তা। পুরানো কাহারাল ছুপ খুলে নিতে নিতে বলল, উডভাই, সিনৱ। আবাৰ হৌদিন আপনাৰ সঙ্গে দেখা হবে-যদি যাবে কোনলিম, দুনুয়ালী সেৱা দৰী আমি। আপনাৰ এই হেমনানদারীৰ কথা সেনিম মনে থাকবে আমাৰ। তাৰু থেকে বেৰিয়ে গেল সিলভেত্তা। এজু কাহাল হয়ে পড়ছোলো, বেশ হাসতে পাৰিনি। কেননাতে উঠে টলতে টলতে এজু হাত হতে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দুটা মানুষ। লোকটাৰ মাথাৰ স্থিতা নিয়ে সে-মৃহূর্তে এন্দু জোছিল মনে।

এক হঙ্গ পৰিৱে গেল। সুষ্ঠু হয়ে উঠেছি অনেকখণি। তাঁবুৰ বাইনে ছায়াৰ বেসে আছি সেনিম পৰিৱে। মুলোৱা আধুনিক একটা ঠ্যা তিবুজি। এক কাহিৰু কাজ থেকে এক টুকুৱা কাপড়ৰে বদলে কিনেছি ওই ঠ্যাঁ। অন সময় হলে ওই কাপড় দিয়ে বিপুটা আৰু মুৰগি কেনা হেত। ঠ্যাঁ ত্ৰুটি, তেয়ে আছি পশ্চিম দিকে। ভীষণ গৰম। বালিৰ সাগৰেৰ আজালে অত যাবে লাল সৰ্ব। হাতাই দেখতে পেলো ওকে। একজন মাঝু। শত্রুনিৰে গজ দুন্তৰে একটা টিলাৰ ওপুল থেকে দেৱিয়ে এসেছে। গায়েৰ হোট দেখে বোৱা যাব, ইউোপায়াল। হাতাই হমতি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। অনেক কষ্টে হাত আৰ হাতুৰ ওপৰ ভৱ দিয়ে সেজা হল। দীড়াল। এগোৱা আসতে লাগল টলতে কেঞ্জে গজ এগিয়ে পড়ে গেল আবাৰ। কৱলণ দৃশ্য। সঙ্গী এক শিকারিকে টাকে কেঞ্জে দেখে নিয়ে আসতে বলালৈ। নিষ্পত্ত বুৰাতে পাৰছেন, যে কে?

সিলভেত্তা, 'বলল ক্যাটেন গুড।'

বৰা বল যাব সিলভেত্তাৰ চামড়াৰ ঢাকা জ্যান্ত কালু। আৱাজক জৰে

হ যুথ। কোটেজৰ আশপাশে মাসেসে হিটেকোটা ও দেই। ফলে, মনে হয়

আহে কোনো চোল দুটা। চোলৰে হাতু আৰ মাথাৰ খুলি কমাড়ে থৰে

ন হলুন চামড়া। মাথাৰ চুল সব সনাঁ।'

নিহি' ভঙ্গিয়ে উঠল সিলভেত্তা। চোঁট ফেটে গেছে, জিভ সাংঘাতিক

চত হয়ে গোছে রঞ্জ।

মান দুখ মিলিয়ে হেতে দিলাম ওকে। বড় বড় চোেকে গিলতে লাগল

শেষ হতে না হাতেই আবাৰ জুৰ এসে গেল তাৰ। পড়ে গেল

তে লাল। বৰক ভেত এসে যাবে সুলিমান পৰ্বতমালা, হীৱা

ভুলে নিয়ে গেলো তাৰুৰ ভেতে। ওশুধ নেই, ভাকুৰ নেই, ওৱ

য়া গেল না। রাত এগাহোটা। নাগান একটু শাশ হল ও। অয়ে

যুমিয়েই পড়লাম। বাকুৰভোৱে যুথ দেওয়ে গেল। তখনও অলো

উঠে বলে তাৰুৰ দৱজা দিয়ে দৈহি তেয়ে গেল। তখনও আৰু

অন্ধক দেখাতে কফকলসাৰ দেহাট। কেনে একদণ্ডিতে তাৰুৰে

কিছুই বললাম না। কুমে আলো ফুটল। সুখ উঠল। দুৰে,

ৱ চূড়ায় গিয়ে আছাত হানল হেন সুৰেৰ লাল রশ্মি।'

'ওইই যে,' মাতভাষায় চেঁচিয়ে উঠল মুহূৰ্ত লোকটা। লো হাতিসার একটা হাত ভুলে নিদেশ কৰল সুলিমান পৰ্বতমালাৰ দিকে। 'কিসু ওখানে কোন দিনই যেতে পাৱৰ্ব না। পাৱৰে না কেতেই।'

হাতু হেমে গেল সে। দ্রুত কি সিকাণ্ড নিল মনে মনে। আত্মে কৰে ফিৰল আমাৰ দিকে। 'বৰাবা কোথায় তুমি? কোথায় আছ? আমাৰ নজৰ ঘোল হৈয়ে আসছে? দেখতে পাৰিব না তোমাকে।'

'এই যে আমি, এখানে,' বললাম। 'তয়ে পত্ৰ বিশ্বাম নাও।'

'হী, শোব,' বলল সিলভেত্তা। 'পিস্পলিই লোৰ, চিদাম্বৰ জনে। তাৰ আগে একটা কাজ শেষ কৰে বৈলু। তুমি আমাৰ জনে অনেক কৰেছে। তোমাকেই দিয়ে যাব লেখাটা। হাতু ওখানে গিয়ে পোছুতে পোছুতে নিয়ে আস। আমাকেও শেষ কৰেছে।'

মুলিন শান্তে ভেতোৱে পকেটে হাত চুকিয়ে একটা পাকেট বেৰিয়ে কৰে আনল সিলভেত্তা। ওপৰেৱে চামড়াৰ মোড়ক খুলতেই বেৱোল স্বাৰল আ্যাটিলোপেৰে চামড়াৰ তৈৰি একটা বোমেৰ টোবাকো পাত। পাতচে ভেতোৱে ভিন্নস্টোৱে কৰালৰ চামড়াৰ কৰল সে দুবল আভুলে, পারল না। আমাৰ দিকে বাঢ়িয়ে ধৰে বলল, 'বেৰ কৰ।'

পুৱানো ছেড়াৰেজা হলদে মৰমেল মোড়া একটা মোড়ক বেৰ কৰলাম। কাপড়টাৰ গায়ে কি যেন লোৱা রহয়েছে। অকৰঙুলো স্পষ্ট না। কাপড়টোৱে মোড়কে ভেতৰ থেকে দেৱেল একটুকুৱা কাগজ।

দুৰ্ল গোলাৰ বলে গেল সিলভেত্তা, 'তিনশো বছৰ আগেৰ কথা। আমাৰ এক পৰ্বতমালাৰ নাম হোৱা তাৰ সিলভেত্তো। দেশভৰেৰে সাহাজে দেশে লোলি কিল তাৰ। একদিন পাতি জৰান কৰি আঞ্চলিক আঞ্চলিক। তাৰ আগে আৰু আসে এ অক্ষেত্ৰে আৰু কেনে কেন পঞ্জীয়ন আসেনি। আৰ প্ৰেতাসনেৰ মাঝে একমাত্ৰ তিনিই যেতে পেৰেছুন সুলিমান পৰ্বতমালাৰ কাজাকছি। তাৰ সমে ছিল একজন কাৰ্ত্তি গোলাম। এই পৰ্বতেৰই এক গুহায় মারা যান সিলভেত্তা। কোন কাৰণে বাইৰে ছিল তখন গোলাম। কিমে দেখল মৰে পত্তে আছে মনিব। মনিবৰে লাশেৰ পাশেৰে পত্তে আছে একটুকুৱা মৰমল, তাতে কিসুৰে লোৱা রহয়েছে। কাপড়টাৰ ভুলে যাব কৰে পত্তে আছে একদিন আমাদেৰ বাচিকে, ডেলগোয়ায়। তখন মেকেই আমাদেৰ কাহে রহয়েছে কাপড়টা। কেটে পত্তাৰ কথা ভাবিনি, আমি ছাড়া। পত্তে এখন জান দিন্তে হচ্ছে। হৰ, তোমাকে দিয়ে লোৱা এটা। তোমাকে কাহেই আসে একটুকুৱা মৰমল কৰে আছে।'

চুপ কৰল সিলভেত্তা। একসেস অনেক কথা বলে বলেৰেছে। হাত পৰ্বতে উচৰে পড়ল আবাৰ। আৰু এল জুৰ। প্রাণৰ বকা শুৰু হল। তাৰপৱেই চিৰদিনেৰ জনে চোখ বুলু হতভাগা কোটা। দেশৰ ওৱ আৰাবৰ মঙ্গল কৰলন!

গোতীৰ গৰ্ত খুলে কৰে বৰৰ দিলাম সিলভেত্তাকে। বুকেৰ ওপৰ চাপিয়ে দিলাম একটা বড় পাথৰ, শেয়ালে টেনে যাবতে তুলতে না পারে। তাৰপৱে আৰ থাকিন ওই এলাকার। কিমে এসেছি।

'লেখাটা কোথায়?' জানতে চাইলেন স্বার হেনৰ।

'কি লেখ ছিল ওতে?' এন্দু কৰল ক্যাটেন গুড। 'আৰ কাউকে দেখিয়েছেন?' 'দেখিয়েছিই,' বললাম। 'একজন পৰ্তুগিজ ব্যৰসাসীয়কে। লেখাটা স্প্যানিশ ভাষায়। আধমালো হিঁ থখন বাবসামী। ইংৰেজ অনুবাদ কৰে দিয়েছে। পৱদিন সকালেই ভুলে গেছে ওটাৰ কথা। মুল লেখাটা রেখে দিয়েছি আমাৰ ডারোদিনেৰ বাড়িত। সিলভেত্তাৰ লেখা কাগজটা ও আছে। তবে আপনাবা যাদ দেখতে চান।' পকেট থেকে মোটৰুক বেৰ কৰলাম। একটুকুৱা কাগজ বেৰ কৰে বাঢ়িয়ে ধৰলাম, 'এই যে। ওটাৰ ইংৰেজি অনুবাদ।'

কাগজটা দূজনেই দেখল, ক্যাটেন গুড বলল, 'আরে, একটা ম্যাপও আছে!'

'মূল লেখাতেও আছে,' বললাম। 'গোথের নিম্নেশ'। কাগজের লেখা পতে শোনালাম ওদের, 'আমি, হোস ডা সিলভেরো, ছেষ এই গুহায় অন্ধবের মারা যাচ্ছি। এটা ১৫৯০ সাল। নিজের পোশাকের ছেঁড়া টুকরোতে লিখচি। কালি আমার গায়ের বর্ণ। কলম ছেষ সব একটুকুরা হাত। এব হওতাতে আচি, তার দক্ষিণ প্রান্তের সুন্দো পর্যন্তের উত্তরেরটা নাম দিয়েছিং সেবা-ও সুই তন। উত্তরের সন্দের বোটায় তুষার নেই। গুহাতে ফিরে এসে লেখায় যদি পার আমার পোলাম, যদি এটা নিয়ে যেতে পারে ডেলগোয়ায়, যদি আমার বুরুর (পান পড়া যাব না) হাতে পড়ে, তাহলে কথাটা রাজার পেটেরে আনার অন্তর্ভুক্ত জানিয়ে বৃক্ষছ। হওতাতে একটা সৈন্য পাঠাবেন রাজা। অববাহ সৈন্যদের সঙ্গে যেন বেশ কয়েকজন জলীয়া প্রাণীকে পাঠানো হচ। তোবাহ মরণভূমি পেরিবে আসতে হবে ওদের, পরামিতি করতে হবে দুর্বৃষ্টি কৃত্যুনান্দের, ঘৃণ করতে হবে তাদের শয়তানী জানু। তাহলেই রাজা হবেন দুনিয়ার সবচেয়ে ধলী রাজা। মৃত্যু সেবাতর পেছেনে সলোমনের রঞ্জ করে দেখেছি আমি।' নিজের চোখে দেখেছি সে আফুরসম্পদ, ইরা তৃপ্তি। কিন্তু সে ধন আনন্দ ঝর্মতা আমার হানি। ভয়ঙ্কর জাঙ্কুকীরা গাছের কলম থেকে প্রাণ নিয়ে পালনের আসতে পেরেছি, এই বেশি। পথ চিনে আসার জন্যে একটা ম্যাপও একে দিচ্ছি। ম্যাপে নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে এসে সেবা-র বাম তনে উত্তো হবে, তুষার পেটেরে চড়তে হবে তেরে বোটায়। বোটার উত্তর ধার দিয়ে নেমে গেছে সলোমনের তৈরি করানো মহান পথ। ওই পথ ধরে তিনি দিন চলে নেমে যাবে রাজপ্রাসাদে। যে-ই আস, হতা কর গান্ধলকে। আমার আশার জন্যে দোয়া করার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি। বিদায়।

হোস ডা সিলভেরো।'

'পড়া শেষ করলাম। আমার মুখের দিকে ঢেয়ে আছে দূজনেই।'

'সারা দুনিয়া চৰক দিয়েছি,' খালিক সীমুরতার পর কথা বলল ক্যাটেন। 'একবার নয়, দুবার। কিন্তু এমন আশীর্বাদ নিয়ে তিনিই তোখাও।'

'মিষ্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি, 'বড়ের রাতে আবাদের কেশ্য শোনালেন না তো?'

'ঝট করে চোখ ফেরলাম তাঁর দিকে। 'আপনার তাই মনে হচ্ছে!' দ্রুত হাতে কাশগুরি ভাঙ্গে নেমে নেট বাইরে রেখে পকেটে ঢোকালাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'খামোকা কেশ্য খেন আমি কি লাভ? চলি!'

বিশেষ একটা ধারা এসে পড়ল আমার কাঁধে, 'শীজ, মিষ্টার কোয়াটারমেইন!' লজিষ্ট গলায় বললেন স্যার হেনরি, 'বসুন। আমি ঠিক সেভাবে বললাম কথাটা! আসেন, কাহিনীটা এত অকৃত্তি...'

'ডারবানে গিয়ে আসল লেখাটা দেখাব আপনাকে,' ধারা দিয়ে গঁথীর গলায় বললাম।

'বসুন, মিষ্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি। 'মাপ চাইছি...'

এবার আর্থি জল্পা পেলাম। বলে পড়লাম। অস্তিত্বকর পরিবেশে কাটিয়ে ওঠার জন্যে তত্ত্বাত্ত্বিক বললাম, 'আমে হাঁ, আপনার ভাইয়ের কথাই বলা হয়নি এখনও। ওর সঙ্গী জিমেকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। বেচ্যুনার লোক, ভাল শিকারি। আর খুব কৃতিমান। ওদের রওনা হবার দিন সকারে, আমার ওয়াগনের পাশে বলে তামাক কাটিছে জিম। জিমের পেটে, 'হাত করিবেই তো যাচ্ছ তোমারা, জিম।'

'না, বাস (বস),' জল্পা দিল সে, আইনির দিয়ে ও দামি জিনিসের খোজে যাচ্ছি। 'যানে?' কোতুহল জাগল। বললাম, 'তবে কি সোনার খোজে?'

'না, বাস। আরও দামি জিনিস, 'রহস্যময় হাসি হাসল জিম।

রাগ লাগল। এভাবে রহস্য করছে কেন! স্যারাসির বলে ফেললেই তো হয়। বেট

নেটিভ আমার সাথে মক্কা করছে। তাকে আর কিছু জিজেস করে নিজের মর্যাদা স্কুল করতে চাইলাম না। চৃপ করে গোলাম।

বাপারটা জিম সুলত কিন, জানি না। তামাক কাটা শেষ করে মুখ তুলল সে। ডাক্তার, 'বাস।'

জবাব দিলাম না।

'বাস,' আবার ডাক্তার সে।

'কি হল! চৰ্মাঙ্গ কেন?' চাইলাম ওর দিকে।

'বাস, হীরার খোজে যাচ্ছ আবারা।'

'হীরা! ভুল করছ তো, ভুল দিকে যেতে চাইছ। হীরার খনি ওদিকে নয়।'

আবার কলাম। সুলিমান পর্যবেক্ষণালৈকেই অনেকে সুলিমান বার্গ বলে। বললাম, 'তানেই।'

'ওখানকার হীরার খনির কথা অনেছেন?'

'হ্যা, একটা গুর তোলেই।'

'গুর নয়, বাস। এই অঞ্চল থেকে একটা মেঝেলোক এসেছিল নাটোলে, কোলে এক বাঢ়া। ওই মেঝেলোকে কেটি হীরার কথা বলেছে আমাকে। সে এখন নেই, মারা গেছে।'

'খামোক পাগলামি করছ তোমরা। তোমার মালিক তো মৰবেই, ভুমি ও মৰবে। ওই ভুমির মৰণভূমি পেরাতে পোরাবে না তোমরা।'

হাসল তিমি একবার হৈবে বাস। ভাছাড়া, এদিকে হাতিগতি করে এসেন্টিতেই। তার চোয়ে, চেষ্টা করেই দেখি একবার, যেতে পার কিনা।'

পিপাসার গলা খবন শুকিয়ে আসবে, হলুদ জ্বরে খেয়ে নেবে শৰীরের মাঝে, মাথার ওপর শৰুন কচুর মারবে, তখন বল এসব বৰ্ড বৰ্ড কথা। যান্দোবৰ! চৃপ করে সেলাম।

আধগঠন্টা পেরেই নেভিলির ওয়াগন চলতে ঝুর করল। দোঁড়ে আমার কাছে আসে দীভূত জিম। বলল, 'আমার চলে যাচ্ছি, বাস। আর কেনানিন দেখা হবে কিনা, জানি না। কেন অপূর্ব করে থাকলে মাপ করে দেবেন। চলি।'

'সত্যি সুলিমান বার্গে যাচ্ছ তোমরা, জিম? নাকি মিছে কথা বলছ?' জিজেস করলাম।

'সত্যি যাচ্ছি, বাস। একবার কপাল পরীক্ষা করে দেখতে চাই।' মিষ্টার নেভিলিরও এইই কথা।'

'ও, যাবেই তাহলে! ঠিক আছে, একটা দাঁড়াও।' পেকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে লিখলামও দুটা শনের বাম দিকেরটায় উত্তো হবে। তুষার পেরিয়ে চড়তে হবে তনের বোটায়। বোটার উত্তো ধার দিয়ে নেমে গেছে সলোমনের তৈরি করানো মহান পথ। ওই পথ ধরে তিনি দিন চলে নেমে যাবে রাজপ্রাসাদে। লেখা কাগজটা জিমের দিনে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা রাখ ইনাইয়াটি পোছে দেবে এটা তোমার মানবের হাতে। তার আগে নয়।'

'ঠিক আছে, বাস।' কাগজটা নিল জিম।

'আর বলবে কাগজের লেখা নিম্নে অনুমতির ওয়াগন।' দেখলাম, অনেকখানি এগিয়ে গেছে নেভিলির ওয়াগন। 'আবার বলবাই, ইনাইয়াটির আগে কাগজটা দেবে না তাকে। তাহলে যিবে এসে হাজারো প্ৰশ্ন কৰবে আমাকে। এত জবাব দিতে পারব না।'

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে চলে গেল জিম। স্যার হেনরির দিকে চেয়ে বললাম,

'এরপর ওদের আগে কি ঘটল, আর কিছু জানি না আমি....'

‘আমি আমার ভাইয়ের থেকে যাব’, বললেন স্যার হেনরি। ‘দুরকার হলে সুলিমান পর্যটকদের ওপেশেও যাব আমি। জর্জের সত্ত্ব কি হয়েছে, না জেনে ফিরব না। মিটার কোয়ার্টারেমেইন, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?’

এভাবে এগুলো দিয়ে বসলেন স্যার হেনরি আশা করিনি। ঘরকে বললাম। সুলিমান বারে যাব। এই ঝুঁতু বাসেসে অংশতে মরতে? বললাম, না। সিলভেস্ট্রের মত কষ্ট পেতে মরব শুরু মেই আমার। তাছাড়া আমার ছেলে আছে। আমি মরে গেলে তাকে দেখবে কে? না, স্যার হেনরি, আমি যেতে পারব না। মাপ করবেন।’

স্যার হেনরি আর ক্যাটেন গুড, দুজনই খুব নিরাশ হলেন।

‘বিস্টের প্রিয় অভিযানেরেই, বললেন স্যার হেনরি, আমারে যেতেই হবে। আপনি যদি যান, ঝুঁতু উৎপক্ষ কর।’ আচ্ছ, যদি আপনার ছেলের তার আমি নিই? মানে, একটা বিশেষ অভের টাকা বাকে জমা করে দেই তার নামে? আপনি ন ধাককেও তার পড়াশুলির অসুবিধে হবে না। টাকা আছেই, চালিয়ে নিতে পারবে। আর আমার সঙ্গে যাবার নামে মেটো টাকা দেও আপনাম। এই অভিযানের সমস্ত খরচ-খরচ আমার। কিন্তু, পথে যদি হাতি শিকার করতে পারি, আইডিরিং যুল বাবদ তিন ভাবের আম এক ধরণ আপনি পাবেন।’

‘খুব ভাল প্রস্তাৱ,’ বললাম আমি। ‘আমার টাকা মেই, কাজেই টাকার দুরকার আছে। ছেলে পড়াশুল মেটিকাল কলেজে, খরচ আছে তো। তবু, এখনি কথা দিতে পারিছি না। একটু ভেবে দেখাব সহজ দিন।’

‘কিং অচে, বললেন স্যার হেনরি।’

রাত অনেক হয়েছে। উঠলাম। বিহে এলাম নিজের কেবিনে। সিলভেস্ট্রে আর তার হাতার খনির কথা ভাবতে খুমিরে পড়লাম এক সময়।

অনেক দিন পর সে-বাবতে অপ্প দেবলাম সিলভেস্ট্রেকে।

তিনি

পুরাণো জাহাজ ডানকেন্দ। গতি এগনিতেই কম। তার ওপর খাপ আবহাওয়া। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে ডারবান পৌছেতে পারল না জাহাজ।

জোরজি স্যার হেনরি ক্যাটেন গুডের সঙ্গে দেখা হয় আমার। আলাপ-আলোচনা ও হয়। কিন্তু পর পর দুদিন আর সলোমেনে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারে কোন কথাই বললাম না এদের সঙ্গে। শিক্ষার পর গত দুদিন কিন্তু, আর অন্যান্য বৈমাঙ্গিক অভিযানের কাহিনী শেনাই। কখনও মৃত্যু হল ওয়া, কৰ্বলও বিস্তৃত। সলোমেনের খনি কিংবা তার ভাইয়ের সশ্রেষ্ঠ আর এগুলি কথা ও বললেন না স্যার হেনরি।

পাঁচ দিন কেটে গেল। আবহাওয়া ভাল হয়ে গেছে। জানুয়ারির চমৎকার উষ্ণ বিকেল। নাটালের উপকূল থেকে চলছে এখন ডানকেন্দ। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পাশেই রয়েছেন স্যার হেনরি আর ক্যাটেন গুড। প্রকৃতির অপরপ শোভা দেখছেন তার। আমিও দেখছি। বার বার দেখছি এ দশা, কিন্তু তুরু পুরাণো না। সুজু ঘাস আর প্রকাশের মধ্যে থেকে মাহেশবাহী ইউ টেকে গেছে লাল পাহাড়। সর্বজন কোথাও কোথাও থানিকাটি জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে খাথান বানিয়েছে হ্যান্যার কান্দ্রা। বালির সৈকত নেই এখানে। একেবারে পানির ওপর দেখে এসেছে সোজ ঘাস, কোঁপবাড়। নাল সাগর আর সুবুজের মাঝে সীমানা টেকেছে তেজের সান ফেনা। উপকূলের আকর্ষণ ছেড়ে সরে অস্ততে পারছে না, মাচানাচি করে ওখনেই।

বন্দরে এসে চুক্তে চুক্তে রাত হয়ে গেল। এখন আর বাঢ়ি যাওয়া যাবে না।

সলোমেনের গুগধন

রাতটা জাহাজেই কাটাতে হবে। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হল ডানকেন্দ থেকে। বন্দুক-কর্তৃপক্ষ আর ডারবানের লোকদের জানানো হল, ইংল্যাণ্ড থেকে ডাক এসে পোছেছে। একটা লাইফবেট এসে ডাক নিয়ে চলে গেল।

রাতের যাওয়া সেবে এসে ডেকে বসলাম তিনজনে। আকাশে বিশাল রূপালি চাঁদ। লাইফবেটসের অভোকেও রাম করে নিয়েছে বকরকে উজ্জ্বল জ্যোতি। তাঁর থেকে ডেসে আসছে বন্দরের দেশে ধৰ্মা ধর্মা গুঁপ।

জাহাজের হাইলেন দেখে মুখ ফেরালেন স্যার হেনরি বুঝতে পারলাম, এবার আসবে জিঞ্জাস। ঠিকই অনুমান করেছি। প্রশ্ন করলেন তিনি, ‘মিটার কোয়ার্টারেমেইন, আমার প্রশ্নাব? দেবেছেন নিষ্ঠ?’

‘ঠিক,’ স্যার হেনরির প্রশ্নেই প্রতিধ্বনি করল যেন ক্যাটেন গুড। আমাকে জিঞ্জেস করল, কিন্তু ঠিক করেছেন? সলোমেনের খনিতে যাবেন আমাদের সঙ্গে?’

ডেক দ্বারা থেকে উঠলাম। পাইপ কাড়তে হবে। আসলে তৰণও মনন্তর করে উঠে পাইলাম। আরুণ দেরকার আর অপেক্ষা করিবে রাখা ও নিজস্ব অসুবিধে। এগুলো যিনি দ্বারা রেলিংয়ের ধারে আগেই নিয়ে কেলালম সিকান্ত। এটা ঘটত। দীর্ঘ সময় ভববানাতারা করেও বিষ্ণু একটা ব্যাপারে হয়ত সিকান্ত দেয়া গেল না। কিন্তু সময় আর পরিস্থিতি মাত্র দুর্দেশে দেশে দেশে এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।

‘কিমে এলাম। হ্যাঁ, বসতে বসতে বললাম, ‘আমি যাব। তবে কিছু শৰ্ত আছে। আমার। স্যার হেনরি যদি রাজি কোরিন...’

‘কি শৰ্ত?’ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন স্যার হেনরি।

‘একটা ঘার পথেই হাতি শিকার কর আমার। আইডিরিংগুলো কোথাও রেখে যাব। আমি ফিরে না এলে তিনি ভাগের এক ভাগ পাবে আমার ছেলে। দুইও আমার সাহায্যের জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড দিতে হবে আমাকে। সেটা ডারবান ত্যাগ করার আছেই। ওই টাকা আমি জেলে নামে বাকে রেখে যাব। তিনি সলেন গাইজ হ্যান্যাতামে পড়ে আমার ছেলে। ডার্ভারি পাখ না করা পর্যবেক্ষণ মানে দুশো পাউণ্ড করে মাসেহারা দিতে হবে একে। আমানোর ব্যাকে চিঠি লিখে ওই টাকাক ব্যবহাৰ কৰে যেতে হবে।’

‘আমি রাজি,’ নির্ধারিত জবাব দিলেন স্যার হেনরি।

‘হ্যাত ভাবছেন,’ বললাম, ‘চামার মত দুর কথাকথি করছি। বাধা হয়েই করতে হচ্ছে। আমি এক হলে কোন কথা ছিল না। বেরিয়ে পড়তাম। মুরলে মুরতাম, বাঁচলে বাঁচতাম। কিন্তু আমার ধ্যেয়ালি পেনা কিংবা চক্ষুজ্বার জন্যে আমার ছেলে কঠিন করবে কেন?’

‘আপনার অবস্থা বুঝেছি আমি,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘চামার তো ভাবছি না, বৰং আপনার দায়িত্বজ্ঞের প্রশংসন করছি। শৰ্কা আও বাড়ল আপনার ওপৰ।’

পরদিন সকালে জাহাজ থেকে দুজনেই খুব প্রশংসন করলেন।

কথাবাব তার কাজ বললেন স্যার হেনরি। আমার পাঁচশো পাউণ্ড দিয়ে দিলেন। আমার ছেলে রেমনের মাঝে মালে টাকা কোর্স জেলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন ব্যাকেকে, লিভৰ্টারেকে। তাঁর কাজ ফিরে করেছেন, এবার আমার পেলা।

খরচের টাকা নিলাম নিলাম স্যার হেনরির কাছ থেকে। প্রথমেই বড় দেখে একটা ঘোড়া ফিলিম। বাইশ হাঁটু নীরে ঘোড়াগুরের ঢাকার আক্রমে লোহার তৈরি, সাধারণ ঘোড়ির মত কাটার নয়। পাকা কাঠ দিয়ে তৈরি গাঢ়ি। কিছুদিন খনির কাজে লাগানো হচ্ছে। খনির কাজ যা তা জিনিসে হয় না। তাঁর মানে গাঢ়ির কাঠ খুবই ভাল।

এরপর কিন্তু গাড়ির জন্যে শর্ক। সোলোটা বলদ হলেই এ গাড়ি টানতে পারবে, কিন্তু আমি কিন্তু চারটে পেলি। এগুলো অতিরিক্ত। দুর্ঘম্য যাই। অস্থ বা অন্য কিছু হয়ে মনে খেতে পারে দুচারটে বলদ। অতিরিক্ত রাখাই ভাল। সাধারণ বলদ নয় গুড়ো। জুনের বাথান থেকে এসেছে, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা অপরিসীম, চলতেও পারে আর সব বলদের চেয়ে দ্রুৎ।

ওষুধ কেনার আমেলো আমেলো পোছাতে হল না, ঘনিও সঙ্গে রইলাম আমি। জানালাম চিকিৎসকের পাশের মেডিটেচিভ জান তার আছে। পেশ ওষুধ লিপ্ত মানা করলাম। বোধ যত কম হয়, ভাল। ক্ষ্যাটেন বুরলেন। অতি দরকারিগুলো ছাড়া বাকি সব ছাটীই করে দিলেন লিপ্ত থেকে।

চুক্তি কেনার অন্যান্য জিনিসপত্র কেনা হল। অন্তশ্র কেনার প্রয়োজন হল না। ইংল্যান্ড থেকে অনেক স্যার এসেছেন স্যার হেনরি। আমার তো আছেই।

এরপর লোকজন জোগাড়ের পালা। ডিনজনে আলোচনা করে ঠিক করলাম পাঁচজন কাজের লোক দরকার আমদারে। একজন ড্রাইভার, একজন পথ-প্রদর্শক আর তিনজন চাকর।

ড্রাইভার আর গাইড পেয়ে গোলম সহজেই। দুজনেই জাল। একজনের নাম গোজা, অন্যজন টম। চাকর জোগাড় করতে গিয়েই হিমশিম খেতে হল। সত্যিকারের সাহসী আর বিশ্বাসী চাকর পাওয়া খুব কঠিন। দুর্ঘম্য যাত্রায় চলেছি, অনেকে খেঁকে চাকরদের ওপরেই নির্ভর করবে আমদার জীবন।

শুভেগতে দুজন জোগাড়েই হল একজন হটেলটে, নাম ভেন্টোগোলে। আরেকজন জুল, বয়েস কম, নাম বির। খুব ভাল ইঝেরেজ বলতে পারে। ভেন্টোগোলেকে আগে থেকেই খুব পরিশ্রমি। জাল ট্যাক্সির। তবে একটা বদ্যতাস আছে। মদে বড়ত আস্তি তার।

অনেক বৌজার্জি করেও নির্ভরযোগ্য আরেকটা লোকের সক্ষম পেলাম না। হালই ছেড় দিয়েও প্রাণ, এমন সময় এক সহ্য এল সে। পরদিনে রওনা হবে আমরা। জিমেনে পোছাগাছ পোছাগাছ পোছাগাছ। খিয়া এসে খবর দিল, বাইরে একজন নিম্নো দীর্ঘিয়ে আছে। আমার সময়ে দেখা করতে চাই। লোকটাকে নিয়ে আসতে বললাম।

ঘরে এসে তুলন এক লোক নিম্নো। সুন্দর চেহারা। গায়ের রঙ আর সব নিম্নোর মত কালো নয়, একটু কিন্তে। বেশি বেশি রিপ মত। হাতে একটা আসেনাই অর্ধাং জুল বৰ্ষা। স্যালুটের ভাসিতে বৰ্ণস্থূল তান হাতাত তুল নে।

‘কি নাম তোমার?’ জিজে করলাম।

‘আমবোপা,’ শাস্ত, ভারি কষ্টব্য।

‘তোমাকে আগেও কোথা ও দেখেছি!'

‘হ্যাঁ, ভায়ায় মানুষের জীবন আনিয়ে ইনকোসি বলে ডাকে জুলা। ‘ইসানংকুরান্যা দেখেছেন। সেই যে, সেই লড়াইয়ের আগের দিন।’

মদে পড়ল। দেবার লাজ পেলমসকোরের গাইড হিসেবে এক রোমকর অভিযানে বেরিয়েছিলাম। এক পর্যবেক্ষণে কিছু জুলুর সঙ্গে লড়াই বাধে আমদারে। সে আরেক কাহিনী। অন্য এক সময় বলল।

‘তা কি চাই?’ জানতে চাইলাম।

‘মানুষজান,’ বলল আমবোপা। ‘শুনলাম, অনেক উত্তরে যাচ্ছেন এবার আপনারা। সেয়ে যাচ্ছেন সামর পেরিয়ে আসা দুজন ইনকোসি। সত্তি?’

কাঞ্চ ভায়ায় মানুষের মানু, যে সব সময় ইশ্বরের থাকে। বললাম, ‘সত্তি হলো?’

‘শুনলাম, এখান থেকে এক চাঁদের পথ, ম্যানিক ছাড়িয়ে যাবেন আপনারা, চলে যাবেন দুকাসা নদীর ওদিকে। ঠিক?’

‘আমরা যেখানে খুঁ দাই, তাতে তোমার কি?’ সন্দেহ জাগল মনে। আমদারে এই অভিযানের আসল কারণ গোপন রাখতে চাই।

‘আমি যাব আগন্তনের সঙ্গে, সাদা মানুষ।’

আমবোপার গলায় কিছু একটা ছিল, ক'বল করে চোখ তুললাম ওর দিকে। সাদা মানুষের সঙ্গে এভাবে তো কথা বলল না কান্ত্রিকা। কেমন একটু উদ্বিগ্ন গলার স্বর। বলেই ফেলেন। আরেকবার স্তুতি উদ্বিগ্নের কথা বলতে হয়। সাদা মানুষ নয়, বললে ইনকোসি।’ ওরে কথাটা হজর করার জন্মে সব স্থানে পেলমাম, ‘থখন বল, তোমার নাম কি সত্তি আমবোপা? তোমার জাল (বাড়ি) কোথার?’

‘আম আমবোপা। বাড়ি অনেক অনেকে উত্তরে, হাজার বছর আগে জুলুর বাস করত করত। অনেকে অনেক স্যার এসেছেন স্যার হেনরি। আমার তো আছেই।’ যেখানে মধ্য প্রাতে রাজাগুরু করত রাজা চাকা। ওখানে আজ আজ কোন ঘর নেই আমরা। পিছে দেশে দেশে বেরিয়ে আসে বেরিয়ে আসে। তারপর স্বরে বেরিয়েছি দেশে দেশে, বয়েসকালে যোগ দিয়েছি সেনাবাহিনীতে। মহান সেনাপতি আমবোপাগামীস্থানে দুলে। হাতে ধূল লড়াই খুবিয়েছেন আমদার জিনিস। তিনি। তারপর দেশে দেশে পেছে পেছে থেকে চাই। আর ভাল লাগে না। আবার নিয়ের দেশে দেশে পেছে পেছে থেকে চাই। আপনারা এণ্ডিক যাচ্ছেন তখন এলাম, যদি দেখেন। আমি কাজের লোক, সঙ্গে নিলে ডুল করবেন না। কাজ পাবেন। বিনিয়মের পয়সা চাইব না।’

আমবোপার কথার ধরনে সীতিমত অবাক হয়েছি আমি। আর দশজন সাধারণ জুলুর চেয়েও অল্প। ডেতের গভীর কিছু একটা রয়েছে, সন্দেহ জাগল মনে। সার হেনরির আর ভ্যাটেন গুরে সঙ্গে ব্যাপোরা নিয়ে আলোচনা করুলাম।

কি দিন ভ্যাটেনেন স্যার হেনরি। আমবোপার পাক করে দুড়ালেন। তাঁকে চোখে তাকালেন। আমার পাক করে বললেন, ‘ওক গারে দেখে পেটে খেলে ফেলে করে বলুন।’

স্যার হেনরির নির্দেশ ফুন্দুবাক করে শোনালাম আমবোপাকে।

বিস্মিত হিয়া করল না আমবোপা। লায়া ঝলওয়ালা প্রেটকোটটা খুলে ফেলে দিল গা থেকে। কামাকরে ওপরে জুল কায়ানাম জড়ানো রয়েছে একটুকুরো কাপড়। গলায় সিংহের বেঁচে মালা। সত্তি, নেটিভদের মাঝে এত সুন্দর লোক আগে দেখিবানি। লোয়ার ছয় খুঁ পুঁ তিন, সেই অনুযায়ী চওড়া কাঁধ, চমৎকার থাস্তু। যিকে কালো শৰীরের জায়গায় জায়গায় গভীর স্তুতিগুলো করে লড়াইয়ে জেতার সাক্ষী।

আরও এক কদম পর্যায়ে পেলেন স্যার হেনরি। আমবোপার মুখেযুক্তি দীড়ালেন। চাইলেন তার সুন্দর গর্বিত মুখের দিনে।

‘চমৎকার জোড়া,’ বলল গুড়। ‘গায়েরগতভাবে দৃজনেই এক, খুব চামড়ার রঙ ছাড়া।’

‘তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার, আমবোপা,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘আমার চাকর হিসেবে বহাল করে জুল কায়ানাম তোমাকে।’

বুলুল না, কিন্তু স্যার হেনরির কথা অনুমান করে নিল বুজিমান আমবোপা। জুল ভায়ায় জুবার দিল, ‘আপনি একজন সত্যিকার পুরুষ। আরেকজন পুরুষের কদর বুঝেছেন।’

চার

জানুয়ারির শেষ দিনে ভারবান ছাড়ালাম আমরা। দীর্ঘ সাতশো মাইল পথ পাত্রি দিয়ে মাটিকে প্রদানের সীমাতে থেকে ব্যাবস্থাকেন্দৰ ইন্সিয়াটিতে এসে পৌছেছিলাম। এখানেই এক সময় রাজাকু করত মহাপ্রাক্রমশালী, নিষ্ঠুর, শয়তান রাজা লেবেংগুলা। সুকুমা আর

কান্দুরই নদী থেখনে এসে মিশেছে, তার কাছাকাছি রয়েছে সিটাগুর ঢাল, ইনাইয়াটি থেকে তিনশো মাইলেরও বেশি দূরে। যথে পথ ভীরুৎ দুর্যোগ। তার ওপর রয়েছে ভ্যারহ সেসি মাছি। গাধা আর মানুষ ছাড়া সব জোনেয়ারের জনে মারাফত। গুরাদি পন্থে তো যদি ওই মাছি। কাজেই গোবানে যাবা এখনেই সেই। এরপর পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস বলদের বারোটা অবশিষ্ট রয়েছে। একটা মারা গেছে সাপের কামড়ে, নিনটে মরেছে রোগে ঝুঁতু, একটা ভুঁস্যা, বাকি তিনটে মরেছে বিষাক্ত চিটিলিঙ তপ থেকে। আরও একটা মারা যেতে বসেছিল ওই একই তৃণ যেমে, সময়মত চিখিণ্ডা কর্তৃত সেরে উঠেছে।

জিনিসপত্র বের করে নিলাম গোবান থেকে। বলদগুলোসহ গাঁড়িটা গোজা আর টমের দায়িত্বে রেখে ইনাইয়াটি ছাড়লাম আমরা। আমবোপা, বিবা আর ভেটভোগেল ছাড়া এনিসপত্র বের করে নিলাম গোবান থেকে।

পুরতে কিছুক্ষণ নীরবের পথ চললাম আমরা। সবার আগে আগে চলেছে আমবোপা। হঠাতে গান্ধুর সে। জুনু গান। কথাগুলো বড় সুন্দর। ওর চরিত্রের আরেকটা দিক উন্মোচিত হল আমাদের কাছে। সোন্কটার লাজুয়ে কঠিন মনের আড়ালে একটা পুরুষ করি মন রয়েছে।

দিন পর্যন্ত আরেকটা চলে একটা সুন্দর জায়গায় পৌছলাম। আমরা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে কোথাও ইডোরো কিংবা একটু-থেম-যা ও কাটা-ওঁয়ের ঘন ঝোপ, কোথাও সুন্দর মাচালের গাছের বিবাট জঙগ। গাছে গাছে ঝুলে দেখে ফল। এই ফল আর গাছের জালপাতা হাতিলে সুন্দর খোবার। বনের ধারে হাতির চিহ্ন দেখতে পেলাম। লাদার সুপ পড়ে আছে এদিক ওদিক। গাছের ডাল ভাঙ। উপভোগ তোলা হয়েছে কিছু গাছ। খাবার সময় গাছপালা খুর বেশি নষ্ট করে হাতি।

পরের দিন বিকেলে আরেকটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌছলাম। ঝোপকাড়ে ঢাকা একটা পাহাড়ের পাদদেশে একটা নদী। পুরুষে থা থা করছে নদীর বৃক। তবে কোথাও কোথাও গভীর গর্তে এখনও পানি আটকে আছে কিন্তু। ক্ষটিকের মত পরিকার সে পানি। গৰ্তগুলোর চারধারে নানা জুরুজুনোয়ারের অসংখ্য পাথের জাপ। পাহাড়ের গোড়ার জালমনের দিকে তাকাবে একটা বিশাল পাকের মত জায়া চেতে পড়ে। ওজ্জে ওজ্জে জন্মে আছে ওখনে চ্যাট্টমাথা মিমোসা। ফাঁকে ফাঁকে মাথা ঝুলে দাঁড়িয়ে মাচাবেল, বিলের আলোয়ে চকচক করছে মস্ত পাতা। আর এই দুই ধরনের গাছের ফাঁকে, অবশিষ্ট ভূমি ঢেকে রেখেছে এক ধরনের বেঁটে গুল।

নদীর বুক ধরে চলতে চাই ঢাল বেয়ে হঠাতে ওপরের দিকে উঠে পেছে পথ। নদীর ধার ধরে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। নদীর পাড়ে উঠে এলাম আমরা। চোখে পড়ল একদল ভিরাক। নদীর তালুর ঘাকাক এতক্ষণ দেখতে পাইনি। ওলি করে একটা জিরাফ মারল গুড়।

সৰু হচে এসেছে। বাত কাটনোর জন্মে ওখনেই ধামলাম আমরা। ঢালের আলোয়ে পরে কাবার দিয়ে চমৎকার ভোজন হল।

তারপর আগন্তুম ধারে গোল হচে বিশাল আমরা কঠেকেজন। ঢাল ধূমপান। স্যার হেনরি আমার পাশে বসেছেন। সেই পরিবেশে হঠাতে করেই তাঁর পাশে বড় বেমানান লাগল নিজেরে। সেনালি চৰের বেকার পাশে থাটো থাটো ঘাড় কালো হচ, সতীতি দেখানাম। তিনি বিশালাকার, অমি হালকা-পালকা, ছেটাখালি। তাঁর ওজন পরনো ক্ষেত্রে, আমার বড়জুরের নয়। কাজেই গুড় বসেছে আমাদের মুখেমুরি। এই পরিবেশে তাকে আরও বেশি বেমানান লাগছে। পোশাক আর কাঁধের ব্যাকি থাকলে এখনও তাকে আদি অকৃত্য ক্যাপ্টেন জন গুড়, আর, এন, বলা যেত নিষ্পত্তেকে।

একটা চামড়ার ব্যাগের ওপর বসে আছে ক্যাটেন। দেখে মনে হয়, কোন সভা দেলের সভা শহৈরে নিজের বাড়িতে রয়েছে। এইমত ফিরে এসে শিকারের গঞ্জ শোনাতে বসেছে বৃক্ষদেরকে। পরমে বাদামী রঙের টুইজের শিকির পেশাক, ম্যাচ করে হ্যাট পড়ে থামায়। সব কিছুই হিমছাম, পরিজন্ম। হাসিমুশি তেহারা। পরিকার কামানে পৌঁছাড়ি। তিক জায়গামত সেখে আছে আই প্লাস, দাতের পাটি। চাইকি, সান গাটাপাত্রের তৈরি একটা কাপ ও পরেছে।

আমার দুটির অর্থ কৃত্য বৃক্ষতে পারল ক্যাটেন। হেসে বলল, ‘সব সময়েই পরিকার থাকে ভালবাসি আমি। আর এতে তো তেমন খুরচ লাগে না। তেমনি বোঝা ও না, যে বয়ে অনেক তে কৃত হবে।’

ফুটকুট জ্যোতির বসে হাসিগঞ্জে মেটে উঠলাম আমরা। একটু দূরে জড় হয়ে বসেছে কান্ত্রিকা। এলাকা হরিয়ের শিল্প তৈরি পাইলে করে বিষাক্ত দাঢ়া পাতার ধোয়া টালছে।

শীত পড়তে লাগল। একজন একজন করে উঠল ওর। গুটিগুটি মেরে গিয়ে লকাল কহলের তলায়। আরেকটু দূরে একা বসে আছে আমবোপা। হাতের তালুতে চিরুক রেখে গভীর ভাবনায় দ্বুলে আছে। প্রথম থেকেই খেয়াল করেছি, আর সব কাহিনীদের কাছ থেকে নিজেকে সব সময় দ্বুল দূরে ঝাঁথে সে।

পরদিন সকা঳ে দোরি করেই ঘুম ভালুক আমাদের। উঠে পড়লাম। তৈরি হয়ে নিলাম আত্মাকান্তি। জিরাফের নানা সেবে দিয়ে রওনা হচে পড়লাম শিকারে। সেগুলো আমবোপা, পোকি আর ভেটকেভেলে। কুলুক জিনিসপত্রের পাহাড়ায়।

সেদে তিনিটে হাতিমারা রাইফেল নিয়েছি। আর নিয়েছি অচুর গোলাবারুদ। আমি আমার বোতাম এক ধারে পানার বসে আর নিয়েছি কামলাকার দেয়া ঠাণ্ডা চা। শিকারের সময় পানির বসলে এক ধারে বেশি পুরু পাই আমি।

বিনাদি সিলে যাবে যাব, রাখে করতে করত যাব হাতি। তার ওপর বিশাল পায়ের ছাপ আর লাদার সুপ। চোখ বুঝে অনুসরণ করা যাব। শিগগিরই একটা দল চোখে পড়ল। পেচিং-তিরিশাল হবে। বেলিস আগনি পরিষেবা হবে।

চুটি দেজেছে। ভীমণ গরম হচে উঠেছে আবাহাওয়া। রাতের বেলা থেকে হাতিগুলো। পেট ভরা। আমাদের কাছ থেকে শুনুই গজ দূরে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছে এগুলো দানব এক সঙ্গে! অপূর্ব দৃশ্য!

কেবকটা কুকুনে ঘাসের ডগা ঝুলে নিয়ে শুনুই ছেড়ে নিলাম। একটু সামনে সেরে এসে মাটিতে পড়ল আমবোপা। তাঁর মানে হাতিটি দিক থেকে আমাদের দিকে বইছে বাতাস। এগিয়ে যাওয়া যাব। আসলে, কাহা থেকে নিন্তক হয়ে গুলি করতে চাইছি। গুলি ফসকালে কিবু শুভ আহত করলে সাধারিত বিসরণ হবে।

এগিয়ে গেলাম। চাপ্পল গজের মাঝে এসে গেলাম হাতিগুলোর। এখনও টের পাইনি। তিক আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনিটে বিশাল মদ। বড় বড় দাঁত। বায়েরেটা স্যার হেনরিকে দেখিয়ে দিলাম। ওড়কে বললাম ভালেরটাকে গুলি করতে। আমি বেছে নিলাম মাঝেরটা।

‘বুু। বুু। বুু।’ কান ফাটনো গৰ্জন করে উঠল তিনিটে ভারি রাইফেল। হৃৎপিণ্ডে গুলি ধেয়ে দুর্যোগ করে আছেন পড়ল বা পালের হাতিগুলি। হাঁটু গেগে বসে পড়ল মাঝেটা। কুলুক পরকারেই উঠে পড়ল আল আবার। ঘুরে সোজা হুটে এল আমাদের দিকে। দ্রুত সরে গেলাম একদমাক। পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় আবার দুলি করলাম। হুমড়ি থেয়ে পড়ল হাতিটা। এগিয়ে নিয়ে ওর মাথায় আরও দুটো গুলি করলাম। যঞ্জলা শেষ হল জান্যায়েরের। তেরে চাইবার সময় গেলাম এবার।

গুলি ধেয়ে ছুটে আসছে তাঁতীয় হাতিটা। ওড় আকাশের দিকে, ছোটার তালে এদিক ওদিক নড়ছে বিশাল দুই দাঁতের ডগা। জায়গামত ওলি লাগতে পারেনি

সলোমনের শুঙ্খধন

ক্যাটেন। ভেবেছি, আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু না, আমাদেরকে দেখতে পায়নি গুট। এটুকু ঘৃণায় যোগাবাড় ভেঙে ছুটে গেল আমরা যদিক থেকে এসেছি সেদিকে।

অন্য হাতিগুলোও ছুটতে শুরু করেছে। হারিয়ে যাচ্ছে গাষপালার আড়ালে। সমস্যায় পড়লাম। আইতে হাতিগুলো খিচ দেন? খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে? ততক্ষণে পালিতার হয়ে যাবে সামনের দলটা। দ্রুত শিক্ষান্ত নিতে হল। সামনে এগোনোই হিঁক করলাম।

ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে হাতির পাল। ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব। এক জ্বায়গায় না দাঢ়ালো আর ওদের নাগাল পাওয়া যাবে না। তবু চলতে লাগলাম যত তাড়াতাড়ি সংষ্ঠব।

ভীষণ বাড়তে রোদের তেজ। দরদর করে যাচ্ছি। কিন্তু শিকারের উত্তেজনায় কঢ়কে কাছ বলেই মনে হচ্ছে না। আরও দূর মৰ্য্যাদা পর দেশে দেখিব। বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দলটা।

উত্তেজিত। উত্ত ওজে আর নামাকে। কিন্তু দিয়ে দেখিব। বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দলটা। খেকে আলাম হয়ে নাড়িয়ে আসে বিশাল এক নাতালো মৰ্য্যাদা। পাহার দিচ্ছে সে। বিশুদ্ধের বিপদের গৰ্জ পেন্দে হাঁহিয়ারা করে দেবে অনন্দেরে। আমাদের কাছ থেকে বড়জোরে তাৎ গঞ্জ দে। ওটোকে শিশ করার সিকাত নিলাম। একসঙ্গে ওলি করলাম তিনজনে। ওখানেই পড়ে গেল হাতিটা। বাকিগুলো আবার ছুটল।

কিন্তু কপাল ধারা প হাতিগুলোর। একগো গজ পরেই একটা নাল। দু'পাশে যেতে পারত, কিন্তু আতঙ্কে বুকিলে পেল পেমেছে ওগুলোর। সোনা নেমে গেছে নলটাকে। খাচা পাত পেলে এখন আর ওগুন উঠে মেঠে পারছে না। এক জ্বায়গায় জালান করছে। কার আগে কে উঠে যাবে, সেই চেষ্টা করছে কোন কাজ হচ্ছে না, কেবলই হড়োহাত্তি করছে ওরা। আর ঠাঁতা মারাছ একে অনেক গায়ে।

নালার পাতে গিয়ে নাড়ালাম অমরা। একনাগাড়ে গুলি চালালাম ফাঁদে পড়া হাতিগুলোর ওপর। গুলি বেয়ে নালার বুক একটা তলে পড়তে লাগল হাতি। পাত বেয়ে উটো ওপারে যাবার চেষ্টা করল ন আর ওরা। নালার দুন্দকে খোলা আছে। যে যৌদক পারে ছুটল পদ্মমুর করে। ইচ্ছে করলে শিশ নিতে পারতাম। একেবারে সহজ শিশকা। কিন্তু এমনন্তৈই আটকাকে খতম করোছ। আর রক্তপাত ঘটাতে ইচ্ছে হচ্ছে ন। ধামালাম।

নালার বুকে পড়ে আছে পাঁচটা হাতি। দুটোর বুক কেটে হৃষ্পিণ বের করে নিল সঙ্গের কান্ত্রা। হাতিদের জিবেরে নিয়েছি আমরা তিনি শিকারি। আবার রওনা হলাম ক্যাটেনের পাশে। যিয়ে দেখি পাঠিয়ে দেব। এসে দেখে নিয়ে যাবে দাঁতগুলো।

প্রথম তিনিটো হাতিকে দেখেন মেরেছিলাম। সেখানে পোছে একটা এলাকা দেখা পেলাম। ওলি করলাম না। প্রচুর মাংস আছে, খামোক জীবগুলোকে মেরে লাভ নেই।

আমাদেরকে দেখে মাঝে ছুট লাগল এলাকারে দল। শ'বানেক গজ যিয়ে ধন রোপবাড়ের ধারে থামল। একসঙ্গে এত এলাও এর আগে কথন ও দেখনি গুট। ওগুলোকে কাছ থেকে দেখার শুধু চাপল তার। অবশ্য দেখার মতই ঝীৰ, এত সন্দর।

গুড়ের রাইফেল আমরাপোর হাতে। এলাও মারবে না, ওধু দেবে, রাইফেল নেবার দরকার নেই। খিবারকে নিয়ে এগিয়ে গেল সে। আমরা বিজয় হলাম ন। কৰং একটু বিশ্বাসের সুযোগ মিলে যাওয়ায় ভালী লাগল। অত যাচ্ছে বিশাল একটা গাছের হাত্যাৰ বসলাম।

পশ্চিমের আকাশ লালে রঞ্জিত সূর্যোদয় আকাশের পাতায় পাতাক আকাশ। অপরপ দৃশ্য। দুই হয়ে দেখিছি, হাঁটাং হাতির কুচ চিক্কারে চমকে উঠলাম। কিন্তু চেয়ে দেখলাম, আকাশের দিকে উত্ত তুলে দিয়ে যোগপাতা ভেঙে ছুটে আসছে একটা বিশাল হাতি। খুদে লেজাটা দিয়ে বাঢ়ি মারছে নিজের পাহার। পত্তন সুর্দের আলোয় তয়াবহ দেখাচ্ছে ধূসুর দানবটাকে।

হাতিটোর আগে আগে ছুটে আসছে ক্যাটেন গুড আর বিবা। কাঁটা লৰায় পা বৈধে যাচে। বার বার হোচ্চাট আছে। ইমডি দেয়ে গড়লেই হয়, একেবারে পিটের ওপর উঠে আসে হাতি।

রাইফেল হাতে করে ছুটলাম। গুলি করতে পারছি না। বেশ দূরে আছে এখনও হাতিটা। ছুটত নিশানায় তাল লাগাতে পারব না। তাছাড়া ওলির পথেই যাচ্ছে বিবা আর গুড। ওলি গাঙে দেখে মেঠে পারে।

আর মাত করতে মুহূর্ত পরেই পিপল গুড। পিপল হুমড়ি দেয়ে।

জন বাজি মেঠে ছুটাম। কিন্তু বুকাতে পারছি, লাগ হচ্ছে না। বড় জোর আর তিন সেকেন্ড লাগবে হাতিটা আসতে। মারা যেতে বসেছে ব্যাটেন গুড।

ক্যাটেনন্টে আক্রমণ করতে গিয়ে থেমে গেল হাতিটা। আকেটা পুঁচকে জীৱ দাঁড়িয়েছে এসে তাৰ ঠঁড়েৰ কাছে, বিবা। প্রতু অসহায়ভাবে মারা যাবেন, সহজ করতে পারেন হেলেটা। বিনোদন প্রাণের মায়া তুল করে এগিয়ে গেছে। হাতেত আমেগাইটা ছুটে মারল হাতিৰ মুখে।

আরও খেপে গেল হাতি। উত্ত দিয়ে পেঁচিয়ে ধৰল হাতিগাছে ছেলেটাকে। শৰ্ণে তুলে আচারে মারল। এক পা ঝুল দিল তাৰ নিতাই। উত্ত দিয়ে বুক পিট জাঁড়িয়ে ধৰে এক টানে ছিঁড়ে দুই টুকুৰা করে মেলেল।

আমরা পোছে পোছি। সামনে ওলি চালালাম হাতিৰ ওপৰ। বিবাৰ খতিত লাশেৰ ওপৰ দেখে পেলু হাতি।

উত্ত পড়ে ক্যাটেন গুড। ছুটে গেল পাগলের মত। মাঝেৰে পাহাড়েৰ তলা থেকে বৰ্তিতে, তেলুনে লাশটাকে বেৰ কৰাৰ বাৰ্য চোঁচা চালাল।

দুৰ্শে, বেনুৰার তৰু হয়ে গোছি। পড়ত মেলায় ইই মৰ্যাদিক দৃশ্য সইতে পারছি না। যুগলার একটা দলা যেন উত্তে এল সুকেৰে ভেতৰ থেকে, আটকে গেল গলার কাছে।

স্যার হেলেট দিয়ে চোখে চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। চোখেৰ পানি গোপন কৰতে চান হয়ত।

তক হয়ে গোছে ভেতৰভোলো।

আচাৰ্য! শান্ত বয়াচে তথু আমবোপা। এগিয়ে গেল সে। বসল মৰা হাতিটাৰ পাশে। বিবাৰ মাধাটা মেরিয়ে আছে হাতিৰ তলা থেকে। আধুবোজা চোখ দুটোকে পঢ়ীৱৰ মেঠে বক কৰে দিল আমবোপা। বিৰুবিদি কৰে বলল, 'বীৰেৰ মত মৱেছ তুমি, বিবা। সত্যিকাৰেৰ জুনু বীৰী।'

পাঁচ

বিবাৰ দেহেৰ খতিত মাসেপিণগুলো তুলে এনে একটা পৰিত্যক পিপড়ে-ভালুকেৰ গৰ্তে কৰিৰ দলাম। পৰকালে কাজে লাগতে পারে ভেবে বিবাৰ আমেগাইটা ও সেখে দিয়ে দিল আমবোপা।

নৰতা হাতিৰ দাঁত, কাটিতে আনকে সময় লেগে গেল। ক্যাশেৰ কাছকাছি বড় দেশে একটা গাঁথ মেঠে, নিলাম। অনেক দূৰ থেকেও চোখে পড়ে গাঁথটা। ওটো নিচেই দাঁতগুলো সব পুনৰ্ত রাখাৰ ব্যবস্থা কৰলাম। গাঁথটা চিহ্ন রাখিল। যদি কেনেন্দিন আবার ফিরে আসতে পাৰি, দাঁতগুলো খুঁজে পেতে অসুবিধে হৈন ন।

কাজ শেষ কৰতে দুলিন লেগে গেল। তাৰপৰ আবার রতনা হলাম আমবোপা।

লৰা কষ্টকৰণ পথ পাড়ি দিয়ে একদিন এসে পোছুলাম লুকামো নদীৰ ধারে, সিটাভাৰ কালে। এখান থেকেই আসল যাতা শুরু হবে আমাদেৱ। জ্বায়গাটা আমাৰ পৰিচিত।

তানে, ইভিয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্থানীয় মানুষের বস্তি, তারপরে শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ মাঠ। কান্তিমনের কিছু গুরুমূলের চরাচর ওখানে। বায়ে, খালিকদূর গিয়েই শুভভূমি শেষ। তারপরে হাত্তি করেই তুক হয়েছে মৃত্যুমুণ্ড। অঙ্গুত্ব ব্যাপার! এখনে প্রকৃতির এই হাত্তি পরিবর্তনের নিচৰে কোন ভৌগোলিক বায়াব্যা আছে, তবে আমি সেটা জানি না।

একটা সর জলসেশনের পাশে ক্যাম্প ফেলিলাম। আগেরেরও ওপরেই ক্যাম্প ফেলিলাম আমি। সামনে, বড়জুরে বিশ গজ দূরে রয়েছে সেই পাথরের টিলাটা। টেটা ও গুঁগল থেকে বেরিয়ে এসেছিল সিলভেজে।

শেষ হিলেন। লাল বিরাট এক বলের মত সূর্য অঙ্গ ঘাঙ্গে, তলিয়ে ঘাঙ্গে হেন মরত্তমুর বালিতে। লাল বিরাট পিণ্ড বিহারের দিকে দিকে রাগের হচ্ছাহিঁ অঙ্গের রফের ফানুন উভিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। ক্যাটেনের ওপর ক্যাম্প ফেলার তার দিয়ে স্যার হেমেরিতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন টিলাটির দিকে।

টিলাৰ গোড়া দাঁড়িয়ে তাকালাম সামনের ধূ ধূ শুন্তার দিকে। বাতাস দুবৈ পথিকুল। অকেন, অকেন দূরে সুলিমান বার্ষ, লালচে অকাশের পটভূমিক্যান আবজা নীল রেখার মত চোখে পড়ছে। রেখার এখানে ওখানে সাদা ছোপ, তুষার ঢাকা ঢুড়া গুগুল।

‘ওহই যে,’ বললাম, ‘সলোমন মাইনসে যাবার বাধা। ওর ঢুড়ায় কখনও উঠাতে পারব কিনা কিন্তু জানেন।’

‘আমার ভাই হ্যাত আছে ওপারে। যদি থাকে, পৌছবই আমি ওখানে,’ শাস্তি, শীর ত্বির গলা স্যার হেনরির।

‘তাই নেই হয়,’ বলেই ঘূরলাম। ক্যাম্পে হিরে যাব। আরে, আমরোপাও দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পেছনে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের সুলিমান বার্ষের দিকে।

আমরা ঘূরতেই হাতের আসেগাই ভুলে পৰ্যটকালার দিকে নির্দেশ করল সে। স্যার হেনরির জিজেসে করল, ‘ওখানে আপনারা, ইনকুবু?’

ইনকুবু! অবৈক হলুম। ওদের ভাষায় ইনকুবু মানে হাতি। রাগও লাগল। একজন খেতাবে এভাবে জানোরাবর সঙে ভুলন করে ভাকছে, ‘স্বৰ্ণ তো কর মা! কড়া গলার জানতে চাইলাম, তার চেয়ে অনেক সহজে একজন লোককে এভাবে অপমান করার সাহস সে কোথায় পেল!

হেসে উঠল আমরোপ। আরও রেগে গেলাম আমি। কড়া চোখে চাইলাম ওর দিকে।

‘ইনকুবু কি করে জানলেন,’ বলল আমরোপ, ‘উনি আমার চেয়ে বেশি সহজী? ওদের দেখেই বোঝা যায় তু বৎশের দিকে। আমিও তেমন কেউ নই, কি করে জানলেন?’

একজন কান্তি একজন খেতাবের সঙে এভাবে কথা বলছে! অসহ্য লাগছে আমার, কিন্তু আর কিছু বলতে পারলাম না। প্রথম দেখেই আমরোপকে আর দশজন সাধারণ কান্তির মত মনে হয়নি আমার।

আমরোপ কি বলছে, জানতে চাইলেন স্যার হেনরি। বললাম। ওনে তিনি বললেন, ‘হ্যা, আমরোপা, সলোমন বার্ষের দণ্ডিকৈ যাচ্ছি আমার।’

‘বিশেষ অভিযোগ।’ পাম নেই। আকাশ ছোয়া পর্যটকে হৃতা ত্যাগে ঢাকা। ওর ওপারে, যেখানে সূর্য অত যাব, লোকে জানে ন ওখনে কি আছে। ইনকুবু ওখানে কেন যেতে চান? আমরোপ কথা আবার অনুবাদ করে শোলাম। স্যার হেনরিকে।

‘কারণ,’ বললেন স্যার হেনরি, ‘আমার বিশেষ, ওখানে আমার ভাই রয়েছে। ওকে বুজতে যাচ্ছি।’

‘ভাই? তাহলে বছর দুই আগে আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে। এপথেই গেছে সে। সঙ্গে একজন ঢাকক ছিল, আর একজন শিকারি। আর ফেরেনি

ওদের কেউ?’

‘কি করে জানলে, ও আমার ভাই?’

‘লোকটা মেঠাতে। চোখ দ্বারা অপনার চোখের মত। দাঢ়ি অবশ্য কালো। আর দাঙ্গু অপনার উল্লে। তার সঙ্গে শিকারিকে তিনি আমি। নাম জিম। বেচুনার লোক।’

‘সন্দেহ নেই, ওই খেতাবই আমার ভাই,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘হেলেবেলা থেকেই জঙ্গ অমন। কিছু করার সিঙ্কান্দ নিলে করে ছাড়ে। পথে কোন দুর্ঘটনায় পথে না থাকে। ঠিকই সুলিমান ওপারে গেছে।’

‘বিনোদ গুর্ণ যাবা, ইনকুবু! মন্ত্রকা করল আমরোপ।

‘দেখ, আমরোপ, মানুষ সাতা সত্তা চাইলে কোন কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।’

‘ইনকুবু! ঠিকই বলছেন, মাথা দুলিয়ে বলল আমরোপ। ‘অপনার সঙে আমি একমত। জীবনটা ক'দিনেই অক্ষকাল থেকে এসেছি, আবার অক্ষকালেই ফিরে যাব। মাকেরে সময়টাতে মনে রাখার মত কিছু যদি করেই রেখে যেতে না পারলাম, মানবজন্মই ব্যাপ।’

‘স্তু এক আজব লোক,’ বললেন স্যার হেনরি।

হাসল আমরোপ। ‘আমার সঙে আপনার অনেক মিল আছে, ইনকুবু। এই যাতার উদ্দেশ্য ও অনেকটা এক। ওই পাহাড়গুলোর ওপারে ভাইদের খুঁজতে চোলোই আমিও।’

সঙ্কিঞ্চ থেকে তাকালাম আমরোপের দিকে। ‘মানে? ওই পাহাড়গুলো সম্পর্কে কিছু জান করি কুই?’

‘ধূম এক আজব লোক,’ বলেন স্যার হেনরি। ‘ওপারে আছে এক আজব দেশ। জানুর দেশ, সুন্দর গাছ আর বর্ণনা দেশ। ওখানে পাহাড়ের মধ্যে সুন্দর তুষারে ঢাক। বিশেষ এক পথ চলে গেছে, তুষারের মতই সামা। এ সবৈ অবশ্য শোনা কথা, ‘ঘৰল আমরোপ।’ ‘ওসমন কথা কথা তাম্বের লাগ নেই।’ কি আছে না আছে নিজের চোলোই তো দেখতে যাচ্ছি। চুলুন হাই। আধাৰ নামেৰে শিগগিৰি।’

সন্দেহ গেল না আমার, আরও বাড়ল। ভুল কুঠকে তাকালাম আমরোপের দিকে। অনেকে বেশি জানে লোকটা।

‘আমারকে ভয় পারার কিছু নেই, মাকুজান,’ আমার দন্তির অর্ধ বুরতে পেরেছে আমরোপ। ‘কুয়া খুঁড়ব না আপনার জন্মে। কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। আমির যাজন। তবে একটা কথা দেখে রাখল, মৃত্যু অবিহত টলে হোলে ওখানে। আমার উপস্থিৎ অস্তি, ফিরে যাব হাতি শিকার ক'লাগো, অনেক সজ্জ কাজ ওটা।’ আর একটাও কথা না বলে ঘুরে দোড়ল সে। আসেগাইটা কাঁধে ফেলে হাতিতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে।

আমি আর স্যার হেনরি ফিরে এলাম ক্যাম্পে। অন্যান্য কান্তিমনের সঙে বসে বন্ধুক পরিষ্কারে বাস্ত হয়ে পড়েছে আমরোপ।

‘বুজত লোক! বললেন স্যার হেনরি।

‘হ্যা,’ বললাম। ‘ওর ভাবসাৰ পৰ্যন্ত হচ্ছে না আমার। কিছু একটা গোপন কথাবৰে সে আমাদের কাছে। বুজত পারাগ কৰে এবং কোন লাভ হবে না। মৃত্যু ঘূলবে না সে। হয়ত মাঝখন একজন শক্তি হবার।’

পৰের দিন সকা঳ে উঠেই তৈরি হতে লাগলাম আমরা। দুর্দৰ্ম মুক্ত্যায়ার পাড়ি জমাব এবাব। হাতি মারার ভাবি রাইফেল আৰ গেলাবাৰ ক'লাগোলো বৰে দেবৰ আৰ কোন মানে নেই। পান্ডা মিঠায়ে বিদায় কৰে দিলাম কুলিদেৱ। স্থানীয় এক কান্তিৰ সঙে কথা বলে, তাৰ কাছে তাৰি বোঝা রেখে যাবৰ ব্যবহাৰ কৰলাম।

রায়ফেলগুলো দেখে লোভে চকচক কৰে উঠল লোকটাৰ চোখ। বুললাম, একে

বিস্তার নেই। চালাকি করতে হল। সবগুলো রাইফেলে গুলি ভরে কক করে রাখলাম। একে হাঁশিয়ার করে বললাম, যেন না হোর ওভলো। তাহলেই ভয়নক শব্দে কথা বলে উঠে রাইফেল। যাকে সামনে পাবে, খুন করে ফেলবে। মালিক ছাড়া আর কাউকে মানে না ওভলো।

আমার কথা বিস্তার করল না লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাঁচিয়ে একটা রাইফেল তুলে নিল। আমরা কি করে খুলি হুঁটি, দেখতে সে। বাইটা কাঁধে ঢেকিবে মাটের দিকে মুখ করে ট্রাই ট্রে দিল। ভীষণ শব্দে গতে উঠল ভারি এইট-এইট রাইফেল। তাঁলি গিয়ে লাগল তার একটা গরম গত হয়ে গেল প্রতি রাইফেলের কাছ। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে মরে গেল ওটা। আর বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে পেছনে ছিটকে পড়ল লোকটা। উঠে দিয়েছে রাইফেল।

কাহু, নতে চলতে উঠে দাঁড়াল সে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে তেহারা। বড় বড় চোখ না করে চাইল পড়ে থাকা গরুর দিকে। রাইফেলের দিকে তাকল ডয়ে ডয়ে। বুকলাম, আর চিঠা নেই। রাইফেলগুলোকে আর ছেবেও না সে। তার বাঁচিয়ে এক কোণে রাইফেল আর মোলাকাবুল দেখে দিয়ে এলাম আমরা। আমাদের রাইফেলের ঘূর্ণিতে মরেছে, সহজে যুক্তি দেখিয়ে গরুর নামটা আমাদের কাছ থেকেই আদায় করে নিল সে।

তিমটৈ ভাল শিকারের ছুরির লোভ সেখিয়ে অনেক কষ্টে তিনস্কান আদিবাসীকে আমাদের সঙ্গে আসেন্তে রাজি করলাম। যাঁরা গুরুতে মাইল বিশেক আমাদের সঙ্গে আসে ওরা, পানির পাতা বাইবে। প্রতিটী পাতা এক গ্যালন মত পানি ধোরে।

আমরা কোথায় যাব আনতে চাইল ওরা। বললাম উট পাখি শিকারে চলেছি। আমাদের পাগলামিতে আবাক হল ওরা। তৃষ্ণায় মারা যাব বলে নিরব করতে চাইল। বলে করে হাত ছেড়ে দিল শোরে।

ঠিক করলাম, পাতা পাতা পড়লে রওনা হব। সারারাত চলব মরমুরির ওপর দিয়ে, দিনেরে বেলা বিশাল নেব।

প্রায় সুরাটা দিয়ে ঘূর্ণ্য কাটলাম। সাঁবের পৰ তাজা মাস খেয়ে পেট ভরলাম। সেই সঙ্গে শিলবৰ্ষ প্রত্যু চা। আগমী কয়েকদিন পানির কষ্ট যাবে, তাই পানি আর চা ধোয়ে পেটে চেল করে ফেলল ওড়। জিমিনপেট সব বীরাহাচান শেষ হল। চাঁদ উঠলে রওনা হব। আবার খয়ে বিশ্বাস করতে লাগলাম আমরা।

বাত ন টাক চাঁদ উলু। হলুড় আলোর প্লাবিন করে দিল বুনো এলাকা। সামনের দিগন্তে বিস্তৃত তেলামে বালিকে এখন সাগরের মত দেখতে লাগছে। সময় হয়েছে। কিন্তু পা বাঁজতে শিশু ও বিদ্যু কোরাকাম আমরা। নিষ্ঠত আবাস ছেড়ে জানান উদ্দেশ্যে পা বাঁচাতে মানুষের চিরতন দ্বিধা। পামাপালি নাড়িয়ে আছি আমরা তিন ইঞ্জের। শক্তি চোরে চেয়ে আছি জোপো ধোরা বিশাল মরমুরি দিকে।

খানিক দূরে দৰ্দিয়ে আমরো। কাঁধে আসে গাই। সে-ও চেয়ে আছে মরমুরি দিকে। তার পেছনে রয়েছে ভেন্টডেগেসে আর তিনি আদিবাসী—পানির পাতা বাহক।

'ভাইরো,' ফিরে চেয়ে, ভাবি গলায় বক্তৃতা দেবার মত করে বললেন স্যার হেনরি, 'এক অস্তরণক সম্ভব করতে চেলেই আমরা।' পানির কিনা যথেষ্ট সহজে আছে। তবে, বিপদ আসুক বাধা আসুক থারাপ হোক ভাল হোক, সেই প্রমত্ত দেবের আমরা। আসুন, যাহার গুরুতে দেই মহাশ্বাসক্রিয়াকে কাছে প্রথমে জানাই, তিনি যেন আমাদের সহায় হব। তাঁর ইচ্ছাই হোক আমাদের ইচ্ছ।' যাথা থেকে হাটাটা খুলে নিলেন তিনি। দুঃহাতে মুখ টেকে এক মিনিট নীরব রইলেন। ওড় আর আমি তা-ই করলাম।

প্রথমন শেষ করে মুখ দেখে হাত সরালেন স্যার হেনরি। 'চুন।'

পা বাঁচালাম আমরা।

পর্বতমালা দিকে সোজা অগিয়ে চলেছি। পথনির্দেশ বলতে তেমন কিছুই নেই।

তিনশ্চা বছর আগে রকে লেখা হোসে তা সিলভেত্রাৰ ম্যাপটা ছাড়া। কৰখানি সঠিক ওই ম্যাপ, জানি না, তুমু ওৱ ওপৰাই নিৰ্ভৰ কৰতে হবে আমাদেৱ। যেখান থেকে যাবা কৰেে, তাৰ মাইল ঘাটকে দূৰে পানি আছে, লেখা রয়েছে সিলভেত্রাৰ ম্যাপে। কৰখানি সঠিক? তিনশ্চো বছৰ পৰে ছিটকে ওই ওয়ার্ট হোক এখন আছে? শুধিৰে যাবানি? কিংবা মৰত্তমুৰ জাত-জাতোৱা যাবানি? থাবা অবোধ কৰে মেলেন তো ওই পানি? ওখনে শিয়ে থাবাৰ পানি না পাওয়া গেলে মৰতে হবে। ওই জায়গা থেকে আৰ ঘাট মাইলেৰ মত দূৰে পৰ্বতমালা। যাক, তেবে কোনো লাজ নেই। যা ঘাটৰ তা ঘাটবৈৰে।

নীৰীৰ নিষ্ঠক রাত। বলিলেও এখানে ওখানে বাধা দিষ্টে। অনৰত জুতোৰ ভেতৰে কোৱা কোৱা জাতিয়ে যাবাক আমাদেৱ পারে। হাঁটাতে বাধা দিষ্টে। অনৰত জুতোৰ ভেতৰে কোৱা কোৱা জাতিয়ে যাবাক আমাদেৱ পারে। হাঁটাতে বাধা দিষ্টে। অনৰত জুতোৰ ভেতৰে কোৱা কোৱা জাতিয়ে যাবাক আমাদেৱ পারে। হাঁটাতে বাধা দিষ্টে। অনৰত জুতোৰ ভেতৰে কোৱা কোৱা জাতিয়ে যাবাক আমাদেৱ পারে। হাঁটাতে বাধা দিষ্টে।

ঠাঁটা রাত। বাস্তস অস্তু ঘন আৰ ভাৰি। কেমেন এক ধৰনেৰ স্থিত পৰশ বোলাছে চামড়ায়। এই আবাহওয়ায় হাঁটাতে বেশ লাগছে, অগ্রসিৎ হচ্ছে ভাল।

চলতে চলতে এক সহয় শিস দিয়ে উঠল গুড়। দু গৰ্জ আই লেজট বিহাইও মী' গণেছো সু। নিষ্ঠক রাতে অকেন বেলি জোৱাল শোনাল দে শিস। নিজেৰ কানেই বেখাল লাগাচে তুচ কৰে আৰো গুড়।

চলোক একটান। এৰ মাঝে একটা হাস্যকৰ ঘটনা ঘটল। আমাদেৱ সামনে এক জায়গায় ঘূৰিয়ে ছিল একদল কোৱাগা, জেতাৰ মত ডোৱাকাটা মৰকবাসী গাধা। কি বেলুল চাপল ডুগে, ইয়ত ভাৰল কোৱাগাৰ হয়ে যাবে সুলিমান বার্শে, চুপি চুপি পিয়ে একটা ঘূৰত কোৱাগাৰ পিয়ে চেলে বসল। সেখানে সচে কোৱাকৰ কৰে লাকাকে উঠে, দাঁড়াল জোৱারটা। উঠে বালিলে পড়ে গেল গুড়। উপটপ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অন্য কোৱাগাঙ্গো ও খুৰে যাবে ঘূৰো উড়োৱে দ্রুত অন্দুল হয়ে গেল সামনেৰ দিকে।

হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে টেমে তুলোম আমরা ওড়কে। হাতপামেৰ বালি খানতে থাকতে বিশুবি কৰে কি বলল সে। বোধহয় মানুষ চিনতে পালন মা বলে পাল দিল বোকা গাধাওকোৱে।

ৰাত একটায় প্ৰশংসনৰ থালাম আমরা। হিসেব কৰে পানি খেলাম সামান। আধ ঘণ্টা বিশ্বাস নিয়ে আবার চললাম।

চলতে লাগলো আৰো আৰো কুমাৰীৰ জোৱাগুড়া গালেৰ আভা ঘূটল একসময়। সে আভা পৰিৱৰ্তিত হল হালকা গোলাপ রঙে। ধীৰে ধীৰে সোনাল হৌয়া লাগল তাৰে। ফিনফিনে পাথাৰ কৰে নিশ্চেলে উঠে এল ঘেন মৰকৰ ভোৱা। মৰ হচ্ছে হচ্ছে এত অসৰ সময়ে পেল অগৰতি তাৰ। দেমেৰ মত ফ্যাকেস হয়ে গেল উজ্জল হলুণ চাঁদ। তাৰ কালো পাহাড়েৰ চূড়াগুলোকে দেখাবে এখন মূৰুৰ রোপীৰ হাত্তিসার চোঁলেৰ মত। তাৰপৰই পূৰ দিক ধোকে তীক গৰিতে ছুটে ছুটে এল সুৰীয়ে বেৰিয়ে গেল। সোনাল আলো গায়ে মেঘে হেলে উপটপ একসময় বালিৰ মৰকৰ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন আৰেকটা দিন।

অনেক পথ অগৰয়ে। ধামলে ও কষ্টি নেই। কিন্তু ধামল ন আমরা। আবহা ওয়া ঠাঁটা থাকবে থাকবে আৰো ওখানিকটা অগৰে থাকাই ভাল। সাৰ সৃষ্টি আৰো খনিকটা উঠে এলৈই চালা অসৰ হয়ে পড়তে। জাঁ বেলিয়ে যাবে প্ৰচণ্ড গৰমে।

আৰ ও হচ্ছাৰখনেৰ চালে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বালিৰ বুকে ছড়িয়ে ছিটমেৰ পড়ে আছে বড় বড় পদ্মৰ পুৰা। মাথাটো বাঁকা হয়ে আধখনান ব্যাটেৰে ছাঁচাৰ মত আছে দুৰ্ঘাতে আছে একদিন। কপল ভালই বলতে হৈবে। এই পাথেৰ চাঠড়। মাথাটো বাঁকা হয়ে আধখনান ব্যাটেৰে ছাঁচাৰ মত আছে দুৰ্ঘাতে আছে নিলাম আমরা। কৰকে কুৰোৱা বিশালাম।

তারপর যেমন পড়লাম পাথরের ছায়ায়। গভীর ঘূমে আঙ্কন হয়ে যেতে দেরি হল না।

চোখ মেললাম বিবেক তিনটৈর। পানি বাহক কালুরা ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এক পা এগোতে রাজি নয় ওরা, কোন কিছুর বিনিময়েই না। কি আর করব? বোতলের সবৰ বৰু পান খেতে শেষ করলাম। পান থেকে আবার ভৱে নিয়ম নতুন করে। রওনা হয়ে পড়ল কুলি। পিল মাইল পথ পাড়ি দিয়ে খাবে ফিরে যাবে আবার।

সাঢ়ে চারটান পানাগুড় আমরা ও রোদ হয়ে পড়লাম। গালে চড় মাঝে কড়া রোদ। মৌর একবেয়ে যাবা। বেদিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি। দেখে দেখে বিরজ হয়ে উঠেছে চোখ। এক জায়গায় করবিকটা উটপাখির দেখা পেলাম। আরও এলিকটা এগিয়ে দেখলাম। বৃক্ষবন্ধুর একটা বিকট সাপ আর কয়েকটা পিরিলিটা। আমদেরকে খিচে ধূর সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে একধরনের মাছি। ঘাণ ঘাণ করে করে কাছে কাছে, হাতে-মুখের খোলা জায়গায় বেদনেছে, হাতাহে, চুক্ক পড়ে কান আর নাকের ঝুটোয়। পশ্চিম সরাঙে বিপুটা এসে কাপিয়ে পড়ে। খুবি বিরক্তিকর।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাবির মত কোথায় অঙ্গু হয়ে গেল মাছিয়ে ঝাঁক। ধামলাম। আর। চাঁদ ওঠার অপেক্ষার রইলাম। উঠল। সারাদিন ঘূমিয়ে কাটিয়ে বুরবুরের তাজা শরীর নিয়ে হাসিমুর এসে যেন আপন জায়গায় ঠাই করে নিল রপালি চাঁদ।

সারা রাত ধরে হাতলাম। মাঝবারাতে একবার জিরিয়ে নিয়েছি, রাত দুটোয়। আগের দিনের মতই এল সকাল। ধামলাম। বিলটাং আর পানি দিয়ে নাঞ্জা সেরেছি শুয়ে পড়লাম। বিশ্বাস দিতে চাই ক্লেট শরীরটাকে। সেখানে সেই বালির ওপর অথবই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মৃদুর চাহড়া জুলা করে উঠেছি ঘূম ভেঙে গেল। রোদ চড়ে পেছে, খাপিত ছবি নিয়ে আমাদের চাহড়া ছাড়াবার তোড়োজোর করছে যেন সূর্য। মরার ওপর খাঁড়ার যা মারার জন্মেই এসে হাজির হয়ে পেছে মাছিয়ে ঝাঁক। গরম ওনের কিষ্ট করতে পারে না। উঠে বসে মাথার ওপরের দিকে থাকা চালালাম। কয়েকটা মাছি ধরা পড়ল হাতের মুখায়। পিলে মারলাম ওভেকে।

সহ্য করে নিন, 'বললেন স্যার হেমন্ত! 'কাটাকে আর মারবেন!

শাখার গুৰু দেশেছে! রোদের দিকে দেখে বলল গুড়।

কোথায় আশ্রয় নিয়া যাব। এদিন ওদিন ভাকালাম। ঘনত্বের চোখ যায়, কোথাও একটো পার চোকে পেলজ না। বড় গাছ ধাক্কা দেও প্ৰশঁস্নি ওঠে না। মাঝেমধ্যে বালির বুকে গজিয়ে আছে কার লতা। গায়ে গায়ে লেগে থেকে বাত সৃষ্টি করেছে কোথাও। বালির ওপরে শুশো এক শবরের অস্তুত উজ্জ্বল বিকিমিকি, বাতাস প্ৰচণ্ড গৰম হয়ে ওঠাৰ ফলে ঘটেছে এটা।

বসে থাকলে কাবাৰ হয়ে যেতে হবে। কাজে লেগে পেলাম। ট্রাউল দিয়ে বুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা, বড়সড় গৰ্ত খুড়লাম। লাঘায় বারো ফুট, চওড়ায় দশ আৰ গভীরতা দুই ফুট। কিছু কার লতা কেটে নিয়ে এলাম। চুকে পড়লাম গৰ্তের ভৰতে। লাঘা করে তদে গায়ের ওপৰ কহল টেনে দিলাম। তাৰ ওপৰ কার লতা তাৰি করে বিছিয়ে দিয়ে পৰ্যে নেমে পড়ল ভেটেজেগল। জানে হচ্ছেন্ট, প্ৰচণ্ড গৰম সইতে পারে। কাজেই আমাদের যখন জিত বেঁকিয়ে যাবার জেগাড়, ও তখন নিৰিক্ষিকাৰ।

মাঝ দূৰী দূৰ গৰ্ত গৰ্ত। চাঁদ আৰ কাৰ লতা গৰম ঢেকিয়ে রাখতে পাৰল না। সৱলৰ রোদ পড়েছে ন গায়ে, এক্কাই আৰ। অগভীর কৰবৰে ভেতেৰে ঠাসাঠাসি কৰে অথবি কি কষ্ট কোঞ্চ কৰতে লাগলাম, বলে বোকাপে পাৰব না। দিনটা কাটবে কি কৰে।

বিকেল তিনটৈর নাগাদ আৰ সইতে পাৰলাম না। এভাবে দৰ দৰ কৰে মৰার দেয়ে কাবাৰ হওয়া অনেক ভাল। বেইয়ে এলাম। গৰম হয়ে পেছে বেয়ে বোলে পানি। তাই খেলাম দুঃখেক। বসে থাকলেও রোদে পূড়তে হবে, ইল্টেলও। হাঁটাই ভাল। পথ

এগোবে। উঠে পড়লাম।

পঞ্জাল মাইল পেরিয়ে এসেছি আমৰা ইতিমধ্যেই। আৱৰও প্ৰায় সন্তু-অপি মাইল দূৰে আছে সুলিমান বার্গ। আৱ হোসে সিলভেতাৰ লেখা কিক হলে, মাইল দশকেৰ ভেতৰেই রায়েতে ওহাতাৰ-হোলটা। সত্যিই কি আছে? বোতলেৰ পানি তো হুৰিয়ে আসছে দ্রুত।

কৃষ্ণ-তক্ষা-ৱোদ। তিনটৈই মারায়ক হাঁটতে ভীষণ কঠ হচ্ছে। পুৰো এক ঘন্টা হেঁটে মাইল দেকেক পথ পেরোলাম। সুৰ্য ভুবত্তি বনে পড়লাম বালিৰ ওপৰ। চাঁদ গোঠাৰ অপেক্ষায় রইলাম। ঠাঁও হয়ে আসছে বালি। বাওয়া দাওয়া সেৱে ত্বরে যোগ পড়লাম বালিতে। সুবাদিন অমানুষীক কঠ কৰেই। শোয়াৰ সঙ্গে সঙ্গে বুলে এল চোখ।

চাঁদ উচ্চে আমৰাদেৰ ডেকে ভুলুল আমৰোপ। চলতে লাগলাম আবৰ। এক সময় হাত হুলে আট মাইল দূৰেৰ একটা পিপিটে দেখলাম সেৱালৰ চৰে। এক সময় হাত হুলে আট মাইল দূৰেৰ একটা পিপিটে দেখলাম সেৱালৰ চৰে। এক সময় হাত হুলে আট মাইল দূৰেৰ একটা পিপিটে দেখলাম সেৱালৰ চৰে।

পা আৰ চৰতে ছাই না। হাঁপাতে হাঁপাতে রাব দুটোৰ সময় চিবিটাৰ কাছে এসে দাঁড়ালাম। কথা বলাৰ শক্তি নাই কাৰও, এইই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বেশি কথা বলা যাৰ প্ৰকাৰ, সেই গুড় পৰ্যট একবাৰে চুপ হচ্ছে গোছে, বালিয়ে পড়েছে।

পিপিটেৰ চিটি নয় ওঠ। মৰহুমতি গজিয়ে ওঠা অসুস্থ এক ধৰনেৰ বালিৰ টিলা। শ'বানেক গজ তুঁ এই টিলাটা। গোড়াৰ দিক দুঁ-একৰ জাম দখল কৰে আছে।

টিলার গোড়ায় বসলাম আমৰোপ। আমাৰ বোতলে এক পিপাসা হাততে পাৰিছি না আমৰা। এক চুম্বক কৰে ফেললাম যাব যাব বোতল। বিছুই হল না এতে। তঙ্গ বালিৰ বুকে বৃষ্টিৰ ফোটা ছাঁচে কৰে বুকিৰে পেল যেন। পিপাসা মিলল না।

আবাৰ ঘুমে পড়লাম। আমাদেমই হুল আমৰোপা, 'পানি না পেলে আগামী ঠাঁদেৰ মুখ আৰ দেখতে পাৰ না।'

না পাৰলে নাই, মনে মনে বললাম। মৰিবাচি যা-ই হোক, আগে ঘুমিয়ে দেয়া দৰকাৰ।

ছয়

ভোৱা চারটায় ঘূম ভেঙে গেল। বুকে প্ৰচণ্ড পিপাসা। সহা কৰতে পাৰিছ না। একটো আগে স্থল দেখিলাম—এক শ্যামল অৰ্কলে রয়েছি, গোল কৰছি ঠাঁও পানিৰ কৰ্ণায়, পান কৰে বুকি পৰিষ পানি।

শৰীৰে পানি নেই। চোখেৰ পাতা লেগে গেছে একটা আৱেকটাৰ সঙ্গে। ঠোটেৰ অবস্থা ও তাই। খুলতে বেশ বেগ পেতে হৈল। হাতেৰ তালু, মুখেৰ চাঁড়া ভৰিকে চৰচৰ কৰাব। ঠিকই বলেছে আমৰোপ। পানি না পেলে আগামী বাতাস নামাৰ আগেই শেষ হয়ে যাব।

ভোৱা হল। আৱ দিনকাৰ মত মিষ্টি ভোৱ নয়। বাতাস কেমেল ভাৱি, আৱ ভায়াপসা গৰম। অসহ্য।

আপো ফুটছে। অন্যদেৱে ঘূম ভাণিনি তথনও। পকেট থেকে বাইবেল বেৰ কৰলাম, পকেটকৰ সংকৰণ। বিড়বিড় কৰে পড়তে লাগলাম। গলা শকমো ঠোঁট কৰাব। নিজৰে দৰ দৰে নিজেই হেসে ফেললাম। হাস্টাইও কেমেল বিকৃত কোনাল।

একটো জোৱাই হেসে হেলেছি বোধহীন। একে একে ঘূম ভেঙে গেল সঙ্গীদেৱ।

চোখ মেলল। চোখের পাতা মেলতে গিয়ে আমারই মত কষ্ট হল ওদেরও।

পানির সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসলাম আমরা। আলোচনাই সার। কাছেপিঠে না থাকলে কোথায় পার পানি? খালি বোতলগুলো এই আবার বের করলাম। যদি দুয়েক ফৌটা লেগে থাকে কোথাও নেই। বোতলের মুখে জিভ লাগিয়ে ছফ্ফলাম। সামান্য অন্ত আন্ত নেই। একেবারে ঘট-ঘটে থকেন।

ত্র্যাপির বেতল বের করল গুড়। সমে সঙ্গেই বোতলটা কেড়ে নিলেন সার হেলরি। এখন ত্র্যাপি গেলার মানে নিশ্চিত মতৃকে তরাভিত করা। মরর দিকে ঢেয়ে বলেলেন, ‘পানি পাই কোথায়?’

‘হোমে সিলভেস্ট্রার নির্দেশিত জায়গা তো এটাই,’ বললাম। ‘এখানেই কোথাও থাকার কথা? কিন্তু কোথায়?’

লক করছি, আমার আলোচনায় কান নেই ভেট্টভোগেলের। নাক উচু করে কি যেন ঝকচে সে। উচু গিয়ে বালিতে কি হেন ঝুঁতে লাগল। খানিক পরেই নিচের দিকে ঢেয়ে চোটে ঘেটে উঠল।

‘কি, কি হচ্ছে?’ বলে উঠে গেল গুড়।

আমারও গেলম।

গুড়ের নির্দেশিত দিকে চাইলাম। ‘আরে! শিংবকের খুরের নাগ!’

‘এখন পরির কান থেকে দূরে যায় না শিংবক হরিগ়,’ বলল ভেট্টভোগেল।

‘ঠিক,’ বললাম। ‘বুরুরকে ধুকে দাবাদা।’

কাছেপিঠে পানি আছে, থুক এই চিত্তাটাই নন্তৰ জীবন এনে দিল যেন আমাদের মধ্যে। নাক তুলে আবার বাতাস থুকতে শুরু করেছে ভেট্টভোগেল। বলল, ‘পানির গুঁজ পাইছি।’

ভেট্টভোগেলের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিলাম না। জানি, সত্যিই বাতাসে পানির গুঁজ পায় হটেনটটো। কি করে, কে জানে!

ঠিক এই সহজ বালির সামগ্রের ওপর থেকে উকি দিল সুর্বী। এব অপরক দুশ্য ঝুঁটে উল আমাদের চোখের সামগ্রি। তোরের সুর্বীর সেমানি আলো গিয়ে পড়েছে চারকশ-পৰ্যাপ্ত মাইল দূরের সেবারা তনে। ঝুলে ঝুলজুল করে। তনের দুনিকে কয়েকশো মাইল এগিয়ে গেছে সুলিমান বার্গ। আকাশে পনেরো হাজার ঝুটের মত উঠে পেছে দুটো তনেই। মাধবাবনের দূরত্ব বারো মাইল। ছেট ছেট পাহাড় ছুঁত ঢেলে বেরিয়ে আছে হেন এই বারো মাইল জায়গায়। প্রায় প্রতিটি ছুঁত মাধবার তুহার, করি রোদে ঝুলছে।

পর্যটকালার ছুঁতুর ভাসছে মেঝে। পেশিক লে অপরক শোভা দেখতে পরলাম না। শিগগিয়া মেঝে ঢেকে ফেলু ছুঁতুর। দেখতে দেখতে পিপাসার কাহাই ঝুলে পিয়েছিলাম, চুক্তালো দিয়ে ঢেকে কেঁজাতেই আবার ফিরে এল যেন যন্ত্রণা।

পানির গুঁজ পাঞ্জে বলছে ভেট্টভোগেল, কিন্তু কোথায়? কোনাদিকে তো দে সংস্কারনা দেখছি না! যদিকে তাকাই, থুকু উত্তার ঝুক প্রকৃতি! একবিলু পানি থাকার জায়গা নেই কোথাও।

‘ত্রুম ত্রুম করেছ,’ আশাহত হওয়ায় রেগে গিয়ে বললাম ভেট্টভোগেলকে। ‘কোথায় পানি?’

বাতাসে নাক তুলে ঝুকছেই ভেট্টভোগেল। নাক না নামিয়েই বলল, ‘আছে। বাতাসে পানির গুঁজ আসছে।’

‘হ্যা, ভাসছে,’ বললাম। ‘ও পানি আছে মেঝে। মাস দুই পরে ঝুঁটি হয়ে নামবে। আমাদের দুকনে হাতু ধূয়ে দেবে।’

ঢিলাৰ ছুঁতুর দিকে ঢেয়ে কি হেন ভাবছেন স্যার হেলরি, দাঢ়িতে টোকা দিছেন আত্মে আত্মে। ইঠাণ্ড বলেলেন, ‘পাহাড়টার ছুঁতু নেই তো।’

‘ঠিক, ঠিক বলেছেন!’ স্যার হেলরির কথা সমর্থন করে ঢেচিয়ে উঠল ভেট্টভোগেল। এগিয়ে গেল টিলাটার দিকে।

‘ধূতোর! গজ গজ করতে লাগল গুড়। ‘পাহাড়ের মাধবায় পানি, কে কোথায় তনেই?’

‘থাকতে পারে,’ গুডের হাত ধূরে টানলাম। ‘চল দেখি?’

টিলা দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। কয়েক গজ মাত্র উঠেছি। শোনা গেল ভেট্টভোগেলের চিকিৎসক পিপাসা।

টিলার ছুঁতু হাতোৎ কেটে নিয়েছে যেন কেউ। ‘গভীর চওড়া একটা গুর্গে পানি রয়েছে। কানে পানি। ওখানে পানি এল কোথা থেকে, তাবার সবৰ নেই ইহুমতি থেঁয়ে গিয়ে পানিময় পানির ওপর। ঝুসুম গুৰম পানি, লবণ আছে, তবে অস্ত।

খাওয়া শেষ করে নিমে গেলাম পানিতে। গা ঝুবিয়ে বসলাম। ওকনো চামড়াকে ডিঙিয়ে নিতে চাই।

পিপাসা মিটাইতে মোচড় দিয়ে উঠল পেট। খিদে। খাবার চায় পাকসুলী। পানি দিয়ে উঠে এসে বাঁপিয়ে যে বিলাটের ওপর। শেওয়াসে গিলতে লাগলাম। গত চরিয়ে ঘট্টা পেটে কিছু পড়েছে। ওকনো মাথামে পেটে ভরে আবার পানি বেলাম। তারপর দ্বারে পড়লাম পানার কাষ। তোবার পাতেড়ে তোবার।

মিহু কথা লেখেন হোমে সিলভেস্ট্রি। কিন্তু কথা হল, এমন জায়গায় পানি এল কোথা হতে? তুলনা জলবায়ু ফোঁজার মত উচু আসে, এক্সক্রিয় আরও দেখেছি আমি। তেমনি কেন জলবায়ু অন্তরের দিকে উচু আসে নি? নিয়ম টিলার ওপরের ওই তোবায়। মুক্ত সিলভেস্ট্রার আয়ার উদেশ্যে আর্থনা জানিয়ে ঝুমিয়ে পড়লাম।

বিকেলে উঠলাম ঘুম থেকে। আবার খেলাম বিলটাং। রাতে চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় রাট্টল। পুবের আকাশে চাঁদ উকি নিতাই পেটে পানি খেয়ে নিলাম। তবে নিলাম চার-একটাকালো। তারপর নেমে এলাম টিলা থেকে।

সে দিনে একটাকালো পাচ মাইল দূরে আমরা আমর। বেশি দূরে নেই সুলিমান বার্গ। আর এক রাত ইঠাণ্ডে হবে। কপাল ভাল। একটা পরিষ্কার পিপাসের কথি বেয়ে গেলাম। ওটার ছায়ায় দুয়ে কাটিয়ে দিলাম সিটা। রাতে চাঁদ উঠল আবার পথ চললাম। গুরের দিন সকা঳ে এসে পেছলাম পানার বাবা তনের পাদদলেস।

মরকুরাম গুরম একটা একটে কেজে হেবে। তোদের তজজ্ঞ অনেক কেবল। বন্ধু জিরিয়ে নিয়ে তনের ঢালে বেয়ে উঠে শুরু করলাম। প্রাণিহাসিক কালে আন্দোলণির ছিল পাহাড়া, মুরে গেছে বহুন আগেই।

বেলা এগারোটা নামান ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। পা আর চলে না। কয়েকশো ঝুঁট ওপরে একটুখানি সমতল জায়গা আছে। ওখানে উচুই বিশ্রাম নেব ঠিক করলাম।

নিচে থেকে ছেট মনে করেছিলাম উচু দেখলাম অত ছেট নয় জায়গাটা। সবজে সবুজ হেয়ে আছে। বিস্তু উচিলাণ্ডো চিনেতে পারলাম না। বেশিরভাগই লতা জাতীয় গাছ।

আবার পানি ঝুরিয়ে গেছে আমাদের। পিপাসায় ছাই ফট্টছে। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। খাবারও নেই। বিলটাং আমি গিলতে পারিছি না। মুখে লিলেই অর্থচিতে পাক দিয়ে উচু নাড়ি উচু নাড়ি। জিলাৰ কেবল গুৰু।

ক্ষুধা তখন কালী হয়ে পাইলাম লাগলাম। বাতাসে নাক তুলে অনেক ঝুকল ভেট্টভোগেলে। বিস্তু পানির গুঁজ পেল না।

তাবারে বলে থাকলে চলে না। উচু পড়ল আমবোপা। খাবারের ঘোঁজে চলল। লতাপাতা মাড়িয়ে এগিয়ে গেল। ইঠাণ্ড শোনা গেল তাৰ উত্তেজিত চিকিৎসা। হাত-পা

সলোমনের গুণ্ধন

তুলে নাচছে সে, চেঁচিয়ে ভাকছে আমাদের।

কি ব্যাপার? ছুটে ছুটে গেলোম।

অঙ্গু তুলে দেখাল অমরোপ। শুনে কীরা। হাজারে হাজার ফলে আছে। অত ওপরে ক্ষীরা বীজ এল কোথা থেকে? নিয়ন্ত্রণ পার্থির কাজ।

যার কাজই হোক, তেবে সময় নষ্ট করলাম না। খেতে বসে গেলোম। বড় বড় পোটা করে ক্ষীরা খাবার পর একটু ঠাণ্ডা হল আমরোপে। পিপসাও নেই আর।

পিপসা মেটে, পেটে ওভে। কিন্তু তেমন পুটির কোন উপাদান নেই কীরায়। কাজেই গাযে বল ফিরল না। ঘৰ্তা দুরেক পরেই খিদে আবার মোড়ে দিয়ে উঠল পেট। কি খাওয়া যায়? কোন ধরনের জুজানোয়ারও নেই, যে মেরে খাব। এই সময় হাত তুলে ওভালে দেখাল চেটভোগেল।

মন্দুর দিক থেকে উঠে এককাংক পাখি। বেশ বড় সাইজের। বাস্টার্ড বলে ওভালে। মাসে ভাল তাড়াতাড়ি একটা উইন্টেক্ট রিপিটর তুলে নিলাম।

কাঁক বজায় রেখে উঠে আসছে পাখিগুলো। বেশি ওপরে না। পাখিশ গজ দূরে থাকছে উচ্চ দাঁড়ালাম। যা ভেবেছি। আমাকে দেখে কাছাকাছি হয়ে গেল পাখিগুলো। একে নিরান্তর ডানায় পাখি থাবে বেগ। বাস্টার্ডের বহুবৰ্ষই ওই। হাঁধি বিপদ দেখালেই কাছাকাছি হয়ে যায়। সুবিধেই হল আমার মাথার ওপর দিয়ে ফিরে যাবার সহজ ওলি করলাম। পর পর দুবার। গুলি লাগল একটার গায়ে। ঝুঁপ করে পড়ল পাখিটা।

পঞ্জান মানুষ, একটা পাখিতে কি হয়? খিদে পেটেই বইল। তবু, তাজা মাংস পেটে পড়ার্য আগের চেয়ে একটু সুন্দর বোধ হল। জ্বাঙ্গা বেছে নিয়ে অয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত নামল। ঘুম থেকে উঠলাম। খুধার তাড়মায় বিলটাই গিলতে হল আবারও। কীরা চিপে রস বের করে মুখে ফেললাম। সেই রস দিয়ে কোনমতে গিলে নিলাম কয়েক টুকরো ওভালো মাস।

চাঁদ উঠল। রবুন হয়ে পড়লাম আমরা।

একটু উঠেই একটা টেলি টপে এসে পড়লাম। চূড়াটা টেলিলের মত সমতল, তাই এই নামকরণ। অফিচার অদেক জ্বাঙ্গাই একক টেবেলটপ পর্বত দেখেছি।

লাভার সমতল টেলিলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। রাত যতই বাঢ়ে, ঠাণ্ডা হচ্ছে বাতস। লাভার আরামে পথ চললাম।

তেমনের নিকে একটা জ্বাঙ্গা এসে থামলাম। বেশি দূরে নেই আর সেবার বাম তলের ত্বরান্বয় দোরা। ব্যবহৱের বাবে মাইন্টার হবে। পানিও আবানা আর নেই। বাবের মাইল গেলেই ভুধার পাওয়া যাবে। তাহাত্তা এখানেও আশপাশে জান্মে আছে ক্ষীরা-লতা, হাজীরা কীরা ধূমে আছে তাতে। রসে টেস্টস করছে। আবান কেবল খাবারের। কিন্তু কোন জুজানোয়ার চেষে পড়ল না এখানেও। পিপসায় মরিনি, মনে হচ্ছে খাবারের অভাবেই প্রাণ থেবার। সেনিন ২০ মে।

পরাদিন ২১ মে। সকাল এগারোটার রওনা হয়ে পড়লাম। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। দিনের বেলাতে পথ চলতে অসুবিধে নেই। সঙ্গে কুকুর রয়েছে। পিস্টন কর নেই। কিন্তু পেট জুলুন। কেবল শিকার মিলল না। ক্লিন্ট শিকার। চলার পথ কুমুক থীর। ধৰ্যায় মাইলখনেক করেও এগোতে পারলাম না। সাঁকের বেলা ধামলাম। অন্য কষ্ট তো আছেই, শীতেও কে পেলাম সারাটা রাত।

২২ মে। সুর্য উঠেই রওনা হয়ে পড়লাম। শৰীর সংস্থাপিক দুর্বল। সারাদিনে মাত্র পাঁচ মাইল এগালাম। ক্ষীরা লেপ। কিন্তু ত্বরান্বয়ে পিপসা মিটলাম। সমতল এলাকা শেষ হয়েছে। ওপরের দিকে উঠেছি। সাঁকের বেলা তালের গায়ে খানিকটা সমতল জ্বাঙ্গায় ক্যাম্প ফেললাম। কয়েক দোক করে ত্রাও পান করলাম সবাই। কহলে

গা মড়ে ঘৰ্যাদৈ করে পড়ে রইলাম। ভয়ানক শীত। সারাবার থবারথ করে কাঁপালম। পেটে খিদে। ঘুম হল না। শেষ রাতের দিকে ভেটভোগেলের আর কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবলাম, মরেই গেছে।

২৩ মে। সূর্য উঠেই উঠে পড়লাম। অসুস্থ হয়ে গেছে হাত-পা। বিচি ধৰে পেছে হাঁচাহাঁচি করেছে ব্যাভাবিক হয়ে এল রক্ত চলাল। খাবার নেই। বোতলে ঘুর সমানীয় অভিযান আছে ব্যাবস্থ সবচেয়ে খাবাপ। গুরম হেমন সহিত পাশে হটেনেট, সীম তেমনি অসহ্য।

দুটো তুলে ঘৃত করেছে লাভার উচ্চ দেয়াল। ওই দেয়ালে মাথায়ই রয়েছি আমরা। আমার দেয়ালের পেছে, অনেক দূরে মরুর বিশার। সামনে মাইলের মাইল বিশেষে আছে কাঠিন ধৰে ঢাক ঢাক। খুল ধীরে থীরে উচ্চে দেখে বেনের বোটা পর্যন্ত। আমরা যেখানে রয়েছি, ওটাকে সমতল ধৰলে বোটার উচ্চতা প্রায় চার হাজার মাইল। আশপাশে কোথাও একটা পাখি নেই। আমাদের শেষ সময় কি ঘনিষ্ঠে এল!

সারাটা দিন হাতে চলল ওঠার পালা। যাবে মারেই জিরিয়ে নিয়ে হচ্ছে। বিলটাংও নেই আর। বৰক গলিয়ে থেঁয়ে নিজে মাঝে মাঝে। পানিও বিস্তার লাগেছে এখন।

মাইল সাতক পথ পেরিয়ে সাঁকের বেলা তুলে বোটার কাছে পেছে ঘোঁষে গেলাম।

‘মনে হচ্ছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ওড়, ‘কাছেই কোথাও আছে গুহাটা। সিলভেরার সেই গুহা।’

‘কি জানি! সেনেহ প্রকাশ পেল আমার গলায়।

‘আরে, মিটার!’, গো গো করে বললেন স্যার হেনরি, সিলভেরার লেখায় সন্দেহ করছেন? তার কেন কথা প্রমাণিত হয়েছে এখন পর্যন্ত?’

‘তা হয়নি। তবে অক্ষকর হওয়ার আগেই গুহাটা ঝুঁজে বের করে নিতে হবে। নইলে পেছি আমরা। যা শীত! খোলা জ্বাঙ্গায় রাত কাটাতে পারব না। জ্বে বৰফ হয়ে যাব নাই।’

পৰের দশটা মিনিট নীরের হোঁকাঝুঁজি চলল। ঝুঁৎক থক্ক বলল অমরোপ। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখাল। ‘ওই যে, দেখুন।’

দেখুন। শৰ্কুন্দুর গজ দূরে বৰকের তালে একটা কালো বড় গর্ত।

‘ওটা ওহামুখ। মুখের কাঠার ধৰায়ে আছে আরে, ‘বলল অমরোপ।

একে একে ওহামুখে দেখেতে বৰক মুখে আলো কোমাল কোমাল। ততু শীত তাড়াতে পারলাম না। সঙ্গে তাপ মাধুর ব্যাপ নেই। আমাদেই বুঝলাম, শৰ্কুন্দের নিমে চোদ-পনেরো ডিমি নেমে পেটে উপাগাঁ। এখনও মাথে যাইনি, এই যথেষ্টে।

পেটে দিনে। তীক্তি ঠাণ্ডা আর তীক্তি মেল হল। দাঁতে দাঁতে বাঢ়ি থেয়ে এক অস্তু শব্দ উঠতে লাগল। ঘুমের মাঝে হারিয়ে গিয়ে যাঙ্গাল তাড়াতে সাইলাম। কিন্তু কোথায়, ঘুম? প্রাণ কুণ্ঠি থাকা সংস্কুণ্ঠ ঘুম এল না।

আমার শিষ্টে শিষ্ট ঠিকিয়ে কুকুর-কুকুরি হয়ে উরেছে ভেটভোগেল। সারাবার কাঁপিনি টেরে পেয়েছি তার। দাঁতে দাঁতে বাঢ়ি খাবার আওয়াজ তেমেছি। ভোর রাতের দিকে খেমে গেল তার কাঁপনি। নীচে নীচে বাঢ়ি খাবাৰ শব্দ বৰক। ঘুমেয়ে পড়েছে? ভাকলাম না। যা ভাইভিয়ে কঠ দেনোর মানে হয় না।

ভোর হল। ওহামুখে ঘুরু হয়ে আলো আভাস। প্রথমেই ভেটভোগেলের গায়ে হাত রাখলাম। সন্দেহ জ্বাঙ্গ। তাড়াতাড়ি কুলের তলায় হাত ছুকিয়ে ওর গা ছুলাম। বৰকের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পিস্টন কষ্ট সহিতে না পেরে শেষ হয়ে গেছে লোকটা। অতি ধীরে কুলের তলা থেকে বের করে আনলাম হাত।

খাবার না পেলে আমরাও আর বেশিক্ষণ কিন্তু কোথায় নাই। তাই ভেটভোগেলের জন্যে

বেশি আকসেস করলাম না।

বাইরে রোদ উঠেছে। ওহামুখ দিয়ে দেয়ালে এসে বিধিহে আলোর কয়েকটা সোনালি বৰ্ণ। অক্ষকর দূর হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে এখন তাহার ভেতরটা।

লাখার ঝুঁতি বিশেক হচ্ছে। শেষ প্রান্তের দিকে নজর পড়তেই আতঙ্কে উঠলাম।

আকেটা দেখে। ভেতাঙ। পড়ে থাকার ভঙ্গ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মৃত।

কুমুড়ি শীতে এন্ডিমিটে অবস্থা কালিন আমাদের। ওই সংঘাতিক দৃশ্য সইতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি টেমেইচেতে কেন্দ্রতে বের করে আনন্দাম নিজেদের প্রায় অসাক্ষ দেহগুলোকে।

সাত

ওহার বাইরে এসেই দাঢ়িয়ে পড়লাম আমরা। কেমন বোকা বোকা মনে হল নিজেদেকে।

'আমি ফিরে যাচ্ছি,' বললেন স্যার হেনরি। 'গুটা...গুটা আমার ভাইয়ের লাশ হতে পারে।'

তাই তো, আগে মনে হয়লৈ কেন কথাটা! আবার ওহার ভেতরে চুকলাম আমরা। চোখে সয়ে এল আধো অক্ষকর, আবার দেখতে পাওয়া সবকিছু। লাশটার কাছে এগিয়ে গেলো। উন্মুক্ত হয়ে বসে লাশের মুখটা দেখলেন স্যার হেনরি। কানের নিঞ্জাস কেললেন।

'দ্বিতীয় ধরণবাদ,' বললেন স্যার হেনরি। 'আমার ভাই না।'

বেসে পড়ে লাশের মুখটা আমিও দেখলাম। লুক একজন মানুষ, মাঝবয়সে মারা গেছে। চোয়া চেহারা, মাথায় ঘন চুল আর ইঙ্গলের মত বীকালো নাকের নিচে লম্বা কালো এক জোড়া পোক হাতের কাঠামো শুরু হয়ে জড়িয়ে থাকা চতুরার রং দ্বিতীয় হলদে। সন্ত হচ্ছে যাওয়া উল্লেখ করলেন ওপর পড়ে আছে লাশটা। গলায় জড়নো রয়েছে একটা চেন, তাতে আটকানো হচ্ছে নির্দেশ দেকাটা ক্রুশিফিক্স।

'কে...?' বাধা পেতে যেখে পেলো।

'আমে কে? হোসে তা সিলজেতো,' বলল গুড়। 'এছাড়া আর কে হবে?'

'অস্বীকৃত?' জোর দিয়ে বললাম। 'ভিন্নভাবে বছর আগে মারা গেছে সিলজেতো।'

'তাতে কি হয়েছে?' বলল গুড়। 'যা ঠাকু! এজেনেই পচন ধোনি লাশে, ধৰ্ষণ হয়ে যাবানি। এখানেই তাকে কেলে রেখে গেছে তার চাকর। এক লাশটারে করব নির দিতে পারেন। ওই দেখ,' হাত বায়িয়ে হেট সরু হাতের একটা টুকরো তুলে নিল সে। পাথরে ঘসে ঘসে থাকা করে কেলা হয়েছে হাতের এক মাথা। এটি ছিল সিলজেতোর কলম। লিমেনে লিমেছিল।'

অবাক হয়ে চেমে রহিলাম। টিকিই বলেছে গুড়। ওই যে পড়ে আছে সোকটা, নিম্পল নিম্পল। ভিলো বছর আগে সচল ছিল দেহাটা। লিমেছিল কিনু কথা, একেছিল একটা ম্যাপ, যাতে রামেন পথনির্দেশ। যে নিমেশ ধৰে ধৰে আসে এখানে পেছেছি আমরা। ওই তো, শুরের হাতে সেই কলম, যেটা দিয়ে আকা হয়েছিল ম্যাপটা। গলায় জড়িয়ে আছে সেই ক্রসিফিক্স, যেটাতে শেষবার চুল খেয়েছিল সে।

'চুলুন যাই,' নিচু গুপ্ত ভাকুলেন স্যার হেনরি। 'ও, একে কু দান্ডান। একজন সহী দিয়ে যাই কেকে।' পিলে সেন্টগোলের লাশটা তুলে নিয়ে এলেন তিনি। ওইয়ে নিলেন তুকনো লাশটার পাশে। লাশের গলার ক্রুশিফিক্স মুঠো করে ঘরে হাত্যাকা টানে হিড়ে কেললেন পুরানো চেন। রেখে নিলেন নিজের কাছে। আমি তুলে নিলাম হাতের কলমটা।

ওহা থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাইরে বেরোতেই স্বাগত জানাল সোনালি রোদ। শীতে, ক্ষুধায় শরীর ক্লাউ, অবসন্ন। কিন্তু বসে থাকলে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। ম্যাপের নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে চলালাম আবার।

আরও আধ মাইল এগিয়ে মালভূমির ধারে এসে দাঁড়ালাম। সকালের ঘন কুয়াশার জন্যে নিচে যাই আসে দোষ যাচ্ছে না। না সেবে পথ চোলা অস্তরে, থামতেই হল। নিচে, পাচশো গজ পাস্ত অবস্থারে চোলে পড়ে আসে এন্ড। তালু হয়ে নেমে গেছে পর্বত, প্রথম দিকে ভুয়ারে ঢেকে আছে। ভুয়ারের শেষ প্রান্তে সবুজ ঘাস। ঘাসের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা কৰ্ণ। শুধু তাই না। কৰ্ণার ধারে ঘাস যাচ্ছে একদল বড় জাতের অ্যাস্টেলিপ হরিণ।

শুণিয়ে আবাহার হয়ে উঠলাম। ওই তো খাবার। কিন্তু ধরতে পারব তো? পাচশো গজ দূর রয়েছে শিকার। এত দূর থেকে গুলি লাগাতে পারব? কাছে যাবার উপর নেই। সেবে ফেলে বৈ।

আমার মত এই তামাচা চলছে স্যার হেনরির মাধ্যমে। বললেন, 'এখান থেকেই চেটা করে দেখতে হবে।'

একজনেস রাইফেল তুলে ধরলাম আমি, স্যার হেনরি, আর গুড়। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে ইতিমধ্যে করলাম আমি। তিনজনে ট্রিগার টিপলাম একসঙ্গে। পরবেতে পর্বতে প্রতিক্রিন্ত হতে হিফল রাইফেলের গর্জন। কার গুলি লাগল জানি না, তবে পড়ে গেল একটা হরিণ।

অভিন জালানোর ব্যবহাৰ নেই। ক্ষুধার তাড়নায় কার্ড মাসেই থেকে লাগলাম আমরা। পেটে দুরে থেকে পান হয়ে আলাম বৰ্নার বৰক শীতল পানি। পনেরো মিনিটেই অন্য মানুষ পরিগত হলাম আমরা। ক্লাউ নহে পেল। শক্তি ফিরে এল শরীরে।

'আই, বাঁচালাম!' বললেন স্যার হেনরি। 'ইয়াবুরেরে ধৰ্মবাদ। দয়া করে হরিণটা পাঠিয়ে দিয়েছিল তিনি।'

বড় হরিণ। অনেক মাহ রয়ে গেছে। কেটে নিতে লাগল আমরেবাপ। সঙে দেব আমরা।

পেট শাপি হয়েছে। কুয়াশা সবে গেছে। চারলিকটা দেখতে লাগলাম আমরা। আমাদের পৌঁছে আছারের ঝুঁতি নিচে এক অপূর্প মেল। বিপুটি এক বৰ। বৰের ধার দিয়ে বারে হেচে কলালী মনী। বৰের বাঁকে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশুল প্রান্তর। তাতে চড়ে হরিণ আর গুরু মোরের পান। প্রান্তের পর বিস্তৃত চৰা পত্র। মেরের ধারে ছোট কুকুড়। স্বরক্ষকেই বিরে আছে পাহাড়-পর্বত।

চুপচাপ ধৰে এবং এই দুর্ঘাস দেখে লাগলাম আমরা। একসময় স্যার হেনরি বললেন, 'স্লেমেরের পথের কথা ঘৰে আমা ন ম্যাপে?'

দুরের গাঁয়ের নিক থেকে ঢোক না কিরিয়েই মাথা ঝোকালাম আমি।

'দেখুন দেখুন, এই যে! ভানে!' আঙুল তুলে দেখিবে বললেন স্যার হেনরি।

ভানে দিবে তাকালাম। সভিয়ি। বিশুল এক পথ একেবেকে এগিয়ে পেছে নাক বৰাবৰ, অনেক একটা প্রান্তেরের নিকে।

উঠে পড়লাম। মাহস কাটা শেষ হয়েছে আমবোপাৰ। ভাগাভাগি করে এই মাহস সঙে নিয়ে পা বাঁচালাম আবার।

ভূয়া থেকে পেরিয়ে আলোচনা করলাম ব্যাপারটা নিয়ে। এগিয়ে আরেকটা পাহাড়ের মাধ্যমে এসে দাঁড়ালাম। এর ঠিকে নিচে থেকেই রঞ্জনা হয়েছে পৰ্বতে পুটি চওড়া সলামের পথ। লাভার ঢাকা পাহাড়ের গা কেটে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও পৰ্বতে পুরানো চেন।

সলোমনের গুণ্ডখন

‘আমার মনে হয়,’ বলল গুড়, ‘পথের কথা এখনে নয়, আরও ভেতরে। কেন কারণে পর্যবেক্ষণ মাঝখান দিয়ে বের করে ওপাশে মরণভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটা ছিল মানুষের তৈরি গিরিপথ। তারপর কেন একদান অগ্নিপথট ঘটেছিল, যেসে পড়েছিল দু’গুণশের পাহাড়। তারপর লাভা জমেছে, তার ওপর জমেছে তুষার। ঢেকে পুরু পুরু করে দিয়েছে গিরিপথ।

যুক্তি আছে উভের কথায়। হতেও পারে।

দেরি না করে উভের বেয়ে নেমে লালা পথের ওপর। চালু হয়ে নেমে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে চললাম। যতই এগিয়ে, সেরে যাইছ পর্যবেক্ষণের কাছ থেকে। বিন্দ, উষ হয়ে আসছে বাতাস। আবহাওয়া চমৎকরে।

দু’পুরের দিকে একটা বনের কাছাকাছি এসে পড়লাম। বনের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে এখনে পথটা।

‘বাহ, এই তো কাটোরে কাজো এসে পড়েছি!’ বলল গুড়। ‘তুকনো কাঠ পাওয়া যাবে। কিন্তু মাংস রান্না করে খাওয়া দরকার।’

আল প্রত্যুষ। সেখায়া দামা যাব? এনিক অধিক তাকালাম সবাই।

পথের একপাশে একটু দূরে একটা সুর খাল। পরিষাক হচ্ছ পানি বয়ে ঢেলেছে মৃদু ঝুলুকুল খালে। প্রথ থেকে নেমে পড়লাম আমরা। খালের পাড়ে এসে থামলাম। তুকনো কাটোরে জোগাড় করে নিয়ে এল আমরোগ। পিণ্ডালায়ে জুলুল আগুন। চোখা কাটোরে মাস্তকের কুকুরে পেটে দোয়া হল অঙ্গের ওপর। তৈরি হয়ে গেল কুরাব। বহুদিন পর তাজা মাস্তের সুবৰ্ণ খাবার পেটে পুরে বেলাম। উঠে গিয়ে পানি থেয়ে জোখা খাল থেকে। তৃষ্ণিতে প্রজন্ম ভুলাল সবাই।

চোখ জড়িয়ে আসছে। ওরে পড়লাম সবুজ নরম ঘাসের ওপর। কানে আসছে আমরোগো আর হেনরোর বাহাবাতা। ইঠোজুর সঙ্গে জুলু ভাসার অস্তুর মিশ্রণ, তবে হাসি দেখিয়ে রাখতে পারলাম না।

হয়েছি বেয়াল হল, আমদারের সঙ্গে হাসিসে যোগ দেয়নি গুড়। নেই। গেল কোথায়? উঠে বসে চাইলাম এনিক ওদিক। ওই তো। খালের ধারে। গোলস করতে গেছে।

ভুজের গায়ে শুধু শার্ট, নিতুর ঢাকা পড়েছে ঝুলের তলায়। প্যান্ট, কোট, ঘোষেকেট, সব খুল ফেলেছে। একটা একটা করে সবগুলোকে ঝাড়ল গুড়। কুরণ থেকে পরীকা করে দেলে ফাটাইডাঙ্গো। সব্যতে ভাজ করে খালের ভকনে পাড়ে রেখে দিল কাপড়-চোপড়।

বুট খুলে পানিমেন নমল গুড়। তুকনো ঘাস নিয়ে আজ্ঞা করে ভলে প্রথমে পরিষাক করে কেন নমল দুটোড়া। তারপর উঠে এসে ঘসে ঘসে লাগাল হারিশের চর্চি। কাজ শেষ করে নামিয়ে রাখে বুট।

ছোট একটা বাগ্য সব সহজয়ি সঙ্গে বয়ে বেড়ায় সে। ওটা থেকে বের করল ছোট একটা পক্ষে চিকিৎস আর আয়না। নিজের চেহারা দেখল আয়নার ভেতর। হাত দিয়ে ঝুঁটে দেখল নিজের দানাসীর গজানো দাঢ়ি। শুধু বীকাল।

আমার মনে হয়, সেট করবে কথা বাবছে গুড়।

ঠিকই। জুতোয়া লাগানোর পরও থানিকটা চর্চি রয়ে গেছে। ওই টকরোটা নিয়ে আবার পরিষাক দেয়ে গেছে সে। তাল করে খুঁটে নিল। পানিনি দাঢ়ি ডিজিয়ে আজ্ঞা করে ঘসে নিল চর্চি। দাঢ়ির গোড়া মুক্ৰ- কুক্ৰ- পুট এল আবার। ছোট ব্যাগটা থেকে বের করল একটা ছেট কুকুল।

দাঢ়িতে শুরু চালিয়েই ওঁড়ে উঠল। চর্চি ঘসে কি আর তেমন নরম করা যাব দাঢ়ি? চড় চড় করে শব্দ উঠল শুরুরে আঁচড়ে। নরমণ ব্যাথা পাচ্ছে, কিন্তু ঘামল না ও। চালিয়েই গেল।

নীরৰ হাসিসে ফেটে পড়লাম আমি। এত কষ্ট, তবু দাঢ়ি কামাবেই লোকটা!

ভান জুলাফির নিচ থেকে তরু করেছে সে। কামাতে কামাতে দেয়ে এসেছে চিৰুক পৰ্যন্ত। এখনও আরও অৰ্দেকটা কামানো বাকি। কুরাটা জোখের সামনে এনে ভয়ে ভয়ে ঢাইল। কামানো গালে হাত বুলাইয়েই হাসি ফুটল মুখে। বাম গাল কামানোর জৰো সবে কুরু ধৰেছে, সুৰ লস্ব কিন্তু একটা ঘিক করে উঠতে দেখলাম ওৱা মাথার ওপর। উঠে ঢালে গেল জিনিসটা।

আতকে উঠল গুড়। লাকিয়ে উঠে দাঢ়িল।

কি হল! উঠে দাঙ্গলাম। ফিরে দেখে দেখলাম, আমদারের কাছ থেকে বিশ কদম দূরে দাঙ্গিয়ে আছে ও। উভের কাছ থেকে দশ কদম দূরে।

একদল মানুষ। হাতে বৰ্ণ। চামড়ৰ রং তামাটো। খাটো আলেক্টোৱাৰ মত করে গায়ে জড়ানো তিভার চামড়া। মাথায় পারিৰ পালক গৌজা। দলেৱ সামনে দাঙ্গিয়ে আছে এক ঘূৰবে। বকেয়ে সতোৱা-আঠারো। সামনেৰ দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সোজা হচ্ছে ধীৰে ধীৱে। তান হাতটা এখনও সামনে বাড়ানো। বৰ্ণ ছুঁড়ে মারার পর এখনও পুরোগোলো সোজা হয়ে আসে।

বৰক, সৈনিকগোছের একজন লোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। হাত ঢেপে ধৰে কি দেয়ে বলল শুবকক। তারপর আমদারের লিপি এগিয়ে আসে তেল লাগল দলটা।

খালে পাট থেকে ইতিবাহী সে এগেছে গুড়। অমৰোগো আৰ স্যার হেনরিয়ে দেখোদোৰি সে-ও রাইফেল ঝুলে নিয়েছে। কিন্তু বেয়ালই কৰল মা জাঞ্জিলা। একই ভাবে এগিয়ে আসছে।

আমার মনে হল, রাইফেল ঢেল মা ওই জঞ্জিলা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলোম আমি জঞ্জিলের দিমে।

কোন ভাবায় কথা বলে ওৱা, জানি মা। জুলু ভাবায় বললাম, ‘বাগতম্য।’

‘বাগতম্য?’ আমাকে আবাক কৰল বুঢ়ো যোকা। জুলু ভাবায়ই কথা বলে ওৱা, তবে একটু টেনে টেনে।

আর এগিয়ে গেলোম।

‘হে তোমরা?’ জিজেন কৰল বুঢ়ো। কথেছেকে এসেছে? তোমাদেৱ চামড়া সাদা, অথব ওই লোকটা আমদারে মত কেন? আমৰোগোক দেখিয়ে জানতে চাইল বুঢ়ো।

আৰে, তাই তো! অমৰোগো একেবৰাই ওদেৱ মত দেখে বললাম, ‘আমৰা বিদেশী। ওই লোকটা আমদারে চাকৰ।’

‘বিদেশী? তাহলে মৰত হবে তোমাদেৱ,’ বলল বুঢ়ো। ‘আমদারে কুকুয়ানা রাজ্যে কোন বিদেশী চুকে পড়েলো তাকে মৰত হবে। এটোই রাজাৰ আইন।’

বুঢ়ো তুলে ধৰল জঞ্জিলা। আতকে উঠলাম। এতখনি পথ এসে শেষে ভাবাৰে মৰতে হবে?

‘কি বৰছে, বাটা?’ জানতে চাইল গুড়।

‘আমদারে খুল কৰেল,’ জানালাম।

‘ও লাগ! উঠিল উঠল গুড়। একটা মুদ্রাদোৰ আছে তাৰ। কোন কঠিন সমস্যায় পড়েছোই তান মেঢে বসলো। খুলে চৰে এল পাটটা। আঙুল দিয়ে আবাৰ ঠোলে দিল সে। ঘৰ বৰ কৰেল কৰেল। খুট কৰে আবাৰ বসে গেল দাঁতেৰ পাটি।

ভুজের এই মুদ্রাদোৰই বিচারে দিল আমদানেক।

আতকিত চোখে ব্যাপোৱা ঘটতে দেখল জঞ্জিলা। অৰ্থুট আৰ্তনাদ কৰে উঠে ছুটে সৱে পেল কৰেক গত। ফিরে চাইল।

‘ও দাঁত, ‘উজেজিত গলায় ফিসফিস কৰে বললেন স্যার হেনরি! দাঁত বেৰ কৰতে দেখেই তৰ যেয়েছে জঞ্জিলা। শুভ, জঞ্জিল লুকিয়ে যেল দাঁতেৰ পাটি!'

জালিদের অগোচরে দু'পাতি দাঁত খুলে মুঠোয়ে নিয়ে লকিয়ে ফেলল গুড়।

এক পা এক পা করে আবার এগিয়ে এল জাঙ্গিলা। ডয়ও পাছে, কৌতুহল ও হচ্ছে।

‘হে আজর মানুষেরা,’ বলল বুড়ো। আঙুল তুলে গুড়কে দেখিয়ে বলল, ‘এই মাঝেটি...’ এর গায়ে কাপড় কিন্তু পা খালি, মুখের এক পাশে দাঢ়ি, আরেক পাশে নেই, অনেক বড় একটা চোখ চকচক করছে, ইহেমত দাঁত খুলতে বড় করতে পারে...ও কেমন মানুষ?’

‘শুধু খেল তো, গুড়, বললাম। ’দেখাও ওদের।’

বাল মাড়ি দের করে জালিদের দিক চেয়ে হাসল গুড়।

আতঙ্কে আবার অস্তু আর্তনাদ করে উঠল কুকুয়ানারা। দু'চারজন পিছিয়ে গেল করেক পা।

‘ওর দাঁত কোথায়?’ চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। ‘একটু আগে ছিল। নিজের চোখে দেখেছি।’

জালিদের দিকে পেছন করে দাঁচাল গুড়। দু'শাহত আবার তুলে আনল মুখের ওপর। সাধারণে নিল দাঁতের পাটি। ঘৃণ আবার হাসল গুড়, এবাব দাঁত দের করে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে গুড় হয়ে থাকে পড়ল যুবক। গুড়ের দিকে বর্ণ ছিড়েছিল সে-ই। অন্য জাঙ্গিরাও ডেক কৈছে। শিশু হয়ে থাকতে পারছে না বুড়ো। হাতুতে হাতুতে ঠোকাক্ষি দ্বর হয়ে থারে।

‘ভুক্ত! ভুক্ত! কাপড়ে কাপড়ে গুড়কে বলল বুড়ো। ’মেয়েমানুছের পেটে এমন মানুষ জনো না, যার এক গালে দাঢ়ি থাকে, অন্য গাল খালি, যার একটা বিশাল চকচকের চোখ থাকে, যে ইহেমত নিজের দাঁত গলাতে পারে, বানাতে পারে! আমাদের...আমাদেরকে মাপ দেবার হে মালিক!

‘সুযোগটা নষ্ট করলাম না। ’আমাদের ক্ষমতা না জেনে দ্বারাপ ব্যবহার করেছে। ঠিক আছে, প্রথমবার মাঝ করে দিলাম,’ গলাটাকে ভারি করে তুলে বললাম, ‘এখন তো জানলি। আর কঢ়গে দেয়ালবি করবে না। জান কেবেকে এসেছি আমারা?’ অকাশের দিকে আঙুল তুলে বললাম, ‘তারামের কেবল কেবল। ওই বে, সব চেয়ে বড় যে তারাটা জুলজুল করে রাতের দেখা, ওখনেই বাড়ি আমাদের।’

‘আরিবাপের! তাই নাকি! ’সমবরে শুণিয়ে উঠল কুকুয়ানারা।

‘কিংবদন্তি তোমারের সব বাস করতে এসেছি,’ বললাম। ‘সব দিয়ে ধূম করতে এসেছি তোমারে। তোমারের ভায়ার কথা বলাছি। বুরতে পারছ না, ভায়াটা শিখে জেনেওমেই এসেছি আমারা।’

‘আরে তাই তো! তাই তো!’ আবার উঠল সম্মিলিত চিৎকরণ।

‘তবে, মালিক,’ বলল বুড়ো, ‘শুধু আলামত শিখতে পারেননি। কাঁচা রয়ে গেছে অনেক।’

কড়া চোখে তাকালাম বুড়োর দিকে। ক্ষুত এক পা পিছিয়ে গেল সে।

‘শুধু আড়াতোড়ি শিখতে হয়েওয়ে,’ শীতল গলায় বললাম। ‘তো, বাবারা, এখন একটা কথা বলি। ওই ছোঁড়াকে মেরে ফেলতে ইঁ- করছে আমার। ও বর্ণ ছুড়েছিল। ’যুবককে দেখালাম আঙুল তুলে।

আতঙ্কে গলা কাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটা। দেন বর্ণ বিধিয়ে দেয়া হচ্ছে তার বুকে।

‘ওকে, ওকে হেঁড়ে দিন, মালিক,’ কেবলে ফেলবে যেন বুড়ো। মাপ করে দিন। ও আমার ভাইজি। রাজার ছেলে। আর কখনও আপনাদের স্বত্তি করার চেষ্টা করবে না। আমি কথা দিচ্ছি।’

‘হ্যা, বাবা, আর কখনও করব না,’ বলল যুবক।

‘বেশ,’ বললাম। ‘কিংব এখনও তোমাদের মাঝে অনেক আছ, যারা আমাদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করছ না। বুরতে পারছ না, কতখানি ভয়কর আবরা।’ আমাদের পার দিকে ফিরে তৃতী বাজালাম। ‘এই, তৃতী কাঁহিক, পোলামের বাটা পোলাম, আমার কথা কথা জানুর লাগিটা দে তো।’ এই, তৃতী একটা বাইকেল।

বাইকেল জানুর দিকে এগিয়ে এল আমারোগো। যাদা নুইয়ে সীমৈ কুশিশ করে বাড়িয়ে দিল গুটা, ‘এই যে নিন, মালিকের মালিক।’

আমার বাপকে বাইকেল দিতে বাবার আগেই লক্ষ করেছি, সত্ত্বেও পাথারের খুপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রতিষ্ঠানের আলাদাগোপ হারিগ। জোড় নিশান। সামানে কাটলি। অন্য বুক্টো দেব, ঠিক করলাম।

‘ওই যে, দেখ, ’বুড়োকে হারিগটা দেখিয়ে বললাম, ‘একশো কদম দূরে, গুটা কি দেখছ? ’

‘একটা হারিগ, মালিক,’ বলল বুড়ো। ‘আমার যোকাদেরকে বলল মেরে এলে নিতে?’

‘কোন দরকার নেই,’ বললাম। ‘বল তো, মেয়েমানুছের পেটে জন্মালে কেন মানুষ বজ্জের শব্দ করে এখন থেকে হারিগটাকে মেরে ফেলতে পারবে কি না?’

‘না, মালিক তা পারবে না,’ আবাব দিল বুড়ো।

‘কিন্তু আমি পারবে না,’ শাক কষে বললাম।

‘না, মালিকও পারবে না,’ অবিশ্বাসের হাসি হেসে এগাশ ওপাশ মাথা দোলাল সে।

নিশাপে রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠিকিয়ে নিশানা করলাম। ছিস করা চলবে না। শাস বক রেখে আত্মে করে টান দিলাম টিগারে। পাথারের মত হির দাঁড়িয়ে আছে হারিগটা।

গুর্জে উঠল রাইফেল। লাফ দিল হারিগ। পরক্ষণেই এসে পড়ল আবাব র পাথারের ওপর। পড়েই বইল। আতঙ্কিত শুন উঠল জালিদের মাঝে।

‘যাসে চাই? ’কুকুয়ানারের দিকে চেয়ে বললাম। ‘যাও, নিয়ে এল হারিগটা।’

দলের দিকে ফিরে ইশারা করল বুড়ো। একজন লোক ছুটল হারিগ আনতে।

কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে এল। দড়াক করে ফেলল যাসের ওপর।

সবাই ধিরে ধুরল ময়া জন্মুটাকে। আবাব হয়ে দেখছে, কাঁধের গোল ছিন দিয়ে রক্ত গড়াছে।

‘দেখলে তো?’ জালিদের বললাম। কালুক কথা বলি না আমার। আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও যদি কাব ও সেবণ থাকে, ওই পাথারের খুপের ওপর শিখে দাঁড়াও। একবার মাত বজ্জের শব্দ করবে না। ওই হারিগের মত দাঁড়াবে তার। কে যাবে?’

হ্যা, আকাশের দিকে তুলে দ্রুত পিছিয়ে গেল জাঙ্গিলা।

‘নয়া কলুন, মালিক, দয়া করলুন! ’ ঠিকিয়ে বলল এক জাঙ্গি। ‘আমাদের গাঢ়া শরীরে জানুর ক্ষমতা নাই করবেন না! ’

‘আমাদের সব জানুরুক হিলেও এখন কেরামতি দেখাতে পারবে না,’ বলল আরেকজন।

‘ঠিক কথা,’ শীর্কার করল বুড়ো। ‘হে তারার সত্তানেরা, এই অধিমের নাম ইন্দ্ৰাঙ্গস, কারুৰ ছেলে। এক সময় কুকুয়ানার রাজা ছিল কাহা।’ যুবককে দেখিয়ে বলল, ‘আর এখন মাত জ্যোগার।’

‘আবেকু হালীত দিয়েছিল আমাকে খতম করে, ব্যাটা জ্যোগার বাচা।’ ইহেজিতে বিড়বিড়ি করে বলল গুড়।

‘জ্যোগ, টায়ালাম ছেলে,’ আবাব বলল বুড়ো। ‘মহান রাজা ট্যালা, হাজার জীর্ণ বাসী, কুকুয়ানার মনিব, মহান পথের রক্ষক, শত্রুদের আতঙ্ক, কালো জানুর ছাত, লাখো

হোকাৰ সেনাপতি। একচোৱা, কালো-আতঙ্ক, ভয়াবহ টুয়ালা!

‘টুয়ালাৰ কাছেই নিয়ে তল ‘আমাদেৱৰকে’, দাঙিক গলায় বললাম। ‘বাচ্চা থোকা, আৰা চকৰ-বাকৰদেৱ সঙ্গে বকৰক কৰে কোন লাভ নেই।’

‘হ্যা, মালিক, তাৰ কাছেই নিয়ে ঘাৰ,’ বলল বুড়ো। ‘টুয়ালাৰ কাছে নিয়ে ঘাৰ। আপনাদেৱ মহাজানু দেখেৈন তিনি। তবে পথ অনেক লাখ। তিনিন হল শিকাবৈ বেৰিবেছি আমৰা। এখন থেকে তিনি দেশেৱ পথে রাজা টুয়ালাৰ বাঢ়ি।’

‘হোক এবাৰ, বললাম। ‘পথ দেখো কিন্তু সাৰধান, ইনফার্মসন! সাৰধান জ্ঞাগা! কোনোৰকম চালাকিৰ চেষ্টা কোৱো না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গৰ্জে উঠবে জানুৱাৰ লাভি। হেদা কৰে দেশে ডোমাদেৱ পথে আগৈ।’

‘না না মনিব, চালিক কৰব না,’ ভাড়াতাত্ত্ব বলল ইনফার্মসন। মাথা নুইয়ে কৰিষ কৰল বেলাৰ সেজা হয়ে বলল, ‘মালিকদেৱকে পথ ‘দেখোৰ্য রাজাৰ কাছে নিয়ে ঘাৰ আমৰা।’ ঘুঁড়ে নিজেৰ লোকদেৱকে নিৰ্দেশ দিল ইনফার্মসন।

এগিয়ে এল কৰকেজক জুল। আমাদেৱ জিনিসপত্ৰ হাতে হাতে তুলে নিল। রাইফেলগুলো দিলাম না, ওগুলো আমাদেৱ হাতে হাইল।

খালেৱ পতেড়ৈ কাপড় দেখে রেখে চৰে এসেছে গুড়। একজন গিয়ে নিয়ে এল ওগুলো। হো মেৰে কাপড়গুলো ছিনিয়ে নেবাৰ চেষ্টা কৰল গুড়। পাৱল না। শৰ্ক কৰে ধৰে রেখেছে লোকা। ঘূৰ চোখে চোৱ আছে ওভৰে উকৰু দিকে।

‘এই বাচ্চা, আমাৰ কাপড় দে?’ ইন্রেজিতে চেঁচিয়ে উঠল গুড়।

অনুবাদ কৰে জাঁলি লোকটাকে শোনাল আমৰাপো।

‘আমাৰ চকৰকে চোখে মালিককে বল, ‘অনুরোধ জানাল ইনফার্মসন, ‘কাপড়গুলো ধেন না দেন। তাৰ গোলামোৰাই বয়ে নিতো পাৰবে ওগুলো! ভাড়াত্তু কাপড় পৰাবৰ দক্ষকাৰ কৰে কৰতে মানা কৰ তাকৈ।’

হাজুৰি কৰে হেসে উঠেছিলাম আৰেকটু হলেই।

‘যুত্তোৱা?’ আমৰাপো কিনু বলাৰ আগেই গৰ্জে উঠল গুড়। ‘কালো হারামজাদা আমাৰ প্যান্ট দেন না, আৱাৰ কফৰকড কৰে কৰ বলে।’

‘শোন, গুড়,’ হাসি চাপতে রাপতে বললাম, ‘ওদেৱকে ফাঁকি দিয়ে রেখেছি। বলেছি, তাৰুৰ দেশ থেকে এসেছি আমৰা। ওৱা বিষাখা কৰেৈ। ওৱা ডোমাকে এক মহাকৃতিমালীৰ জানুৰুৰ ধৰে নিয়েছো। তোমাৰ ওই চমৎকাৰ সামা পা দেখে ধন্য হতে চাইছে। আপনাকে প্যান্ট পৰ না। ওদেশ নিৰাখ কৰা উচিত হবে না।’ কিছু একটা বলতে ঘাছিল গুড়, বাধা দিয়ে বললাম, ‘আৰ শুধু ভাই না, এখন থেকে মুখেৰ এককোণৰ দাঙি কামায়ে রাখবে। অনা পাশেৈ দাঙি থাকবে। তোমাৰ পেটচৰ্মীৰ অৰহা দেখে দৃঢ়েছি লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। বাঁচতে হলে, যা বুলছি কৰ। ঘূণকৰেও ধেন ওৱা বুৰুক্তে না পাবে জানুৰুৰ জ-ও জানি না আমৰা।’

‘যা বাচ্চ, সতী সতী কৰতে হবে আমাকৈ?’ হতাক গলায় বলল গুড়।

‘হঞ্চাক উপায় নেই। তোমাৰ দাঁতে পাটি, তোমাৰ সামা উত্তু আৰ চকচকে আইয়াগৈ ইঝন আমাদেৱ ভৱন। কপল ভাল তোমাৰ, এখনো শীত নেই। গায়ে কাপড় না থাকলো কই পাবে না। শাটোটা ঝুলে রাখিন, এই যথাণ্ত। তাহলে কাম সেৱেছিল।’ বিহুত, ভাৱেই আৱাৰ পেট ফেঁতে যাৰাৰ জোগাড় হল আমৰা। ঘূৰে হাত চপা দিয়ে হাসি বোধ কৰলাম।

‘হায় সুৰুৰ! আভিনান কৰে উঠল গুড়।’ এই ছিল তোমাৰ মনে।

আট

উত্তো-পঞ্চম মুৰুৰ হয়ে এগিয়ে গেছে চওড়া, বিশাল পথ। সাৱাটা বিকেল সেই পথ ধৰে ইটলাম আমৰা।

আমাদেৱ পাশে পাশেই রায়েতে ইনফার্মসন। ওই পথ কে তৈৰি কৰেছে, কৰন কৰেছে, জানে কিমা মাথা দেলাল সে। ‘কেউ জানে না, মালিক। গুৰু তঁকে ডাইনী হুঁজে বেৰ কৰে যে, ঘাৰ বয়েসেৰ কোন গাছপাথৰ নেই, সেই গাওুল ও জানে না।’

‘এই দেশে কোথা এসেছিল কুৰুয়ানোৱা?’

‘হ্যন্তে জানি, মালিক, দশ হাজাৰ চাঁদ আগে। ওদিকে, অনেক অনেক দূৰেৱ এক দেশ থেকে, ‘আঙুল তুল উত্তৰ দিক দেখাল ইনফার্মসন। ‘ধৰানেও ধৰান ন তাৱা। অটকে দিয়েৈ পাহাড়। কে জানে, হ্যন্ত পাহাড়ও ভিত্তে তাৱা। জায়গাটা ভাল, প্ৰচুৰ শিকাৰ আছে, চাবেৰ জমি আছে, তাই থেকে গিয়েছে। মহাপৰিশৰ্শাৰী এক জাত এন্দৰ কুৰুয়ানোৱা। অনেক মোৰা আছে। যোকাদেৱ বেশিৰ তাৰাগী বোঁগ দিয়েছে রাজা টুয়ালাৰ সেনাবাহিনীতো।’

‘কত লোক আছে টুয়ালাৰ সেনাবাহিনীতো?’ জিজেস কৰলাম। ‘অনেক। রাজাৰ আদেশে মাঝে মাঝে এক জায়গায় জড় হয় ওৱা। তখন যদিসকেই চাইবেন, বুঝ ওদেৱ মাথায় পৰা পালক চোখে থাকে।’

‘অত যোৱা! প্ৰায়ই লড়াই বাধে বুৰুৰ?’

‘না। লড়াই মাত্ৰ একবাৰ হয়েছে। তা-ও আসল লড়াই নয়, নিজেদেৱ মাঝে মারামারি।’

‘কেন?’

‘জাজা কাহাৰ ছিল তিন হেলে। এক রান্নীৰ পেট থেকে এসেছে ইমোটু আৰ টুয়ালা, দুই যমজ ভাই। আমি তাদেৱ আৱেক ভাই, তবে আমাৰ মা আসাদা। আমাদেৱ সমাজৰ নিয়ম, যমজ সন্তান হলে দুৰ্বলতিকে মেৰে ফেলা হয়। কিন্তু টুয়ালাৰ মা তাকে মারতে দেয়নি। শুকিয়ে ফেৰেছিল।’

‘আছ?’

‘ঘৰন কাহা, মানে বাবা মাৰা গৈল, রাজা হল ইমোটু। এই সময় নতুন রাজাৰ এক ছেলে হল ছেলেৰ নাম রাখা হল ইনফার্মসন। ছেলেৰ বাস ধৰ্ম তিনি, বাধল শুৰুৰু। ঘূৰে আহত হল ইমোটু। সুযোগ বুড়ো টুয়ালাৰকে রাজো নিয়ে এল ডাইনী গুঁতল। এতক্ষণ তাকে পাহাড়ে এক ওহায় লকিয়ে রেখেছিল ভয়ানক ডাইনী। আভিনান দেশে রাজাৰ শুধু বুঢ়ু ছেলেৰ গায়ে সাপেৰ চিহ্ন একে দেয়া হয়। অথচ টুয়ালাৰ শৰীৰেও সেই চিহ্ন একে লিল গোল। লোৱাৰ সামানে তাকে সোঁড় কৰিয়ে আসেৰ কৰল, তোমাদেৱ রাজাকে সালাম জানাও। এই দিনটিৰ জন্মেই ওকে অতিনিন ওহায় লুকিয়ে রেখেছিলো।’

‘ইমোটুৰ পক্ষে কথা বলল না কেউ?’ জিজেস কৰলাম।

‘গুণ্ডাকে সবাই ভাব পায়, মালিক। তাৰ কথাৰ বিকৰকে কিন্তু বলাৰ সাহস কাৰও নেই। চেঁচিয়ে রাজাকে সালাম জানাল সবাই।’

‘তাৰপৰ?’

‘চোমেটি ওনে ঘৰ থেকে বেৰিয়ে এল আহত ইমোটু। বলল, ‘এত চোমেটি কিসেৰ? কোন রাজাকে সালাম জানাই? আমি তোমাদেৱ রাজা। আসেগাই হাতে ছেটে

গেল টুয়ালা। ভাইয়ের চল ধরে টেনে উইয়ে ফেলল। তার হ্রৎপিণ ছেনা করে দিল। তারপর লোকের দিকে যিনে চেতে বলল, আমি রাজা! তোমাদের রাজা! সব লোক মাঝ সুইয়ে অভিদান জনাল তাকে। হাততালি দিয়ে রাজার জয় ঘোষণা করল। তারপর থেকেই কুরুক্ষুমানদের রাজা হয়ে আছে টুয়ালা।

‘ইয়েমেটুর জী কি হল?’ জানতে চাইলাম। ‘আর তার হলে ইগনোসি? ওদেরকে কি মেরে ফেলেছে টুয়ালা?’

‘না, মালিক। বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্বামীকে খন হতে দেখল ইয়েমেটুর বৈ। দেখি করল না। হেলেকে তেবে নিয়েই পেছনের দরজা নিয়ে ছেটে বেরিয়ে গেল। দুদিন হেটে এক বঙ্গিতে গিয়ে উলে সে। ক্ষুধার কাহিল। কিন্তু টুয়ালার ভয়ে কেউ তাকে খাবার দিল না। বঙ্গিতে বাইরে বোলা জায়গায় পড়ে রফল ইয়েমেটুর বৈ। একটি ছেট দেয়ের খুব মাঝ হল। রাত নামাল হলে কিন্তু খাবার নিয়ে এল সে। ঘেয়ে জান বাঁচাল ইয়েমেটুর বাইরের। মেয়েটিতে সোয়া করল সে। রাতের কাছে ইয়েমেটুর আবার বুওমা হয়ে পড়ল। হেলেকে কোনে নিয়ে সোজা চলে গেল পর্যন্তের দিকে। এপর্যন্ত আর কোন খবর পা গোয়া যায়ান ওদে। ওখনে নিচ্ছ না থেকে পেয়ে মারা গেছে সে। কিংবা জন্ম জানেন্দের থেকে ফেলেছে মা-ছেলেকে।

‘তারেমানে, ইয়েমেটুর মারা গেলে আসলে রাজা হবার কথা ছিল ইগনোসির? কুরুক্ষুমানদের নিয়েও তাই তো বলে?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘হ্যাঁ, মালিক ই গোনোসির গাণে সাম্পে চিহ্ন আৰু আছে। জন্মের পৰ পৰই আৰু হচ্ছে। ইয়েমেটুর মৃত্যুৰ পৰ তাৰাই রাজা হবার কথা। কিন্তু দে তো বেটে নেই।’

ঠিক এই সময়ে পৰ তাৰাই রাজা হবার কথা বৰতে গেলাম। ধৰা খেলাম আমোৰোগার গাণে। একেবাবে আমার গা ঘেঁষে আছে সে। ইনকান্তুনের সঁজে আমার কথবাৰী গভীৰ আগাহে শুনছে। ওৱ মূলৰ ভাৰসাৰ দেখে অবকাহ লাগল। মনে হল, কি মন মনে কৰাব চেষ্টা কৰছ। বহুল আপেৰ কোন ঘটনাৰ কথা!

অৱশ্য দুদিন সলোমেনের পথ ধৰে হাঁটলাম আমরা। কুরুক্ষুমান রাজোৰ অস্ত তেবে কৰে এখন এগিয়ে পেছে পথ।

বিভাগী দিন সামৰেৰ আগে একটা জায়গায় এসে পৌছুলাম আমরা। আশপাশেৰ চেমে জায়গাটা উচ্চ। সামৰে বিশ্বীৰ্ণ মুকুটুম। এটোই রাজধানী লু, টুয়ালা রাজাৰ আবাসভূমি। বিৱাট এলাকা, প্ৰেৰণ পাঠ মাইলৰ কম হবে না। উত্তোল মাইল দূৰেক দূৰে বিশাল বাধান, তাৰপৰে একটা পাহাড়। অস্তু, দেখতে অনেকটা ঘোড়াৰ খুৱেৰ মত। পাহাড়েৰ পৰ ঘৰ্ট সতুৰ মাইল বিৰুত্ত সমভূমি। শেষ হয়েছে তুবার ছাওয়া বিশাল পৰ্যটনাল পদাদেশে।

আৱশ্য ঘৰ্টখালেক হেটে রাজধানীৰ সীমানা পেৱোলা আমরা। মৰমভূমি এখানে ওখানে আওন জুলছে। হাজাৰ হাজাৰ পিবিৰে ফেলা হয়েছে। ওই সব পিবিৰেৰ মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। আৱশ্য আৰু আৰু হেটে সারি সারি কুন্ডেৰ কাহে চলে এলাম আমরা। অনেকেগুলো কুন্ডেৰ পেৰিৱে একটা বড় কুন্ডেৰ সামনে এসে পৌছুলাম। ধামতে বলল ইনকান্তুস। জানল, এই কুন্ডেৰেই থাকিব হচে আমাদেৱে।

চুকলাম। মাটিচৰ্ক কৰকেটা বিছালো। পুৰু কৰে ঘাস ফেলে তাৰ ওপৰ শুকনো চামড়াৰ চাদৰ বিছালো। আৱাম কৰে হাত ছড়িয়ে বসলাম ওই বিছালায়।

মেহমানদেৱেৰ জৰি কৰল না ইনকান্তুস। বাইৱে গামলায় পানি দেয়া হল। আমাদেৱেৰ কাছে হাত-শুভ্য ধূম আসে বলল।

ধূমে এসে দেখলাম, খাবার তৈরি। নিয়ে এসেছে কয়েকটা মেয়ে। কাঠেৰ বড় রেকোবিতে রয়েছে বাঁড়েৰ ভাঙা মাল্স আৰ ভুটা সেক। মাটিৰ বিশাল পাতে কৰে এনেছে গৰুৰ দুৰ। আৱেকটা পাতে মধু। দীৰ্ঘদিন আজোবাজে খাবাৰ থেকে হয়েছে। তাই ওগুলোকে বেশ রাজসিক বলেই মনে হল। গোৱাসে গিলতে শুক কৰলাম।

পথখৰে কুন্ড আমরা। বিদে মিটতেই চোখ জুড়ে ঝিপিয়ে পড়ল রাজোৰ ঘূম। বিছালার অতে না অতেই ঘূমিৰে পড়লাম।

পৰদিন অনেকেৰ বেলা কৰে ঘূম ভালু। হাতমুখ ধূৱে এসে নাস্তা সারলাম। এই সময়ৰ পৰ এল রাজাৰ কৰাল খেকে, আমাদেৱে দেখতে চায়, যেতে বলেছে।

জাঙদৰ্পনে যাব। হাত কৰে গেলেই তো আৰ হবে ন। তৈৰি হচে লাগলাম। যম্বলা কাপড়জামায় লেগে থাকা ধূলোবালি বাঢ়লাম। কিন্তু পৰিকাৰ কি আৰ হয়? যাই হৈক, কৰাৰ কিছু নেই। কাৰ্পড়-কেপড় আৰ নেই সঙ্গে। এগুলো পৰেই যোতে হৈব।

ৰাজাৰ সামনে খালি হাতে যাই যাই কি কৰে? কিন্তু উপহাৰ দে। উপহাৰ আৰ নেই সঙ্গে। উপহাৰে ইনকান্তুস। ভেটেভোগেলেৰ উইন্টেন্টোৰ রাইকেলটা নিলাম। কিন্তু গুলি ও নিলাম ওটোৱ জনে। রাজাৰ দেবে। রানীদেৱেৰ খুলি কৰাৰ জন্মে নিলাম। রাঙ্গিম পুত্ৰিত মালা।

তৈৰি হচে বেৰিয়ে এলাম কুন্ডেৰ থেকে। দেৱজাৰ কাছেই অপেক্ষা কৰছে ইনকান্তুস। পথ দেখিয়ে আমাদেৱে নিয়ে চলল সে। উপহাৰ সামগ্ৰী বয়ে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল আমৰোপ।

কয়েকশোঁ গজ হেটে বিশাল এক আঙিনায় এসে কুন্ডলাম আমরা। আঙিনার সীমান্ত দিয়ে বৰোৰে বেড়া দেয়া। ভেটোৱেৰ দিকে মেডোৰ সম্ভূতিগৰেলো সামৰি সারি অঙ্গিনি কুন্ডে। এগুলো সব রানীদেৱেৰ বাঢ়িভৱ। দুনিক থেকে এগিয়ে পিয়ে একটা ঘাস। ফটকে একটা দূৰেই বিৱাট যাবাব কুন্ডে। বাশ, বেত আৰ মাটিৰ তৈৰি। ওটা হল রাজপ্ৰাসাদ। টুয়ালা রাজাৰ বাসছন্ত।

ৰাজপ্ৰাসাদেৰ সামনে, পেছনে, আশপাশে অনেকবাবি লালি জাগুৱা। বিৱাট এই চতুৰে রাজাৰ দৰবাৰ দেবছে। সামৰি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাজাৰ হাজাৰ যোৱা। যাধীয়া পাদীৰ পালক গোঁগা, হাতে আসেগাই আৰ যাড়ে চামড়ায় তৈৰি চৰাল। দেখৰ মত ব্যাপার।

টুয়ালা প্ৰাসাদেৰ সামনে কথেকটা টুল পাতা। আমাদেৱেক কৰতে ইশাৱা কৰল ইনকান্তুস। ইন্টলা টুল দখল কৰলাম তিমজনে। পাশে দাঁড়িয়ে রইল আমৰোপ। ইনকান্তুস গিয়ে দাঁড়িয়ে পেল আস্তাসেৰ দেৱজাৰ পাশে।

এতগুলো লোক জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়, কিন্তু শব নেই। শৰ্ক মীৰবতা বিশাল চতুৰে। অপেক্ষা কৰতে লাগলাম। আট হাজাৰ চোখ দেখে আমাদেৱেক। কেমল দিয়ে দাঁড়িয়েছে দৱৰায়। যেমনি লৰা তৈমনি চৰাল।

এত মিনিট দুবিমিট কৰে কেটে গেল পুৱে দশ মিনিট। দৱজন খুলৰ। বিৱাট এক দানব এসে দাঁড়িয়েছে দৱৰায়। যেমনি লৰা তৈমনি চৰাল। কাঁধ থেকে খুলে চিতৰার চামড়াৰ আলখেড়া, দু পুল ঢেৱা।

দৱজনেই পো রাখল রাজা। তাৰ সঙ্গে সঙ্গে বেৱোল রাজকুমাৰ ক্ষ্যাগা। তাৰপৰেই বেৱোল একটা বড় বান। বোৰশ চামড়ায় ঢাকা গা-মাথা।

এগিয়ে এসে একটা টুলে বেল রাজা। তাৰ পাশে বিত্তিগৰ্তে মত দীভূল ক্ষ্যাগা। রাজাৰ পায়েৰ কাহে মাটিচৰ্ক বাসে পড়ল বানৰটা।

একটু পঢ়ি ধৰল না মীৰবতাৰ, বৰং আৱৰ ও জ্যাট, আৱৰ ও ধৰ্মায়ে হল। হঠাৎই উটে দীভূল রাজা। কাঁধ থেকে খুল ফেলে দিল আলখেড়া। এগিয়ে এসে দীভূল আমাদেৱে সামনে, কালো পাহাড় টোট, ধান্ধা নাম, একটা মাট চোখ টকিকে লাল। অন কোটিটা শূল, লালৰ কালো একটা গৰ্ষ, বীভূত। এমিনতই ভয়াক চেহাৰা, তাৰ ওপৰ ওই শূল কোটিৰ কলজ কঠিপে দেব। সদা উটাপাথিৰ ধৰ্মায়ে পালকৰে চমুকৰে মুকুট পৰেছে মাথায়। গায়ে লোহার শেকলৰ তৈৰি একটা অস্তু পোকাক। এজিনস কোথাৰে পেল ব্যাটা। কোমৰে আৰ দুইটাকে জড়নো সদা গৱৰ লেজ, অভিজ্ঞত্য আৰ সেনাপতিৰ চিহ্ন। ডান হাতে বিশাল এক বৰ্ষা। গলায় সোনাৰ ঘোটা

বিরাট বাজা। কপালে চামড়ার বেল্ট, কায়দা করে তাতে বিশাল একটা আকাটা হীরে
বসন্নে হয়েছে।

যোক্তার দিকে ফিরে হাতের আসেগাইটা তুল টুয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে
উঠে গেল আট হাজার আসেগাই। আট হাজার কষ্টে চিংকার উঠলং ‘কুম! কুম! কুম!’
তিনিরাবর উঠল টুয়ালার হাতের বৰ্ণা, তিনিরাবর উঠল আট হাজার বৰ্ণা। তিনি তারিকে
ন্যাবর উঠল ‘কুম’ খণি। রাজকীয় স্যালুট জানানো হল নাম রাজাকে। চিংকারে
কেপে উঠল বৰ্ণা।

‘লোকেরা, সব সময় রাজার অনুগত থাকবে,’ চি চি করে উঠল একটা কষ্টব্র।
অবৈক হয়ে দেলালম, উঠে দাঁড়িয়েছে বানরটা। ওর গলা পেকেই ওই আটব স্বর
বেচোরে। চড়া রোদ উঠেছে। গুরম সহজেই না পেরে ঝুঁড়ে ছায়ার চলে গেল ওটা।
‘লোকেরা, বাজা, আমাদের মহান রাজা।’

আট হাজার কষ্টে ধৰ্ম উঠল, ‘রাজা, আমাদের মহান রাজা।’

তারার গুরু নীরবের ক্ষেত্রে আমাদের বাঁবা এক যোক্তা হাতের ঢাল
মাধ্যমে পড়ে গেল হাতৎ। তিনি একটা শব্দ হল না। শুনি অর্থ শীরবত্তায় ওই সামান্য
শব্দই বেশ করে কানে, বাজল, ‘শান্তি নষ্ট হয়েছে। পাঁচ করে ঘুরল টুয়ালা। বীরৎস
একটা চোখ আগুন হানল।

‘এই, এদিনে ‘আরা’ গমগমে গলা টুয়ালার। কথা তো নয়, যেন বাজ পড়ল।

এগুলো পেল মেনি। বাজানু হয়ে নোভাল রাজার সামনে।

‘হাতে জোর নেই, কুতা! ঢাল পড়ল কেন?’ ভয়ঙ্কর গলায় ধমকে উঠল টুয়াল।
বিদেশীদের সামনে আমাদের খেলো কুরত চাস? কি হল, কথা বলছিস না কেন?’

‘হাতে করে ফেলিনি, মালিনি, ভিড়ভিড করে বলল যোৱা। হাতৎ পড়ে গেছে।’

‘তাহলে হাতে শান্তি তোম করতে হবে তোকে,’ গুঁজে উঠল টুয়ালা।

‘আমি রাজার বলদ। মারুন কাটুন, যা শুশি করুন, নিচু গলায় জবাব দিল যোকা,
‘আপনার হাতেই।’

‘ক্ষাগা! আবার গৰ্জে উঠল টুয়ালা, ‘সেখি তো, আসেগাই কেমন ঝুঁড়তে পারিস?
কুটাটার গায়ে মেঝে দেখা।’

কয়েক কদম সামনে এগোল ক্ষাগা। কুর্সিত হাসি ঝুঁটিছে মুখে। বৰ্ণা তুলল সে।
দুই হাতে চোখ ঢাকল হত্তাগা যোৱা। দাঁড়িয়ে আছে হিঁচ।

তক্ত আতঙ্কে চেয়ে আছি আমার।

একবার, দু’বার, বৰ্ণাটাকে সামনে পেছনে কেরল ক্ষাগা। হাতৎ ঝুঁড়ে মারল। নিখুঁত
নিশানা। শুক এফোড় এফোড় হয়ে পেল যেছোর। একটা আর্জনদ বেরোল তার গলা
চিরে। দুই হাত কষ্টক দিয়ে শুনো উঠে গেল। আছড়ে পড়ল মাটিতে। কয়েক মুহূর্ত
ছটফট করে পুর হয়ে গেল দেশটা।

অকৃত শব্দ উঠল আট হাজার গলায়। চেতোর মত দোল খেতে লাগল হেন শব্দ
তরঙ্গ। কমতে কমতে থেমে এল এক সময়।

‘গ-অ-ড! লাখিবে উঠে নোভালেন স্যার হেনরি।

‘বেশ ভাল হাত,’ ছেলের প্রশংসন করল টুয়ালা। চারজন যোক্তাকে ডাকল। ‘এই
এটাকে সুনা।’

গুণগ্রে এল চারজন লোক। লোল নিয়ে গেল লাশটাকে।

‘রক্ত দেকে দে, রক্ত দেকে দে,’ চি চি করে উঠল বানরটা। ‘দেরি করহিস কেন?’

কুড়ুর তেতুর থেকে বেরিয়ে এল একটা মেঝে। হাতে একটা মাটির পাতা। তাতে
চুনা পাথরের ডঁড়ো। মাটিতে পড়ে থাকা রকের ওপর ওই উঠো ছিটিয়ে দিতে লাগল
সে।

রাগে থরথর করে কাপছেন স্যার হেনরি। দাঁতে দাঁত ঘষছেন।

‘বেসে পড়ন, দোহাই আপনার!’ তাঁর হাত ধরে টানলাম। ‘আমাদের জীবনও বিপন্ন
হয়ে পড়ে বে।’

দুপ করে আবার টুলে বেসে পড়লেন স্যার হেনরি।

‘চুনাপাথরের উঠো ফেলে রকের চিহ্ন পুরোপুরি ঢেকে দিল মেয়েটা। আবার
আমাদের দিকে ফিরে দৌলাম। বাগতম, সনা মানবদের এখানে কি চাই?’

আত্মে করে উঠে নোভালাম। ‘বাগতম, টুয়ালা, কুরুক্ষুনানের রাজা।’

‘কোথা থেকে আসা হয়েছে, সনা মানবদের এখানে কি চাই?’

‘তাঁর দেশ থেকে এসেছি আমরা। এই দেশ দেখব বলে।’

‘আত্ম সামান একটা দেশ দেখাব জনে অনেক দূর থেকে আসা হয়েছে। আর
তোমার প্রেরণ ওই লোকটা,’ আমরাবোপাকে দেখিয়ে বলল টুয়ালা, ‘ও-ও কি তাঁর
দেশ থেকে?’

‘অবশ্যই। তাঁরার দেশেও আমাদের মত কালো মানুষ আছে। তবে ওকে সাবধান
করে নেইছি, তোমার মাথায় কুকুরে না এমন কুকুর কথা দেখে না বলে।’

সামান্য সামনে ঘুঁটু টুয়ালা। শাসল, ‘বড় বড় কথা বলছ, সনা মানুষ। একটু
আগে কুটাটার যে অবস্থা করলাম, তোমারও যদি একই দশা হয়? কিছু করতে
পারবে?’

হা হা করে হেসে উঠলাম। কলজে কিন্তু কাঁপচু ড্রেস।

‘সাবধান, রাজা! ক্ষাগা আর ইনফার্মুসকে দেখিয়ে বললাম, ‘আমাদের ক্ষমতার
কথা কিছু বলেনি তোমাকে ওরা?’

‘বলেছে, বজের শব্দ তুলে কি করে ঘুন কর তোমার, বলেছে,’ তোতা গলায় বলল
টুয়ালা। চৌটো ওচাল। ‘বিলু কস বিলুস করিনি।’ হাত ভুলে যোক্তাদের দিকে
দেখাল। চৌটো ওচাল। ‘বিলু কস করিনি করিনি।’ পেটের দিকে
ঘোড়া করিয়ে নিয়ে যেতে চাই, পেটে কস পেটেরের আজোই মেরে কেবল আমি।’

দোন্ত বেব করে হাতল টুয়ালা। ‘ঝাঁড়? না হে, না। একজন মানুষ ঝুন করে দেখাও,
বিশ্বাস করব।’

‘বেব।’ তোমার ছেলে ক্ষাগাকে বল, পেটের দিকে হেঁটে যাক। ওকেই মেরে
দেখাও, ‘বেব।’ বলে রাইফেল তুললাম।

অন্ত একটা আওয়াজ বেরোল ক্ষাগার গলা থেকে। একছুটে ঝুঁড়ে তেতুর চুকে
পড়ল সে।

সিদিকে তাকিয়ে ঝুক ঝুক কল টুয়ালা। তারপর দু’জন যোক্তাকে ডেকে বলল,
‘মোতাজাতা দেখে একটা ঝাঁড় নিয়ে আস্বার।’

ছুটতে ছুটতে চলে গেল লোক দুটো।

স্যার হেনরির দিকে ফিরে বললাম, ‘বাটারা ঝাঁড় আনতে গেছে। আমি বলেছি, দূর
‘থেকেই তুল করে বাটাটকে মেরে ফেলতে পারব। কাজতা আপনি কলেন। পিশাচতলো
জানুক, থুক আমি আর গুড়ি নে, আপনি ওজ জাতবিয়াজ ওতান।’

‘একপ্রেস রাইফেল নিয়ে তৈরি হলেন স্যার হেনরি।’

‘এব বারেলের তুলি মিস হলে, স্যার সঙ্গে আল ব্যারেল খালি করবেন,’ বললাম।
‘একপ্রেস পৰ্যায়ে গজে নিশাচার কল। বাটাটকে দেখাব মাত্র গুলি করবেন।’

গোলা চি চি চি গিয়ে গেটের দিকে ছুল ঝাঁড়টা।

গুঁজে উঠল রাইফেল। মাটি একবার। হমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ঝাঁড়টা। হ্রৎপিণ্ডে
গুলি থেবেছে। কয়েক মুহূর্ত পা নাচিয়ে হিঁচ হয়ে গেল।

বোবা হয়ে গেছে যেন আট হাজার লোক। তরু বিশ্বায়ে তাকিয়ে আছে মরা ঘাস্টোর দিকে।

‘রাজার দিকে তাকালাম।’ শীতল গলায় বললাম, ‘কি রাজা? মিথো বলেছিলাম?’
‘না, সদা মানুষ, মিথো বলানি,’ রাজার গলায় ভয়।

‘শেন, টুয়ালা, বললাম, ‘আমরা আজান চাই না। এই যে দেখ,’ ডেক্টোরগোপের উইচেস্টারটা তুলে দেখালাম।
মারতে পারবে। বৰবৰদার! এটা দিয়ে কথনও মানুষ মারতে যেও না। তাহলে তোমকেই খুন করে ফেলবে এই জানুলাটি।’ রাইকেটা বাড়িয়ে বললাম।

তয়ে ভয়ে আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখলেন টুয়ালা।

চার হাত পাশে ভয় দিয়ে এটি বলুণ্টা। রাজার প্রাণ পারার কাছে এসে ঘামল।
লাখিয়ে উঠে নাড়াল হঠাতই।

আধাৰ উঠলাম। কি ভয়ানক চেহারা! বানুর না, মানুষই! মেয়েমুনু। অনেক,
অনেক বয়েস। ঠিক কর, অনুমন কৰা কৰিন। চিঢ় চিঢ় হৈবে যা ওয়া কচোর মত
অসুখ ভঁজ কৰে চমতভাব। নামের জায়গেও ওধু দুটো ফুটো। ফুটোর নিম্ন ধূৰ্ষণ
পুরু দুই টোটা, মৌমাছিৰ কামৰু ফুলে আছে যেন। চোখা চুকু, সমুন্দৰে দিক ঠেলে
বেঁচে আছে। ধৰণৰ সদা ভুলুৰ তলায় চঞ্চল একজোড়া বড় কালো চোখ,
শয়তানীভৰি ভৱা, জুলাই অলঙ্গুল কৰে। মাধাৰ ছুল তো দুৰের কথা, একটা রোমও
নেই। টাচেৰে চামড়া কুঠকে ছেছে। সামৰে ঝুঁক মত কোঁকে খুলি।

ভয়ে একটা শাঙ হ্ৰোত শিৰিপুৰ কৰে উঠে গেল আমার মেৰদণ্ড বেয়ে।

কথা বলে উল ভুল ভাইনোটা। তি চি গলার বৰ তনে এড় আগে হাস্যকৰ মনে
হয়েছিল, দেখাৰো পৰ এখন ভৱ্যত রাগছে। ভীঁঁ কথাবো হেন বাতাস
কেটে ছুড়ে পড়ল দিকে কৰি, ‘রাজা, শোন যোকোৱা হেন বাতাস
এসে যুক্তে আমৰ ভেতৱে।’ ভবিষ্যৎ দেখতে পাইছি আমি। রক্ত! রক্ত! ভৱেন নদী
বইছে সামনে পেছে ভানু বাঁচে সদিবে। সুৰ রক্ত আৰ রক্ত দেখতে পাইছ, গৰ
পাইছ। ভৱেন সাদা পাইছ আওয়াজ তৰিছি। আসছে! আসছে! আসছে!

হঠাত ঘূৰল ভাইনোটা। কফালসাৰ একটা বিছিৰি আজুল ভুলু আমাদেৱ দিকে।
‘তোমো এদেশে কেন এসেছ, তাৰোৰ মানুৰোৱা? হারানো একজুকে খঁজতে এসেছ।
কিন্তু শোকাটা এখনে নেই। তোমো উজ্জল পাথৰেৰ জন্মে এসেছ। আমি জানি, আমি
জানি!'

আমৰেৰ দিকে চাইল ভাইনো। আজুল ভুল বলল, ‘আৰ ভুই! কালো চামড়া।
উক্ত চেহারা। এলেমে তোৱা কি চাই? না, পাথৰ তো কৰলৈছে না। তুই পাথৰেৰ
জনে আসিসনি। মা, আসিসনি। তোকে চিনতে পাৰাই আমি। তোমাৰ ভৱেন গৰ্হ
চেনা চেনা লাগছে। খোল খোল, খুলে ফেল, ভাল কৰে দেখি...’ বলতে বলতে হঠাত
থেমে গেল ভাইনোটা। উল উল। দুই হাত চলে গেল গলাৰ কাছে ঘৃঢ়ুড় আওয়াজ
উল্ল গলাৰ ভেতৱে থেকে, ছুটি টিপে ধৰেছে যেন অদৃশ্য হাত। দড়াম কৰে আছড়ে
পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে পালগ দেৱেৰে লাগল।

কয়েকজন যোৱা এগিয়ে এল। তুলে কুঠড়ে ভেতৱে নিয়ে গেল ভাইনোটাকে।

উলে নাড়াল রাজা। কৰপেছে। হাত নেটে ইশ্বাৰ কৰল যোকাদেৱকে। মাৰ্চ কৰে
বৈৰিয়ে যেতে লাগল যোকোৱা। আশৰ্য শুনোৱা। সঠিক পায়েৰ তাল।

মাত দশ মিনি। চলে গেল আট হাজাৰ হোকা। বিশাল চতুৰে আমৰা চাৰজন,
রাজা আৰ তাৰ কয়েকজন অনুচূ ছাড়া কেন নেই। সব চলে গেছে।

‘সদা মানুৰোৱা,’ পঞ্জিৰ গলায় বলল টুয়ালা, ‘তোমাদেৱকে মেৰে কেলতে চাই।
অছুত সব কথা বেৱোল গাঁওলেৰ মুখ থেকে!’

হেনে উঠলাম। ‘সাবধান, রাজা! আমৰা অত সহজ শিকাৰ নই। দেখেছ তো
জুনুলাটিৰ ক্ষমতা। এমন আৰও অনেক ক্ষমতা আছে আমাদেৱ।’

তুলে কুঠকল টুয়াল। ‘রাজাকে ধৰ্মকাৰ তোমাৰা!'

‘ধৰ্মকাৰ না, রাজা। যা সাত্য, তাই বেলু বলাইছ। আমাদেৱকে খুন কৰাবৰ চেষ্টা
চলিয়ে দেই ন একবৰ। মজ টেৰে পৰাবে।’

বিশুল থাবায় কপাল চেপে ধূল টুয়ালা। ভাবছে।
‘ঠিক আছে, এখন আৰ কিউ বললাম না, বলল রাজা।’ আজ রাতে ভাইনী শিকাৰ
হবে। কুমাৰীদেৱ না হবে। দেখত এস। তাৰ পেয়ো না, ফাঁদ পেতে রাখব না।

তোমাদেৱ নিয়ে কি কৰা যাব, আগমীকৰণ ভাৰল।’

‘তাই দেব, রাজা, আজ্ঞাই কৰে বললাম।

ঘূৰল রাজা। গটভাব কৰে হেঁটে গিয়ে কুঠকল তাৰ কুঠড়েয়ে।

আমাদেৱ কাবে এল ইনকাফুস। ইশ্বাৰীয় অনুসৰণ কৰতে বলে হাঁটতে তুম কৰল।
গেটেৰ কাছে এছে কি মন হতে তুম চাইলাম।

আৰে আমৰোপা! এখনও তাৰে জানুলাটি দাঙিয়ে আছে। চেয়ে আছে রাজার
কুঠড়েৰ দিকে। অবাক হয়ে দেখলাম, মুঠো তুলে নাড়ুল আমৰোপা। যেন ভয় দেখল
কুঠড়তে। তাৰপৰ ঘূৰল। এগিয়ে আসতে লাগল আমাদেৱ দিকে।

রাজার আভিনা থেকে বেয়িয়ে নিজেজেৰ কুঠড়েৰ দিকে চললাম আমৰা।

নয়

কুঠড়েতে এসে পৌছুলাম। আমাদেৱ সঙ্গে ভেতৱে আসতে বললাম ইনকাফুসকে। এল
সে।

‘দেখেতো যা বুললাম,’ বললাম আমি, ‘সাহসৰিক নিষ্ঠাৰ এই টুয়ালা।’

‘ঠিকই বলেছুন, মালক,’ বলল ইনকাফুস। নিষ্ঠুৰতাৰ দেখেছুন কি? দেখবেন
আজ রাতে। ভাইনী শিকাৰেৰ নামে শয়ে শয়ে মানুষ খুন কৰা হবে। টুয়ালাৰ
অভ্যন্তাৰ অভিনা অতিক্রি হয়ে উঠেছে এদেশ।’

‘তাহলে ধৰে ব্যাটকে গণি থাই আমায়ে দিঙ্গ না কেন?’

‘দিলে কি হচ্ছে? টুয়াল গেলে গান্দিত বসবে তাৰ ছেলে ক্ষাণ্গা। ওটা আৰও
হারামি। বাপেৰ চেয়েও অসুৰ আৰও বেশি কালো তাৰ। ইয়া, ইমোটু কিবুৰা তাৰ ছেলে
ইগনোসি বেশি ধৰকলে এক কথা ছিল। কিন্তু ওটা তো আৰ বেচে নেই।’

‘কি কৰে জানলে ইগনোসি মারা গেছে?’ হঠাত পেছন থেকে শোন গেল
আমৰোপাৰ কৰ্ত্ত।

‘কি বলতে চাও?’ কড়া গলায় বলল ইনকাফুস। ‘তোমাকে কথা বলতেই বা
বলেছে কে?’

‘শোন, ইনকাফুস,’ শাপু গলায় বলল আমৰোপা। ‘একটা গল্প শোনাছি তোমাকে।
ইমোটুৰ জীৱ পালিয়ে গিয়েছিল এদেশ থেকে। সঙ্গে ছিল তাৰ শিপুপুত্ৰ ইগনোসি। ওৱা
আসলে মৰেন। মৰণভূমিৰ একদল মানুৰেৰ সঙ্গে দেৱা হয়েছিল তাদেৱ। দুজনকে
আশুল্য দিয়েছিল ওই মানুৰেৱ। সঙ্গে নিয়ে পৰ্বত পাৰ কৰেছিল, পাৰ কৰে দিয়েছিল
মৰণভূমি।

‘ভূমি কি কৰে জানলে?’ প্ৰশ্ন কৰল ইনকাফুস।

‘বলছি। চুপচাপ অনে যাও। মৰণভূমি পেৰিয়েও ধামল না মা-ছেলে। চলতেই
থাকল। শেষে একদিন এক দেলৈ গিয়ে পৌছুল ওৱা। ওখানে এক দয়ালু লোক দয়া

করে আশ্রয় দিলেন ওদের। তাঁর কাছেই বহু বছর রয়ে গেল দু'জনে। একদিন মারা গেল মা। পথে বেরিয়ে পড়ল ছেলে। বুকে করে নিয়ে গেল মামৰের শেষ কথাগুলো। ছেলে থখন জানে, কে তার বাপকে খুন করেছে, কে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। অবেকেনিন এখানে খুবের ঘূরে কাটাল ছেলে। এক মহান যোৰার কাছে খিলখুলিবাস। যুক্ত করল তাঁর শর্কর দেন। একদিন বেরিয়ে পড়ল ওখান থেকেও। এক জ্যোগায় এসে বেলন, ভ্যাল মর পেরোতে যাচে করেকজন সাদা মানুষ। বেলকে তাঁক সুলিমান বাঁধ পেরিয়ে ওপারে যাবে ওরা। ভিত্তে গেল সে ওদের দলে। শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে এল মৰচুমি, পৰ্বত। শৌচল এসে কুরুয়ানদের দেশে। ওই ছেলের দেখা হল তোমারে এল মৰচুমি, পৰ্বত।

‘পাগল! তুমি পাগল!’ আপনমনেই বিড়বিড় করল বৃক্ষে ঢীক।

‘না, চাচা, আমি পাগল না, সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বাস না হলে এই দেখ,’ এক টানে গাধের চামু খেলে ফেলে দিল আমারোপা। খলে ছেলেক কোমেরে জড়ানো কাপড়। ‘এই দেখ, আমি ইংণোসি।’ এই দেখ কিছি, ‘নাভি নিতে আকা সাপের ছাবি দেখাল সে। মীল টাক্কতে আকা সাপের মুখ চলে ছেলে নিচের দিকে, উরুসকির কাছে পিয়ে শেষ হয়েছে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত শুক হয়ে সাপের ছবির দিকে ঢেয়ে রাইল ইনফার্স। তারপর হমড়ি থেকে পড়ল মাটিতে। ‘কুম! কুম!’ প্রায় ঢেচিয়ে উঠল সে। ‘আমার ভাইয়ের ছেলে। আসল রাজা।’

আমেরোপা ওরকে ইংণোসি একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ডাকল, ‘ওঠ, চাচা, ওঠ। এখনও রাজা হতে পারিনি আমি। তবে তুমি সাহায্য করলে পারব। তেবে দেখ কাকে চাও। আমারে, না তুলালাকে?’

উঠে দাঁড়াল ইনফার্স। একটা হাত রাখল ইংণোসির কাঁধে। ‘রাজি অনুসারে তুমিই আসো রাজা। তোমার জন্যে তুলালার বিকলে লড়ে আমি।’

‘যদি আমি জিতাতে পারি, আমার রাজার জন্যে তুলালার বিকলে হিসেবে গণ্য হবে তুমি,’ বলে আমেরোপা দিকে কিল ইংণোসি। ‘সাদা মানুষেরা, আমকে সাহায্য করবেন?’

কি হচ্ছে, কি ঘটছে কিছুই বুঝে পারেন কি কাটেন গুড় আর স্যার হেনরি। দৃঢ় ওদেরকে ব্যাপারটা বুঝিবে বললাম। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত, অলোচনা দেবে নিলাম। ইংণোসি, বললাম, ‘ইংণোসি, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তোমাদের সমাজের নিয়মে আসল রাজা হবার কথা তোমারই। কিছু গদিতে বলে আছে খুলো। ওকে হাটাবে কি করে, ভেবেছে?’

‘জানি না, ’ইনফার্স দিয়ে তাকাল ইংণোসি। ‘চাচা, তুমি কিছু বলতে পার?’

‘আজ রাতে,’ বলল ইনফার্স, ‘মহান সাম্রাজ্যের উৎসব হবে। চলে আসে নিলাম শিকার। খুন করা হবে অনেকেকে। তুলালার ওপর ভীষণ পেপা লোক। এইই সুযোগ। তিজন সেনা প্রধানতে ডেকে আনব তোমার কাছে। ওদেরকে বোাকতে পারলে, বিশ হাজার ঘোঁসা দলে পেয়ে যাবে। কিছু রাজা, কিছু একটা চিহ্ন তো দেখাতে হবে ওদেরকে। বেরাকতে হবে, আসলেই তুমি ওদের রাজা।’

সাপের ছবি তো আছেই আমার গায়ে দেখাব, ‘বলল ইংণোসি।

‘ওতে হবে না, রাজা। ওটা জালিয়াতি ও হতে পাবে। যে কেতু উঙ্কি দিয়ে ওরকম সাপ একে নিতে পারে গারো। আমি বিশ্বাস কৰিছি, কিছু ওরা করবে না। ওরা জানে, রাজার অলোকিত ক্ষমতা থাকে। সেৱকম কিছি একটা দেখাবে হবে।’

গৌরী হয়ে গেল ইংণোসি। অলোকিত কি ক্ষমতা দেখাবে সে?’

‘ইনফার্স,’ বললাম, ‘দেবতা তো আসল রাজার পক্ষেই থাকেন। রাজার হয়ে অন্য কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলেও তিনি দেবেন। নাকি?’

‘ঝা, দেবেন, ’মাথা দুলিয়ে বলল ইনফার্স।

‘ঠিক আছে,’ বললাম। ‘দেবতার কাছে আমরাই সাহায্য চাইব। ইনফার্সদের হয়ে চিহ্ন দেখাব আমরা। যাও, নিয়ে বল দেন প্রধানদের। বল, তাদের রাজা ইগনোসি হিয়ে এসেছে।’

‘ঝাঞ্চি, মালিক,’ বলে বেরিয়ে গেল ইনফার্স।

বলে তো দিলাম ইনফার্সকে, কিন্তু অলোকিত কি দেখাব? কথা রাখতে না পারলে, ইগনোসির সর্বনাম তো হেবৈ, আমরাও বিপদে পড়ব। আমাদের ওপরও আর আঙ্গু রাখতে পারব না ইনফার্স।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার বসলাম গুড় আর স্যার হেনরি। কিছু মাথা বাকাল গুড়। ‘আমার মনে হয় সব গোটীয়ে হয়ে পেলেন স্যার হেনরি।’

উঠে গিয়ে ঘুর্ধের বাস্তুটা নিয়ে এল গুড়। তাল খুলে ছোট একটা পঞ্জির বের করলে, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জ্যোগায় এসে থামল। ‘এই যে, দেখ, আজ জুনের চার তারিখ।’

‘তাতে কি হয়েছে?’ আনতে চাইলেন স্যার হেনরি।

‘তাতেই তো হয়েছে,’ বলল গুড়। ধীরে ধীরে পড়ল, ‘টোষা জুন। পূর্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ। শ্ৰীনউই সময় আটটা পনেরো মিনিটে গুড় হবে। দেখা যাবে, টেলোৱৰ, দক্ষিণ অঞ্চলে ইত্যাদি-ইত্যাদি।’ মুখ তুলে বলল, ‘তার মালে, পাওয়া গেল অলোকিক ব্যাপার।’

‘ও ঠিকই বলেছে, ঠিক।’ চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি। ‘দারূল আইডিয়া! গুড়ের বৃক্ষতে চাপড় মারলেন। গুড়, তুমি একটা জিনিয়াস।’

‘ধূমপান খোকা, হেকে,’ হেসে বলল গুড়। ‘গুরুকে চিনতে পেৰেছ তাহে এতদিনে।’ আমার সিকে কিমে বলল, ‘কেয়াটারেইন, বাটারা এলে বলে দিও, আজ রাতে চাপকে কালো করে দেব আমার।’

‘বলব।’ কিছু পঞ্জিকায় ভুল লেখা হয়ে থাকলে ইশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না আমাদেরে।

‘তুম সাধাৰণত হয় না এসব পঞ্জিকাৰ। শ্ৰীনউই সময় আটটা পনেৱো, তাৰামনে এৰানে এগুণ শুক হবে বাত দশপাত্ৰ পৰ। সাতে বারোটাৰ আপে ছাড়ে না।’

‘কেমে তো গোছীই,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘ঝুকিতা নিতোহি হবে। যাই বলুন, কেয়াটারেইন, গুড়ের আইডিয়া তাল।’

আমি ও ধীকৰ কলালম। ইগনোসিক বললাম, ‘ইংণোসি, আজ রাতে চাপ কালো-করে দেব আমার। আঁধারে ঢেকে যাবে তোমাদের দেশ। কেমন হবে?’

‘অবাক হয়ে গেল ইংণোসি। চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাকে বলে জানে না-সে। বলল, ‘সত্যি, সত্যি হীপারেন আপনারা?’

‘ঝা, পৰাব।’

‘বিশ্বাস কৰা কঠিন।’ কিছু জানি, আপনারা ফালকু কথা বলেন না। ঠিক আছে, কৰুন যা তাল বোৱেন।’

বাইবে থেকে তাক পোনা গেল। ডেতের আসতে বললাম। তিনজন লোক চুকল কঢ়েতে। ইয়াজুর কাছ থেকে এসেছে। আমাদের জন্যে উপহার পাঠিয়েছে দুয়ালা। তিনটা শকেলের শাট, আর সুন্দর তিনটা কুঠার।

‘ওগুলো পাঠিয়েছেন আমাদের রাজা। তারার সাদা মানুষদের জন্যে উপহার,’ বলল একজন জোক।

‘রাজাকে বল গিয়ে, ধৰ্মবাদ জানিয়েছি আমরা,’ বললাম।

বেরিয়ে গেল তিনজনে।

একটা শাট তুলে নিলাম। চমৎকার জিনিস। লোহার সুর শক্ত শেকলকে গায়ে

গায়ে আটকে আশ্র্য কৌশলে চান্দর বানানো হয়েছে। সেই চান্দরকে আবার সাইকে করে নিয়ে বানানো হয়েছে শার্ট। কি করে এই অসুত কারিগরিটা করা হল, কিন্তু বুনতে প্রণাম না।

কুঁড়ের বাইরে থেকে আবার ডাক শোনা গেল। ইনফার্নুস এসেছে। আসতে বললাম ওকে। সমস্ত আবেগজন যোক্তা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। যোক্তাদের বেশভূষা দেখেই বুল্লাম, উচু পদের লোক।

ইনফার্নুস বলতেই আবার কাপড় খুলে ফেলল ইগনোসি। পেটে আঁকা সাপের ছবি দেখল সেনা-প্রধানদের। প্রোল সেই কাহিনী, কি করে সে আর তার মা পর্বত পেরেয়ো।

‘সব তো শুনলে, সেখানে ইগনোসির কথা শেষ হলে বলল ইনফার্নুস। ‘বল, এখন কি করতে চাও? ওর পকে দাঢ়াবে? ওকে বাপের গদি ফিরে পেতে সাহায্য করবে?’

ইন্জেনের মাঝে সবচেয়ে ব্যক্ত লোকটি এক কদম এগিয়ে এল। মাথার চুল ধৰাধৰে সামা, কিন্তু খাস্তু এনেও ওটুট। বলল, ট্যাঙ্গালুর অত্যাচারে এনেছের লোক জরুরিত। ওকে সরাতে পারলে বুশিই হব। কিন্তু ওকে সরিয়ে কাকে গদিতে বসাঙ্গ ভালমত জানতে হবে আগে। কে জানে, এই লোকটা মিথগুবানী জালিয়াত কিন। সত্তিই যদি আসল রাজা হয়ে থাকে, দেবতার চিহ্ন দেখাতে হবে আমাদেরকে। নইলে কিছু করব না আমার।’

অনোরাও সায় দিল বুড়ো তাফের কথায়।

‘চাঁক,’ বুড়োর দিকে চেয়ে বললাম, ইগনোসির হয়ে আমি যদি কেরামতি দেখাই? চলবে?

‘নিষ্ঠক চলবে,’ বলল বুড়ো।

‘বেশ,’ বললাম। ‘তোমরা কেউ চান্দকে কালো করে ফেলতে পারবে? সারা দেশ অক্ষকারে দেবে পারবে?’

‘না,’ মালিক, ‘হাসল বুড়ো।’ ‘কোন মানুষই পারবে না।’

‘আমার পারবে। আজ রাতে চান্দকে কালো করে দেব আমারা। সারা পৃথিবী অক্ষকারে দেবে যাবে। ইগনোসির প্রতি সমর্থন দেখাতে এই কাজটা করবেন দেবতা। আমরা অনুরোধ করেই তাকে। এরপর ইগনোসিতে রাজা বলে মেনে নিতে পারবে তো?’

‘নিষ্ঠক, মালিক,’ একসঙ্গে বলে উচ্চ সেনাপ্রধানার।

‘বুলের মহিল দুর্যোগ দূরে,’ কথা বলল এবার ইনফার্নুস, ‘নতুন চান্দের মত দাঁকা একটা পাহাড় আছে। মালিকের কালোক কালো করে ফেললে, যোদ্ধাদের নিয়ে ওখানে তলে আমার পারবে। ওখানে দেখেই যুদ্ধ দেখাব করব ট্যাঙ্গালুর বিবরণ।’

‘বেশ,’ বললাম। ‘এখন যাও তোমরা। অনেক তুক্তাক বাকি আছে আমাদের। শেষ করতে হবে। চান্দকে কালো করে দেব, সোজা কথা তো না।’

কুন্তি করে দেরিয়ে গেল ছাঁ সেনাপ্রধান। ইনফার্নুস রয়ে গেল। পড়ে থাকা তিনটা পেটেকেলে শার্ট দেবিয়ে বলল, ‘ওকে করা বাসিন্দায়ে, জিনি না আমরা। বাপ-দাদাদের মুখে তুমোচি, আগে অনেক ছিল, এনেন অল্প কয়েকটা অবশিষ্ট আছে। যুদ্ধের সময় খুব কাজে লাগে। ওই শার্ট যার গামে থাকে, সহজে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না কেবল। ট্যাঙ্গালুর আপনাদের ওপর খুব সজুষ্ট হয়েছে, কিন্তু সাধারণত ভয় পেতে পেতে, নহলে ওই জিনিস হাতছাড়া করব না সে। আজ রাতে নাচের আসনে হাবার আগে ওই শার্ট পরে নেবেন, মালিক।’

দেরিয়ে গেল ইনফার্নুস।

বুড়ো সেনাপ্রধানের কথা জানালাম স্যার হেনরি আর উডকে। ইনফার্নুসের পরামর্শ

আমাদের তিনজনেরই পছন্দ হল।

দশ

১ মনে উত্তেজনা। সারাটা দিন ঘৰে বসে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলাম ‘আমরা।

২ বিকেল গড়াল। সৰ্ব ভুবল। রাতের আধাৰ নামতেই জ্যাত হয়ে উঠল যেন কুন্তুয়ান দেশ। বৰ পারোৱ শব্দ শোনা যাবে। আলোয় আলোকিত চারদিক। সবাই এগয়ে হাতে রাজার অঙ্গনার দিকে। মাট করে এগিয়ে চলে যাব হাজার হাজার যোকা।

৩ তৈরি হতে চাগলাম আমরা। তিনজনে তিনটা সেবার শার্ট পরে নিয়ে তার ওপৰে নিজেৰ জামাকপড় চাগলাম। ভেবেছিলাম, লোকৰ জিনিস গায়ে চাপালে কেমন জানি লাগবে। না, তেমন অবস্থি লাগল না। সহজেই অভ্যন্ত হয়ে গেলাম। কোমৰের বেচেতৰ খাপে ভৱ নিলাম তালি ভৱা বিভূলভাৱ।

৪ রাত অট্টায় চাঁদ উঠল। এল ইনফার্নুস। সঙ্গে বিশজন যোক্তা। আমাদেরকে পাহাড় দিয়ে নিয়ে যেতে পারিয়েছে ট্যাঙ্গালু।

৫ তিনজনে তিনটা কুঠার তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম কুঁড়ে থেকে। চললাম ইনফার্নুসের পিছ পিছ।

৬ কোকে কোকার ট্যাঙ্গালুর অভিন্ন। শুঁকালুৰ সবে সাবি দিয়ে দাঁড়িয়েছে যোক্তাবা, আগ ভাগ হয়ে। লোক চাঙালেৰ জন্মে সকল পথ রাখা হয়েছে এতি সুন্দো দলেৰ মাঝে।

৭ এই গুৰে এগিয়ে যাবে ডাইনী শিকারিৱা। বুজে বার কৰবে কাৰ ডেতেৰ ডাইনী এসে টাই হয়েছে। এতক্ষণে লোক এক জাহাঙ্গিৰ জড়ো হয়েছে, কিন্তু কোনৰকম হঠাপনে নেই।

৮ পুৰুৰে আকাশে আৰ উঠে এসেছে চাঁদ। হলদে আলোয় চকচক কৰবে বিশ হাজাৰ বৰাণী ধারাবাণী ধৰাবাণী কৰা।

৯ ‘বুল বেশি নীৰব হয়ে আছে ওৱা,’ মন্তব্য কৰলাম।

১০ ‘কে কৰবে? কে মৰবে কে বাবে জানে না তো,’ গাঁথীৰ গলায় বলল ইনফার্নুস। ‘ওদেৱ অনেকেই সকল দেববে না আৰ।’

১১ অনেকে লোক মারা যাবে? আকেক!'

১২ আমাদেৱ বিশদ কৰত্বানি?'

১৩ ‘বলতে পাৰব না, মালিক। তাৰে ভৱ পেলোও প্ৰকাশ কৰবেন না কিছুতেই। আজ রাতোঁ যদি ভালু ভালু কৰিয়ে নিতে পাৰেন, আৰ চিতা নেই।’

১৪ হাততে ইটতেই কথা বলল। খেলা, যোগাযোগ পেৰিয়ে রাজাৰ কুঁড়েৰ কাছে এলে পড়লাম। সামনেই বিছানে রয়েছে টুলগুলো, সকালেৰ মতই। দেখলাম, কুঁড়ে থেকে বেৱিয়ে আসেৱে রাজক্ষয় দল।

১৫ ট্যাঙ্গালুৰ বেৱেলো, সঙ্গে কোকে দেখল ইনফার্নুস। বলল, ‘ওয়া জন্মাদ!'

১৬ কাছে এসে গেল দলটা। ভয়ানক চেহাৰাৰ বারোজন মানুৰ। এক হাতে চোখা বৰ্ণা, আৰখাদৰ হাতে একটা বৰ্ড দলে বসে পড়ল ট্যাঙ্গালু। ওৱ পায়েৰ কাছে বসল গাঞ্জ।

১৭ মুৰখাদৰে একটা বৰ্ড দলে বসে পড়ল ট্যাঙ্গালু। অনেকোন দাঁড়িয়ে বইল দেখে।

১৮ ‘এস, সাদা মানুবেৰা,’ আমাদেৱেৰ অভ্যৰ্থনা জানাল ট্যাঙ্গালু। ‘বস। সময় নষ্ট কৰা যাবে না। চাঁদ অনেক ওপৰে উঠে গেছে। সামনে অনেক কাজ, অছত রাতটা খুবই

ছেট। গাণ্ডল, তোমার কাজ শুরু করে দ্বাও। খুঁজে বের কর ভাইনীদের।'

'শুরু কর। শুরু কর।' টি টি করে চেঁচিয়ে উঠল গাণ্ডল। 'খবাবের জন্মে ভাকাভাকি
করছে হয়েনোরা। শুরু কর।'

স্কালের মতই বর্ণ ভুল দুয়াল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ভুলে রাজাকে তিনবার স্যালট
করল বিশ হজার মাল। তাদের সম্প্রিলিত চিকিৎসার ভেঙে খানখান হয়ে গেল রাতের
নীরবতা, পারের আঘাতে কেঁপে উঠল মাটি।

শেষ হল রাজকীয় স্যালট। আবার সব চপণপাপ। হঠাতে দূর প্রাপ্ত থেকে শোনা গেল
একটা সুরের শব্দে। 'মেমোরের পেটে জন্মানো সব মানুষের ভাষ্য কি আছে?'

এককণে চেঁচিয়ে উঠল কাটা যোগায়োগ। 'ভাষ্য!'

বার বার চালল একই প্রশ্ন, একই উত্তর। তারপর খামল এক সময়। দূর পাহাড়ের
গায়ে ঝনিল হতে ফিরে এল সুরের শব্দ। যিনিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

আবার সব নীরব শুরু, দ্বিতীয়ে নিষ্পত্তি। রাজা দিনকে। হঠাতেই বেরিয়ে এল দলটা।
যোদ্ধাদের মধ্যে কোথায় জানি লুকিয়ে ছিল একত্ব। এক সকারনে নাচতে নাচতে
এগিয়ে এল ও। একদল মেমোর বুড়ো হয়ে গেলে। মোট দশজন। দশজনেরই
মাথার চুল সাদা, বাবরি হয়ে নেমে গেছে কাঁধের ওপর। সাদা আর হলুড় রঙের
ডেরাকাটা সারামুখে। পিসে লাখা হয়ে ঝুঁকে সাপের চামড়া। কোমরে মানুষের খুলির
মেঝে। হাতে মানুষের মানে এগৈ দাঢ়াল ভাইনীর দল। হাতের হাত গাতলের দিকে ভুলে
ধরল এক ভাইনী। চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা এসেছি, মা।'

'ভাল! ভাল! ভাল!' টি টি করে উঠল গাণ্ডল। 'এস যেয়েরা। তোমাদের চোখের
দৃষ্টিতে শাপ দিয়েছি।'

'হ্যা, মা! জবাব দিল দশ ভাইনী।'

'তোমাদের কান খুলেছ? রক্তের গুঁথ পাছে মাক? রাজার বিরক্তে যারা যেতে চায়,
মেই শয়তানদের খুঁজে বের করতে তৈরি সবাই?'

'হ্যা, মা! আবার সম্পর্ক জবাব।'

'তাহলে যাও, মেয়েরা। তারা কেকে আসা সাদা মানুষেরা দেখার জন্মে ব্যাকুল।
যাও, মেয়েরা, যাও। শয়তানদের খুঁজে বের কর।'

'কলজে কাঞ্চনে তীকু চিকিৎসার করে উঠল ভাইনীরা। ছুটে গেল স্থির দাঁড়িয়ে থাকা
যোকারের দিকে।

দুর বুরু বুকে চেয়ে আছি। আমাদের সামনে রায়েছে যোকারেল একটা দল।
সামনে দেখে দাঢ়াল এক ভাইনী। নাক কুঁচকে গুঁথ উকল বাতাসে। তারপর নাচতে শুরু
করল উনানেরে মত। 'চেঁচিয়ে বলল, 'গুঁথ পাওছি! গুঁথ পাওছি! শয়তানটা এখানেই
কোথাও আছে। রাজার বিরক্তি ভিস্তা তলে তার মনে! শয়তান যদি আটকে।'

হঠাতে থেমে গেল ভাইনী-বুড়িটা। শ্বিকারে পাখি দেখতে পেয়েছে মেল শিকারি
কুকুর। পাখে পায়ে এগিয়ে গেল সে তার সামনের যোকারের দিকে। ধূমকে, দাঢ়াল।
তারপর সামনে যেতে লাগল আত্মে আত্মে যার সামনেই গিয়ে দাঢ়াল বুড়ি, লোকটা সরে
যায় একপ্রকার আত্মক।

বেশি খোঁজাখুঁজি করল না বুড়ি। হঠাতে একজন লম্বা যোকার গায়ে জালুলি ঝইয়ে
চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

লোকটা এক কদম সরতে পারল না, তার আগেই দু'পাশ থেকে ওকে চেপে ধূরল
করে কলান যোকা। হতভাঙ্গা লোকটার হাত থেকে খসে পড়ে গেল বর্ণ। টেনেচিতকে
তাকে দুয়ালার সামনে নিয়ে আসা হল।

লাফিয়ে লোকটার কাছে চলে এল দু'জন জল্লাদ। রাজার দিকে ফিরে অনুমতির
অপেক্ষা করতে লাগল।

'মার! আদেশ দিল রাজা।'

'মার! টি টি করে উঠল গাণ্ডল।'

'মার! আদেশ ধীরে করল কুণ্ডল।'

রাজার মধ্য থেকে আদেশ খসে না খসেতেই কাজ সমাধা হয়ে গেল। হতভাঙ্গা
লোকটার হাতগুণে বর্ণ চুকিয়ে দিল একজন। অন্যজন এক বাড়িতে খুল উড়িয়ে দিল।
ছিটকে পড়ল রক্তমাখা ভাজা মগজ।

'এক! গুল দুয়াল।'

লাশটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল একপাশে। ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলা
হয়েছে আরেকজনে।

'দুই, গুল দুয়াল।'

চলল ওই পৈশাচিক বেলা। দেখতে দেখতে আমাদের সামনে লাশের পাহাড় জমে
উঠল। খুল হয়ে দেখে শৈরে মানুষ।

আর সহজে পারামাণ না এই নিষ্ঠুরতা। প্রতিবাদ করার জন্মে উঠে দাঢ়ালাম।

আমাকে বসে পড়তে বলল দুয়াল। বলল, 'ওই কুণ্ডালোর মনে শয়তান ছুকেছিল।
ওরের মরাই ভাল। আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও, সাদা মানুষ।'

কি করব? চপণপ বসে পড়লাম আবার টুলে। সামাজি দশজন বাজল। ভাইনী
হত্যা চলেছে সমাজে। এই সময়ই হঠাতে উঠে দাঢ়াল গাণ্ডল। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে
কিপা কিপা পায়ে এগিয়ে আসলে লাগল আমাদের দিকে।

'সেৱেছ! কানেক কাছে কিসিকিস করল ওড়। ভাইনীটা আমাদের দিকে নজর
নিয়েছে।'

'ঠিক! রিভলভারে হাত রাখলাম। 'আমাদের রক্ত চায়!'

বুকের ভেতর দুপাশ লাকাছে ছবিপিণ্ড। চিকম ধাম বেরিয়ে এল। সামনে পড়ে
থাকা লাগের পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্টিকের উঠল শরীর।

এগিয়ে আসলে ভাইনীটা। সামের কথের মত ঠাণ্ডা দেওজোড়ায় চাঁদের আলো
পড়ে জলাই। আমেরে এককরা সামনে এসে দাঢ়ালে পড়ল সে।

'পঞ্জাল কার পালা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন স্যার হেল্মি।

মুহূর্ত পরেই জানলাম কার পালা। হেটে আসেতেই যেন কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু হঠাতে
আকাশে পড়ে গুঁপিতে ছুটে গেল ভাইনীটা। ইগনেসিস গা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি!
পেয়েছি! এগৈ তেজে শয়তান। শয়তান! রক্তের নদী বইয়ে হাড়বে! রাজা, ও রাজা,
জলদি মারার আদেশ দাও! জলদি!'

এক লাগে উঠে দাঢ়ালাম। লাধি মেরে পেছেনে সরিয়ে দিলাম টুকুটা। চেঁচিয়ে
উঠলাম, 'কথম, 'কথম না। একে মারার আদেশ দিন না, রাজা! ও আমাদের গাহিড়!'

'গাহিড় ওর তেজে শয়তানের গুর পেয়েছে,' ভোতা গলায় জবাব এল দুয়ালার
কাছ থেকে। 'ওকে মারতেই হবে, সাদা মানুষ।'

এক টানে রিভলভার বের করে আনলাম। 'ওর গায়ে হাত তুলতে এলেই মরবে।
যেই আস!'

'ধর ওকে!' ইগনেসিস দিকে আকুল তুলে হকার ছাড়ল দুয়াল।

ছুটে এল দুজন জল্লাদ।

ডেকে পড়লাম স্যার হেল্মি। ওড়ে উঠে পড়েছে। সামনের দিকে রিভলভার কেরালাম
দুয়াল দিকে থেমে দাঁড়িয়ে পেঁপ দই জলদি।

'রাজা,' ভোতে বললাম, 'খেন কি করতে চাও?'

'জানুলাটি সরিয়ে রাখ, সাদা মানুষ,' গলার ব্বর খাদে নেমে গেছে দুয়ালার। 'ঠিক
আছে। বাঁচবে কালোটা। তোমরা টেকালে, নইলে ও এককণে মরে যেত।'

'আমাকে মারার আগেই তোমাকে খুন করে ফেলব আমি, রাজা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ইগনোসি।

কালো লোকটার দৃশ্যমান দেখে চমকে গেল টুয়ালা। বলে কি? 'বড় বেশি বাঢ়তোর, সাদা মানবের কুস্তা!' পঞ্জে উঠল রাজা।

'যে সত্যের পথে থাকে,, বাঢ় তার একটু বেশিই থাকে,' পান্টা জবাব দিল ইগনোসি।

ধূক ধূক করে জলপেটে টুয়ালা ভ্যাবহ চোখটা। রাগে কথা বন্ধ হয়ে গেছে তার।

'এসব খুনোবুনি আমাদের অপচল, রাজা,' বললাম আমি। 'এর চেয়ে ভাল কিছু যদি থাকে, দেখাও। কুমারীরের নাচ দেখতে আরাহী আমরা।'

হাত পেটে টুয়ালা। 'বেশ...এই, নাচ শুরু কর তোমারা। পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই ক্ষণগুলোকে কেবলে দিয়ে আয়, ভাগাড়ে।'

দ্রুত সরিয়ে ফেলা হল লাশগুলোকে।

অপেক্ষা করছি আমরা। বেজে উঠল ঢাক। ঢাক দুটো কেোবায়, দেখতে পাওয়া না। ধীরে ধীরে বাজাই।

ফুলের আভাল থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল অকদল যেয়ে। মাথা গলা বাঁচতে ফুলের মালা জড়ানো। পিতৃত্ব ভাসতে শরীর বাকিয়ে নাচছে। এগিয়ে এল খোলা জ্বালায়। যেয়েগুলো সুন্দরী। চাঁদের আলোয় অপূর্ব লাগে ফুলজড়ানো কালো দেহগুলো।

দ্রুত হতে দ্রুতভাবে হচ্ছে ঢাকের বাজনা, আওয়াজ চাঁচছে। শেষ পর্যায়ে উঠে ঘেমে গেল আচমকা। তুক নীরাব হয়ে দেল আশপাশে।

দীর্ঘগুলো পড়েছে নরকীরা। কোনোকম জানান না দিয়েই দল থেকে এক লাঙে বেরিয়ে এল একটা দেলে, ঘুরে সুন্দরী। আবার বেজে উঠল ঢাক। বাজনার তালে তালে ঘূরে ঘূরে একাই নেচে ঢাল দে।

প্রথম যেয়েটা বানিক পরাই দল থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা যেয়ে। তারপর আরেকটা। আরও একটা।

চাঁদের তালে তালে অনেকক্ষণ ঘূরে ঘূরে নাচল যেয়েগুলো। একসময় হাত তুলল টুয়ালা, সঙ্গে সঙ্গে ঘেমে গেল ঢাক। ঘেমে গেল নাচ।

কোন যেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী, সাদা মাঝুর?' আমাদের ডেকে জিজেস করল টুয়ালা।

'গয়লাটা,' বললাম। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম যেয়েটাকে।

'মাথা বাঁকাল টুয়াল। ঠিক। কিন্তু তুক মরতে হবে।'

'হ্যা, মরতে হবে!' তি তি করে উঠল গাল।

'কেন, রাজা?' কিছুই হাতে না দেবে জিজেস করলাম। 'যেয়েটা সুন্দরী, বয়েস কর ম। নেচেও ভাল। ওর তো পুরুষের পাবার কথা। মরতে হবে কেন?'

হেলে উঠল টুয়াল। জবাব দিল, 'এদেশে একটা বীরি আছেও কুমারী নাচের রাতে সবচেয়ে সুন্দরী যেয়েটাকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। নইলে রাজা আর তার বাড়ির সব ধূস হয়ে যাবে।'

জ্বালাদের দিকে চেয়ে আদেশ দিল টুয়ালা, 'যেয়েটাকে এখানে নিয়ে এস।' ক্ষণগুলে বলল, 'আসেগুলা যেয়ে নিয়ে তৈরি হ।'

দুজনে জ্বালা এগিয়ে গেল। ঠিকখন করে পালাতে গেল যেয়েটা। পারল না। ধরে ফেলল ওকে কঠিন চারতে হাত। ফুলপিণ্ড কেবলে উঠল সে বেচারি। জ্বালাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার ব্যর্থ ঢেটা করতে লাগল। টেনেইচড়ে ওকে আমাদের সামনে নিয়ে এল জ্বালাদের।

'তোমার নাম কি, যেয়ে?' জিজেস করল গাল। 'কি হল, কথা বলছ না কেন? ও,

দেমাক! এই ক্ষাগা, আয়তো এদিকে।'

খুশিতে নিংট বেরিয়ে গেছে ক্ষাগা। এক লাঙে এগিয়ে এল সে। বৰ্ণা তুলল। 'খুবানোর! পালে ঘেটে উড়ের হক্কের তুলনাম। উড়ে নিংড়িয়েছে সে। উড়াত বিভূতভাবের নল ক্ষাগার দিকে। খগ করে উড়ের হাত চেপে ধৰলাম। 'রাখ, রাখ, কি করছ!'

'এবাব চট করে নামটা বলে ফেলতো, হুক্তি,' ভৌঁক গলায় বলল গাল।

'আমার নাম ফুলটা,' কাপছে মেঘেটার গলা। আমাকে মৰতে হবে কেন? আমি...আমি আমি...' আমার নাম ফুলটা,' কাপছে মেঘেটার গলা।

'বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল,' বিড়বিড় করল ভাইনীটা। 'আর রাজাৰ ছেলেৰ হাতত মৰা তো ক্ষীরতিমত সোঁজাগঁ।'

'না, মা, আস! কেনে ফেলল মেঘেটা।'

এক কঠিনে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে লক্ষ দিল গুড়। টেচিয়ে বলল, 'কালো ইবলিসের দল! মেঘেটার গামে হাত দিব তো ভাল হবে না!'

সবঙ্গলো চোঁ ঘূরে গেছে উড়ের দিকে। এতে উঠ পড়ল, এই সুযোগে এক বটকার জ্বালাদের হাত থেকে নিষিকে হাড়িয়ে নিল মেঘেটা। আছড়ে পড়ল উড়ের পায়েৰ কাছ। কঠিনে উঠল, 'বাঁচা, আমারে বাঁচা ও, তারাৰ সজ্ঞাক।'

'ভয় নেই, খুকি,' ফুলটার কথা না বুৰেই বলল গুড়। 'আমি তো আছি।'

ঘূরে হেলেৰ দিকে চাইল টুয়ালা। ইশুৱা কৰল। নিৰ্দেশ পেয়ে বৰ্ণা তুলে এগিয়ে অস্তে কলাম ক্ষাগা।

'কি হল?' আমার কানেৰ কাছে ফিসফিস কৰে বললেন স্যার হেনরি। 'চূপ কৰে আছেন কেন এখনও?'

চাঁদের দিকে চেয়ে বললাম, 'কোন লক্ষণ দেখছি না। এইগুল হবে কখন।'

'আমি না। কিছু একটা কৰলুম। নইলে বাঁচানো যাবে না মেঘেটাকে।'

উড়ে গিয়ে দাঁড়াল টুয়ালা। গঞ্জ উঠল, 'ছেড়ে দেবে। সিংহকে হাতুকি দিছে সামা কুতুর দল। এই ক্ষাগা, দাঁড়াল দেবিছিস কি? ধৰত কৰে আহিস কেন? ধৰ, কুড়াজুলোকে!'

এগিয়ে এল জ্বালাদু। কুড়ে দিস থেকে ছুটে এল অকদল সংশ্লিষ্ট যোৰা।

আমাৰ পাশে এসে নাম ডাঁড়ান্তে সহৰ হেনৱে, গুড় আৰ ইগনোসি। রিভলভার আবার কোমেৰ চেলে গোচে। নিজনেন্দৰ হাতেই এখন উড়ন্ত রাইফেল।

'খৰবানো?' পঞ্জে উঠলাম। কলজ ও তকিমে গোচে যো, জুতাৰ কৰে সংহ্যত রাখলাম নিষিকে। আৰ এক পা এগোলেই চাঁদেৰ আলো নিৰ্ভয়ে দেবে। ভূলে ঘো না, ঘৰ্ষণ কৰে এসেছো আমাৰ। অৰাধাতা কৰাৰ ঢেটা কৰে দেখ, মজা টৈৰ পাবে।'

মৃহুরে জ্যো থমকে গেল লোকগুলো। নাড়িয়ে গেল হিৰ হয়ে। ক্ষাগা নাড়িয়ে আছে আমাদেৰ সামনে।

'চৰে কৰা!' তি তি কৰে উঠল গাল। 'মিশুকটার কথা অনেক? চাঁদেক নাকি নিষিকেডে? ঠিক আছে, নেভাক। নিষিকে দেখাক। ছেড়ে দেয়া হবে মেঘেটাকে।'

আবাব চাঁদে দিকে মুখ বললাম। নিষিকেস ক্ষেত্ৰে বৰ্তিৰ, যদিও সময়ৰ হিসেবে একটু হৰেকৰে কৰে ফেলেৰে গুড়। গোল ইলুন চাঁদেৰ একধাৰে একটা লালচে ছাড়া দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই চাঁদেৰ ওইধাৰেৰ উজ্জ্বলতা কৰে গেছে, হালকা বেয়াদা তাৰা পৰে হৈছে মেন।

একটা হাত তুলে ধৰলাম আকাশেৰ দিকে। আমাৰ সঙ্গে হাত তুলল গুড় আৰ স্যার হেনৱে।

'অৰিষাসীৱা, শো,' টেচিয়ে বললাম, 'শোন আমাদেৰ মন্ত্ৰ। এখুনি কালো হয়ে

যাবে চাঁদ।' ধীরে, ভারট গলায় চেঁচিয়ে ইংরেজিতে বললাম, 'হাস্পটি...ডাক্ষিটি!'

ছায়ার অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। কমে গেল আলো। একটা ভীত ওনগুনানি ছড়িয়ে পড়ল বিশ হাজার সোকের কষ্টে। সব কটা ঢোক আকাশের দিকে।

'হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, কাটিস,' চেঁচিয়ে ভাকলাম। 'আসুন, আমার আরও কাছে আসুন। ও শুভ, তুমিও এস। তোমারও মন্ত্র পড়ো।'

সে প্রশ়িতিলকে থেকে থেকে লাইন সূর করে বলতে লাগলেন স্যার হেনরি। দু'তাত্ত্ব আকাশের দিকে তুলে ঢুক গলায় গান ধরল উভ, 'ফল ত্রিটিনিয়া...'

'আমারের জাদুকে কাজ হচ্ছে। দ্রুত করে যাচ্ছে আলো, দাকা পড়ে যাচ্ছে চাঁদ। আতঙ্কের আরও গোলানি বেরিয়ে এল দশকদের গলা চিরে। হাতু পেটে জোত্তহাতে বসে পড়েছে অকেন্তে।'

'দেখলে, টুয়ালা?' ডেকে বললাম। 'গাওল, কি দেখছ? যোকারা, তোমরাও দেখ সামা মানুষের ক্ষমতা!'

'ওটা মেঘ! তীকু গলায় ঠি করে উঠল গাওল।' এইনি চলে যাবে?

'থেকে না!' ধীরে উঠলাম। 'চোখের মাঝ খেয়েছে নাকি পেটী কোথাকার? দেখছ না, কালো হয়ে যাচ্ছে চাঁদ?'

যোকানের দিকে ফিরলাম। 'সেনাপতিদের উদ্দেশ্য চেঁচিয়ে বললাম, 'তোমরা চিহ্ন দেখতে চেয়েছেন। হে চাঁদ, কালো, আরও কালো হয়ে যাও!'

জ্যামাট কাজের ছায়া ঢেকে সিংতে লাগল চাঁদকে। মুছে গেছে উজ্জ্বল জ্যোত্ত্বা, আবছা আলোয় যোকানের মুখগুলো ঢেনা যাচ্ছে না এখন।' মন্ত্র পড়া চাঁদিয়ে পেলেন স্যার হেনরির আরও উভ। আতঙ্কে আর্তনাদ করেছে কুরুয়ানারা, ধৰে তাদের বেদম পেটানো হচ্ছে মেন।

'মারা যাচ্ছে চাঁদ!' কয়িন্তে উঠল ঝ্যাগা। 'আঙ্ককারে ধূবৈ বাব আমারা!' এক দাক্ষে এগিয়ে এল সে বৰ্ণী ঝুলে সোজা মেরে বসল স্যার হেনরির বুকে। কিন্তু বিধল না বৰ্ণন তীকু ফলা, বৰ্ম শার্টে বাধা দেয়ে পেরে গেল। স্যার হেনরির শার্টের তলায় পেলেনের বক বয়েছে যোকানা। ওয়া মনে করল, সামা মানুষের গায়ে বিক হয় না বৰ্ণী। আরও বিষুব হয়ে গেল ওরা।

ভাবাচাকা মেরে পেছে ঝ্যাগা। থাবা মেরে তার হাত থেকে বৰ্ণিটা কেড়ে নিলেন স্যার হেনরি। নির্বিধায় বসিয়ে দিলেন রাজকুমারের বুকে। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল ঝ্যাগা।

বৃহ, ছাড়িয়ে পড়ল তীকু আতঙ্ক। সুনেই দোঁড় মারল ঘোষার দল। পত্তিমির করে পেটের দিকে ছাল মেরো। প্রহীর আর ঝ্যানের দোঁড় দিল কুঠের দিকে। তাদের পদাঞ্চল অনুরূপ কুল টুয়ালা রাজা। কোথায় লাঠি, কোথায় কি, রাজা পেছনে পেছনে পেছনে উঠে চলল মেরে বৰ্ণী গুগল।

মিনিটখনেকও লাগল না, ঝাঁকা হয়ে গেল বিশাল আভিনা। আমাদের মাকে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ফুলাটা, ইনকার্ডস আর ছয় সেনাপ্রধান। পায়ের কাছে পড়ে আছে ঝ্যাগার লাশ।

'সেনাপ্রধানরা,' বললাম আমি। 'চিহ্ন দেখিয়েছি। এবার চল। আসল জায়গায় যাই।'

এক কদম সামনে বাড়ল ইনকার্ডস। ইগনোসির দিকে বৰ্ণী নির্দেশ করে সেনাপ্রধানদের বলল, 'রাজাকে বরণ কর তোমারা।'

'আমার চোহারার দিকে তাকাও,' সেনাপ্রধানদের ডেকে বলল ইগনোসি। 'আমি ইগনোসি। ইমোটুর হেলে। রাজকুমার বইছে আমার শরীরে। আইন অনুযায়ী আমিই তোমাদের রাজা। বল, আমিই তোমাদের রাজা!' হাতের কুঠাটা মাথার ওপর ঝুল ইগনোসি।

সেনাপ্রধানরা যোকার কায়দায় বরপ করে নিল নতুন রাজাকে।

'এস,' ভাকল ইনকার্ডস। ঘূরে দৌড়াল। এগিয়ে চলল পেটের দিকে। তার পেছনে চলল রাজা। রাজাকে গাত অফ-অনার দিয়ে নিয়ে চলল ছয় সেনাপতি। আমি আবার স্যার হেনরি চললাম ওদের পেছনে। সবার পেছনে ফুলাটার হাত ধৰে এগোল উভ।

আমার পেটের কাছে পৌছতে পৌছতে অক্কারে একেবারে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। নিকট আকাশের বুকে লাক দিয়ে যেন উঠে এল তারার দল। হিটিংট করে তাকাল আমাদের দিকে।

কিন্তু তারার দিকে চেয়ে নষ্ট করার মত সময় এখন আমাদের নেই। একে অন্যের হাত ধরে ইনকার্ডসের নেতৃত্বে এগিয়ে চললাম আমরা।

এগারো

পথচার্ট সব চেনা, কাজেই অক্কারেও চলতে অসুবিধে হচ্ছে না ইনকার্ডস আবার সেনাপ্রধানদের।

এক ঘন্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। কাটুতে শুরু করল গ্রাহণ। চাঁদের যে ধারাটা প্রথমে থাওয়া শুরু হয়েছিল, বেরিয়ে আসছে এখন। হাতাংই সুর এককালি ঝপালি চাঁদ বেরিয়ে এল, লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কালো আকাশে বিশাল একটা হারাকেন-আলোর মত মনে হচ্ছে চাঁদটাকে। অসৃত, অপরূপ দৃশ্য।

কাজে মিনিটের ভেতরই আবার হারিয়ে যেতে লাগল তারাগুলো। পথচার্ট দেখতে পাওয়া এখন।

টুয়ালাৰ রাজধানী সু ছাড়িয়ে চলে এসেছি আমরা। সামনে, ঘোড়াৰ খুৰের মত দেখতে চ্যান্টার্মার্ক বিশাল এক পাহাড়। ঘাসে হাওয়া চূড়া, ক্যাল্প ফেলার ভারি সুবিধে। এখনেই যোকানের দেখা পেলাম আমরা। তথনও তার কাটানি ওদের, মাকেমাকেই আতঙ্কত চোখ ঝুলে তাকে চাঁদের দিকে।

এগিয়ে চললাম যোকানের মাঝ দিয়ে। চূড়াৰ ঠিক মাঝামাঝি জ্যোগায়, একটা কঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে ছুকে অবকাহ হচ্ছে। আমাদের সব জিনিসপত্র মিয়ে বলে আছে দুটো নিল লোক।

'আমি পাঠোচ্চালাম ওদেরেক,' বলল ইনকার্ডস। এগিয়ে গিয়ে ঝুলল কি যেন। 'সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে ওরা।' ফিরে হাতের জিনিসটা দেখিয়ে বলল, 'এটাও।'

ইনকার্ডস হাতের হাতেরে জিনিসটা ওড়ের বৰ্হ অকাঞ্চিত-টাউজার। খুল্লি চেঁচিয়ে পেটে নিল ট্রাইজালু। লাক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হেঁ মেরে ইনকার্ডসের হাত থেকে বেতে নিল কেলচেন।

'মালিক, সুন্দর পা দু'ধানি ঢেকে কেলচেন!' হতাশা ঝুটল ইনকার্ডসের গলায়, কিন্তু পাইজি দিল না উভ।

রাতটা ওই কুঠেড়েই কাটিয়ে দিলাম আমরা। পরদিন বেলা করে ঘূর্ণ ভাঙল। বাইরে বেরিয়ে এলাম। এক জ্যোগায় ভজ্জ হয়েছে বিশ হাজার যোগা। ওদেরকে আবার সেই পুরানো দিনের গঁথ বলল ইগনোসি। কি করে তার বাপ ইমোটুর কুল করেছিল টুয়ালা, কি করে ইমোটুর ছেলে আর বৌ পালিয়ে গিয়েছিল দেশ ছেলে, কি করে বেতে ফিরে এসেছিল ইগনোসি, সব আবার শোনল সে।

'আসল রাজা আমি,' শেষে বলল ইগনোসি। হাতের ঝুঠারটা ঝুলে ধৰল মাথার ওপরে। 'আবাকে রাজা মানতে আপগতি আছে কারও?' কেউ না বলল না।

‘হণ্ডি জিতি, তোমরাই হবে আমার প্রথম বিশ্বস্ত সেনানাদ। কথা দিছি, ন্যায়ের রাজকু কোর্যে করব আমি। কারণও ওপর কোন অবিচার অভ্যাচার হবে না।’

সবাই হৃষ্টবুদ্ধি করল।

‘বেশ। এখন সেই, আগামীকাল আসবে তুয়ালা। সঙ্গে আসবে তার যোদ্ধারা। লড়াই হবে। তখনি সুবুর, আমার দলে কারা কারা আছ। এখন লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হও।’

মার্ট করে ওখান থেকে সরে গুল যোদ্ধারা।

সেনাপ্রধানের নিয়ে ঘৃত বৈতে বসমান আমরা। সেখতে পাইছি, লু থেকে দিকে দিকে ছুট যাচ্ছে তুয়ালার দৃত। খবর নিয়ে যাচ্ছে তার শক্তাক্ষিকলের কাছে, সেনা সাহায্য চাইতে।

চারদিন করে কেই এল যোদ্ধারা। অনুমান করলাম, পঁয়তিরিশ হাজারের কম হবে না। আমাদের ভূমিকার অনেক দুর্বিশ। সেনাপ্রধানের ধৰণ, সেনিন আক্রমণ আসবে না। আসবে তার পরের দিন।

ওদের অনুমান ঠিক। বিচেলেন দিকে এলাল তুয়ালার দৃত। সঙ্গে এসেছে কয়েকজন লোকের একটা দল। একজনের হাতে একটা তালপাতা, মাথার ওপর উভ করে রেখেছে তার মানে, কঢ়া বলতে চায়।

ইগনেসি আর কয়েকজন প্রধানকে নিয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে গেলাম আমরা। চারটা চামড়ার আলবুর্জা পরে দৃত। সুপুরুষ। যোদ্ধা। ‘বাগতম?’ টেক্টের বলল লোকটা। এগিয়ে এল কাছে, ‘স্যারেরের কাছে সিংহ এসেছে কথা বলতে।’

‘বল, কর্কশ গলায় বললাম।

‘মহান একচোখ থী রুয়ালার নির্দেশ নিয়ে এসেছি। রাজা সবাইকে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছেন, সুবুর করি শাস্তির বিনিময়। প্রতি দশজনের মত একজন দোকানে মারবেন তিনি। অন্যদেরকে হেচে দেবা হবে। তবে সাদা হাতি, এবং জারুকুমারে হেচে, আর সাদা মানুষের কালো চাকরটা, যে রাজার মুখে মুখ কথা বলেছে, এবং বিশ্বস্তস্বরে বিশ্বাসের বিশ্বাসেই ছাড়া হবে না। এদেরকে অভ্যাচার করে সাহায্যিক কর্ত দিয়ে মারা হবে। এই হল দয়ালু রাজা তুয়ালার নির্দেশ।’

জোরে চোচ্য জবাব দেবা। আমাদের যোদ্ধারা ওনতে পায়, ‘ভাগ এখান থেকে, কৃতা কোথাকার। কানা কুটাটকে শিয়ে বল, আমরা ধৰা দিছি না। চাইলে, সেই এসে আমাদের কাছে ক্ষমা ভিত্তি করতে পারে। নইলে, আর দুবার সুর্য ডোরার আগেই তার বাতির দলজৰার পড়ে দেখতে তার দশ।’ পদ্মিনী বসন্তে আসল রাজা ইগনেসি, যার বাপকে সুন কোচেল তুয়ালা হারামাজান। বি খল, এখনও নাড়িয়ে আছিস বেন? জলন ভাগ, নাইলে চাবকে তাড়াব।’

হেসে উঠল লোকটা। আগামীকাল যেন এক্তখানি জোর থাকে গলায়। চাঁদকে কালো করে দিয়ে, বাহাদুরি দেখিয়েছ দুব। কিন্তু আগামীকাল দেখব, ওই বাহাদুরি কোথায় থাকে। দয়া করে আমার সামানে এস তখন, তারার বাক্তা। সেইহাত তোমার, আমার আসেগোহীয়ের সামানে এস।’

দলবল নিয়ে ঢেনে গেল দৃত। ঠিক এই সময় দুবল সুর্য।

সে রাতে আর কর কিন্তুই। সকাল সকাল থেয়েদেরে অয়ে পড়লাম আমরা। যত পারি, বিশ্বাস নিয়ে নেব।

তামান ও তোর হয়ন। পুবের আকলে ধূসুর আভা দেখা দিয়েছে, এই সময় এসে ধূম ধূমে তেকে তুলল ইনফার্ম। জানান, তুয়ালার যোদ্ধারা রওনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছে অনেকখানি।

কাপড় চোপড় পরে যুক্তের জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। প্রথমে পরলাম লোহার শার্ট। তার ওপর অন্য কাপড়। গুড় তাই করল। স্যার হেনরি লোহার শার্ট গায়ে

দিলেন বটে, কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক পোশাক পরলেন না। কুরুয়ান সেনাপ্রধানের সাজে সজ্জিত হলেন তিনি। এক সেট যুক্তের পোশাক দিয়েছে তাকে ইনফার্ম। ওই পোশাকের ওপর চাপলেন তিভা চামড়ার ঢেলা ঢেরা আলগাখো। মাথার কালো উটকাবল নিয়ে চোলার পালক। কোরে ঝঁজলেন নিয়ের রিল্ডার, আর কুরুয়ান যোকার এক সেট প্রেইং নাইক। হাতে তুলে নিয়েন বিশ্বাসের যোকার সেরা, মন্দের নাম ধূসুরবাবুকে। এবং বিজার হিসেবে থাকবে। সামৰে ওপর উপুড় হয়ে পেছে তুয়ালার সেন্যাগতি দেখছে ওরা।

কার্যধারা কর্তৃপক্ষ থেকে নিলাম আমরা। বেরিয়ে পড়লাম কুড়ে থেকে। আমাদের যোদ্ধারা কতনু কি করল দেখা দয়াকর।

‘এই আয়গামের একটা পাথরের চিলার আডালে গোওয়া গেল ইনফার্মসুকে। তার দলবল নিয়ে লুকিয়ে আসে। সারা কুরুয়ানায় ইনফার্মসুর যোকারাই সেরা, মন্দের নাম ধূসুরবাবুকে। এবা বিজার হিসেবে থাকবে। সামৰে ওপর উপুড় হয়ে পেছে তুয়ালার সেন্যাগতি দেখছে ওরা।

কার্যধারা লু থেকে পিপড়ের মত সারি দিয়ে বেরিয়ে আসছে যোদ্ধারা। মোট তিলমুর্শি সারি। একেকে এগারো হাতে বেরাবে হাজাৰ যোকারা।

শহর থেকে বেরিয়েই দুবিকে ঘূরে গেল দুব পাপের দুটো দল। একটা মার্ট করে এগিয়ে থেকে লাগল ভালে, একটা বাঁয়ে। মার্খাখনের দলটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

‘অ,’ বলল ইনফার্মসু। ‘ব্যাটারো প্রকস্তে তিলমুর্শি থেকে আক্রমণ চালাবে।’

একটা পথেই বুয়ালাম, ঠিকই বলেছে ইনফার্মসু। পাঁচামে গজ দূরে এসে থেকে গেল মার্খাখনের দলটা। অন্য দল দুটো আয়গামাত পোছার অভিষ্ঠা করতে লাগল।

‘ইস, একটা মেশিনগান যদি পেতাম?’ উচ্চিয়ে উঠল গুড়। ‘বিশ মিনিটে সাফ করে দিতাম ব্যাটারোরে।’

‘নেই যখন খামোকা আক্ষেস করে লাত কি?’ বললেন স্যার হেনরি। ‘কোয়াটার-মেইন, একটা চাপ নিয়ে দেখুন না। নেতাটাকে কেবলে দিলে কেমন হয়? না কি পরামর্শ দেন না?’

অবশ্য বা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক্সপ্রেস রাইফেলে তুলে নিলাম। উপুড় হয়ে থায় ‘একটা পাথরের ওপর নল রেখে নিশানা করলাম। নড়াচড়া করছে টারগেট।’ কি যেন বলজে দলে লোকেদের। অপেক্ষা করে রইলাম। কি করলে যেন গজ দূরে করস্ব লোকটা। সঙ্গে রয়েছে অকেটা দেক। স্থির হয়ে নার্দাল তুল। টিপে দিলাম। সিস করলাম। মাটিকে পড়ে গেল তার সঙ্গের লোকটা, বা পাশে তিন কদম দূরে দৌড়িয়ে ছিল সে।

‘দার্কণ’ দেখিয়েছ হে, কোয়াটারমেইন, ঠাট্টা করল গুড়। ‘যাই হোক, নেতাটাকে ভয় দিয়ে পেরেছে।’

থেকে গেলাম। কি, সর্বসমক্ষে অগ্রমান! দ্রুত আবার নিশানা করে দিলাম টিপে ট্রিগার। দুবাত ব্যাটকা মেরে শুনে তুলে হেলল লোকটা। পড়ে গেল পুরু ধূম।

আনন্দ আকল শাটিয়ে চোঁচে উঠল আমাদের যোকারা। পেশে দেল খালিকটা।

তুল করলেন স্যার হেনরি। উড় তুলি করল। আমিও করে গেলাম একটান। পড়ে গেল আরও অটোপান লোক। প্রতি শিষ্যেরে দেল অনেকোরা, রেঞ্জের বাইরে চলে গেল।

আমাদের রাইফেলের আওয়াজ ধীমা সরে দেল ভয়ান্তি চিকিরা সোনা দেল ভান আর আরো পাশ থেকে। হাজাৰ হাজাৰ মানুষের সমিলিত চিকিরা কমে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

দুপাল থেকে আক্রমণ করে বসেছে তুয়ালার লোকেরা।

আরও পিছিয়ে যাইল সামনের দলটা, ইঙ্গিত পেয়েই থেমে গেল। এগিয়ে আসতে লাগল আবার, দীর পায়ে তালে তালে মার্ট করে। গান ধরল ভারি গলায়। গাইতে গাইতে আরও এগিয়ে এল। রেঞ্জের ভূতের আসতেই গুলি চালালাম। পড়ে গেল কয়েকজন। কিন্তু থামল না দলটা। তেবে পেছে গেল গান।

আবার সোনা গেল সমিলিত ঠিকৰ। আমাদের যোকুরা। তান থেকে বায়ে লম্বা সারি দিকে পাহাড়ের ঢালের মাঝামাঝি জাহাগীর দাঙ্ডিয়ে আছে প্রথম দলটা। বিজীয় দলটা হচ্ছে পুরুষ গঁজ পেছে। ভূতীয় আর দেছে, হৃতার কাহাকাহি।

চোটে উঠল, টুয়ালা! টুয়ালা! জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

‘ইগনোসি! জিন্দাবাদ! ইগনোসি! জিন্দাবাদ!’ জৰাব দিল আমাদের লোকেরা।

এগিয়ে গেল দুই দল শুরু হুক। উভে এল এল ঝাক প্রেইঁ নাইফ। ছুটে গেল জৰাব। আহতদের আক্রমণে ডের গেল বাতাস।

আরও কাহাকাহি হলো দুটা দল। উভে অস্ত্রের বালবান। অনেক লোক টুয়ালার দলে। হোতের মুখে কুটোর মত দেসে গেল আমাদের প্রথম দলটা। বিজীয় সামন দেন করতে একই সময় লাগল। এগিয়ে এল ওরা। আক্রমণ হলো ভূতীয় দল।

জোর বাধা পেরিয়ে আসতে হচ্ছে। বেশ কাহিল হচ্ছে পড়েছে টুয়ালার এই দলটা। আমাদের লোকেরা মেরেছে, তবে মেরেছেও অনেক।

আমাদের ভূতীয় দলটা অনেক বড়, অনেক জোরাল। ওদেরেকে পুরাতন করা সহজ হচ্ছে না। আমের গুইহৈরের সামনে বুক পেছে দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে মেরেছে। বুক দিয়ে কেটে চাই খে শুল্কের মত।

খালিকঙ্কণ চুপ করে থেকে এই দশা দেখলেন স্যার হেনরি। আরপর লাঘ দিয়ে উঠে দাঢ়োল। রাইফেল দেলে দিয়ে হাতে তুলে নিলেন কুঠার আর ঢাল। ছুটে গেলেন শক্রদের মাঝে। তাঁ পেছেন ছুটে গেল গত। আমি বলে দেলাম আগের জাহাগীর।

তারাৰ মানুষদের পাশে পেছে সাহস দেবে গেল আমাদের কোকোৱের। ইগনোস উদামে বাঁকিয়ে পঙ্গল ওৱা টুয়ালাবাহিনীৰ ওপৰ। ইহি ইহি কৰে পিছেনে মেটে লাগল শক্রদে। কিব এই সময় বৰু এল, বী পাশেৰ টুয়ালাবাহিনী টিকতে না গেৱে পিছিয়ে গেছে।

শুশিমনে মাথা দোলালাম। ধৰেই নিলাম, জিতে গেছি আমৱা। ঠিক এই সময় চমকে উঠলাম প্রচট ঠিকৰে। তালে মাথা ঘুরিয়েই তক হয়ে গেলাম। আমাদের লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে উঠে এসেছে তারেন টুয়ালাবাহিনী। হাজাৰ হাজাৰ যোকা গিজিজুকি কৰতে সহজে সহজে হৃতার প্রাপ্তে।

আমৱা পালে দাঁড়িয়ে আছি ইগনোসি। চোটে আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল আমাদেৰ চাৰাদিকে হাড়িয়ে বসে থাকা ধূসুৰ বাহিনী। গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল শক্রদেৰ ওপৰ।

ছুটে গেল ইগনোসি। আৱ না গিয়ে পারলাম না। ওৱ পেছনে পেছনে রাইলাম। আসলে ওৱ বিৱাত শৰীৰেৰ আড়ালে কুড়ায়ে রাখতে চাইছি নিজেকে।

ভয়ন্তক যোগা ইগনোসি। আমৱাৰ আশপাশে লাশ পড়েছে, আৱ কাটা হাত পা মাথাৰ বেল বৃংঠ হচ্ছে। আহতদেৰ আক্রমণে কৰেন তালা লেগে যাবোৱাৰ অবস্থা। আৱ বিল কৰি পেশি কৰে আগে হলৈই এই অবস্থা হত না আমৱা কিছুতেই। কিন্তু এখন দিশেহৱা হয়ে পড়েছি।

লাক্ষ্যে এলে আমৱাৰ সামনে পড়ল এক বিশালদেহী কুকুয়ান। হাতে রঞ্জক আসেগাই। কোখ পাকিয়ে আমৱাৰ দিক কৰাক কৈ। এ সেই দুই, গতকল যে শালিয়েছিল। আমৱাৰ বুকে বৰ্ণৰ অধ্যত কৰাল সে। বিধল না। কিন্তু ধৰাবৰ ঢোটে উঠে পড়ে গেলাম। উঠে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গেই। বিধারিত হয়ে পথেচে লোকটা। আমাকে উঠতে দেখে আবাব এগিয়ে এল। ততক্ষণে রিভলভাৰ বেৰ কৰে মেলেছি।

গুলি কৰলাম ওৱ বুক লক্ষ্য কৰে। পড়ে গেল লোকটা।

হঠাতে মাথায় বাঢ়ি লাগল ভারি কিছুৰ। অক্ষকাৰ হয়ে এল চোখেৰ সামনে। তাৰপৰ কি ঘটল বলতে পাৰব না।

জান ফিরলৈ দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছি। আমাৰ ওপৰ খুকে আছে গুড়। ‘কেমন লাগছে?’

উঠে বসে মাথা বাঢ়ি নিলাম। ‘তাল।’

‘আৱেকু হলৈই তো গিয়েছিলো।’

‘মাধ্যম বাঢ়ি লেগেছিল। লড়াইয়েৰ অবস্থা কি?’

‘আৱেকু তা ডাঙ্ডিৰেছিল। হাজাৰ দুৰৱেক লোক হারাতে হয়েছে আমাদেৰ। ওদেৱ আৱেকু মেলি, তিন হাজাৰেৰ কম না।’

স্যার হেনৱিৰ হৌৰে তেললাম। বেশি খুজতে হল না। ইগনোসি, ইনফার্জুস আৱ অন্যান সেনাপ্রধানদেৰ সঙ্গে পৰাকৰ্ত্তা যুক্তেৰ পৰিকল্পনা কৰছেন তিনি।

জাহাগীৰ, আমৱাৰ কাহিল হয়ে আছি। পাহাড় ধৰে আছে টুয়ালাবাহিনী। আৱ আক্রমণ কৰবে না এখন। আমাদেৰ কৰাবৰ আৱ পানি হুৱানোৰ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰবে। কুখ্যাতকৃত্যাৰ আমৱাৰ কাহিল হয়ে পড়লে আক্রমণ চালাবে। ধৰে ধৰে জৰাই কৰবে হাঙলোৰ মত।

‘শুন খাৰাপ,’ স্বীকৃত কৰলাম।

‘হাঁ,’ স্বীকৃত কৰলেন স্যার হেনৱিৰ। ‘আৱেকু খাৰাপ খৰৰ আছে। ইনফার্জুস বলছে, পানি ধৰিয়ে গেছে ইতামধ্যাব।’

‘তিন্তে পথ খোলা আচে এখন আমাদেৰ সামনে।’ আমৱাৰ দিকে চেয়ে বলল ইনফার্জুস। ‘না খোলা আচে এখন আমাদেৰ পানি। উভেৰে খোলা পথে পালিয়ে মেটে পারি। উভেৰে ওপৰ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আপনাক কৰিছে ইহোক, মালিক।’

দ্রুত সার হেনৱিৰ, ওড় আৱ ইগনোসিৰ সঙ্গে আলোচনা কৰে লিলাম। মনস্তিৰ কৰে নিয়ে ফিরলাম। ইনফার্জুস দিকে। ‘এখনি আক্রমণ কৰব আমৱাৰ। কুখ্যাত কাহিল হয়াৰ আছে।’

‘টুয়ালা ছুটি পেটে ধৰতে চাই বৰাহী,’ আমৱাৰ কৰ্ত্তাৰ পথে যোগ কৰল ইগনোসি। ‘একটা বীকাৰ বেয়াল বেয়ালে, নতুন টার্মেৰ মত বেয়ে আছে পাহাড়টা! আৱ যাই চাঁদেৰ বীকাৰ পেট থেকে টেলে জৰিবেৰ মত বেয়িয়ে আছে সবুজ মাট?’

‘হাঁ,’ মাথা নাড়ালাম।

‘এখন দুপুৰ। খৰাপৰ সময় হয়ে গেছে। খেয়েদেয়েৰ বিশ্বাস নৈবে যোকাৰা। সূৰ্য আৱেকু হেলেলৈ হঠাতে আক্রমণ চালাব আমৱাৰ। নিজেৰ দল নিয়ে সংবৰ্জ মাটে নিয়ে যাবে ইনফার্জুস চাল। বিমোৰে তখন টুয়ালার যোকাৰা। এখন চোটেই বেশি কিছু খৰত হয়ে যাবে ধূসুৰ বাহিনীৰ হাতে। তাৰপৰ আক্রমণ কৰবে আমৱাৰ। একসময়ে ইনফার্জুস, ইনকুৰ কৰিছে। পাহাড়ে পেটে চোকাৰ পঞ্চাটা সুৰ। একসময়ে হৰ্মুত কৰে এসে ওখানে কুড়াত পৰাবে না শক্রদেহীন। আৱ অল্প কৰে আসতে হবে আসতে হবে আসতে এবং মার থাবে ধূসুৰ বাহিনীৰ হাতে। কিন্তু ওৱা সংখ্যায় বেশি। ছাজাৰ কোক নিয়ে বেশিক্ষণ ঢোকাপে পৰাবে না চাল। চুক্কৰেই ওৱা। চাল সৰে বেলাল, বিজীয় বাহিনী নিয়ে আমি থাকব চালাৰ পেছনে। সঙ্গে থাকবেন আপনি, টুয়ালাবাহিনীৰ ওপৰ।’

‘আৱ প্ৰতাৰ, রাজা,’ বলল ইনফার্জুস।

‘ইনফার্জুস পিছিয়ে, এলে টুয়ালার যোকাৰা কি কৰে পাহাড়েৰ পেটে ঢোকা যায়, এ

নিয়েই ব্যক্ত থাকবে,' আবার বলে গেল ইগনোসি, 'স্বামোগ দুরে এগিয়ে যাবে আমাদের ভাট্টীয়া বাহিনী। দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে এগিয়ে যাবে। এক দল নেমে যাবে চারের ডান মাথা নিয়ে, অন্যদল বাঁ মাথা নিয়ে। টুয়ালার লোকদেরকে দু'দিক থেকে ঢেপে ধরবে ওরা। আমার বাহিনী নিয়ে তখন ইনফার্মেশনের সঙ্গে যোগ দেব। ইন্টিন্ডিন্সি তিনি সঙ্গে থাকলে দলটা সাহস পাবে বেশি।'

ভালই পরিকল্পনা ইগনোসি। সায় নিলাম আমরা। ব্যাপারটা সেনাপ্রধানদের জানাল ইনফার্মেশন। যোকানেকে জানতে গেল সেনাপ্রধানদের।

দ্রুত খবর পেলে নিলাম আমরা। জিনিয়ে নিলাম একটু।

ঘট্টোখানকে পরে। সূর্য পক্ষিম দিক হেলতে শুরু করেছে। আঠারো হাজার যোদ্ধা নিয়ে তৈরি হলাম আমরা। এইবার শুরু হবে আসল যুদ্ধ।

বারো

ডিউ ডিউ দলে ভাগ হয়ে নিশ্চক্ষে এগিয়ে চলেছে ইগনোসির সেনাবাহিনী। টিলাটকরের আড়ালে নিজেদেরকে ঘৃত্তা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করছে, নিচে টুয়ালার প্রহরীদের চেবে পড়তে চাইছে ন।

আমাদের মহিয়াবাহিনী নেতৃত্বে রয়েছে ইগনোসি, তার পাশে রয়েছি আমি। ইগনোসির আদেশের অপেক্ষা করতে ওরা।

সামনে এগিয়ে যাবে ধূস্রবাহিনী। সেথাই আর ভাবছি, আর ঘট্টোখানকে পরেই ওই লোকগুলোর বেশিরভাই পড়ে থাকবে খুলোয়, কেউ অন্য, কেউ কাতরাবে ঘৃত্তাই।

আধ ঘট্টোখানক করলাম আমরা। তারপর সামনে বাড়ার আদেশ দিল ইগনোসি।

সমতোরে শেষ মাথায় পেটে বাহমান। পাহাড়ের ঢালের অর্ধেক পথ ইতিমধ্যেই নেমে পেছে ধূস্রবাহিনী। দ্রুত নামছে, একটা ব্যাপারে অনুমতি ভুল হয়েছে আমাদের, তবে বলে বিস্ময়েন্ত টুয়ালার বাহিনী। সুরক্ষা রয়েছে। সেথে কেলোকে ধূস্রবাহিনীকে লড়াইয়ের জ্যোৎ তৈরি ওরা। আমাদের পরিকল্পনার প্রথম অংশ বাতিল হচ্ছে গেল।

পাহাড়ের পোড়ার নেমে গেল ধূস্রবাহিনী। ঘাসে ঢাকা জিভতা ধরে এগিয়ে চলল গিরিমুখের দিকে।

ওথেমে পৌছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওথের একলো গজ দূরে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইনফার্মেশনের সাহায্যের দ্রবকার না পড়লে আর এগোব না। বিজ্ঞাত রইল মহিম।

যোকানের মাঝে হাঠা দেখা গেল টুয়ালকে। বলে থাকতে পারেনি। চলে এসেছে ঘূর্দের অবস্থা দেখতে। টেচিয়ে লিঙ্গের লোকদের আদেশ দিল সে।

সামনে বাড়াল টুয়ালবাহিনী। তির্ক্কাগতিতে ছুটে এল গিরিখনের দিকে। কিন্তু

মুখের কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। একক্ষণে খেয়াল করল, সবাই একবারে চুক্তে পারেব না।

ধূস্রবাহিনীর দিক থেকে আক্রমণের কোন লক্ষণই নেই। একবারে চুপ।

মোড়ে ফেঁতে এল টুয়াল। নিজের দলকে সামনে বাড়ার আদেশ দিল। রাজাৰ

আদেশে দ্রুতভাবে চুক্তে করে পড়ল একটা দল।

টুয়ালবাহিনী চল্পিং গজের ভৱেতে চলে এসেছে। তবু চুপ ধূস্রবাহিনী। তিনি সারিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। হাঠাতে কোন রকম জানান না দিয়েই সামনে বাড়ল সামনের সারিয়া। আক্রমণ করে বসল। তাদের টিলকারে কেপে উঠল আকাশ বাতাস।

বেশিক্ষণ টিকল না টুয়ালাবাহিনী। কান্দা মত পেয়েছে এবার ওদেরকে ধূস্রবাহিনী। দেখতে দেখতে শেষ করে দিল পুরো দল। তবে ধূস্রবাহিনীও কম ক্ষতি হয়নি। দুটো সরি অবশিষ্ট আছে আর, একটা শেষ। বিজয় আক্রমণের অপেক্ষায় রইল ওরা।

দেখতে পেলাম, ধূস্রবাহিনীর পুরোভাগে একবার এন্দিক একবার এন্দিকে ছুটোছুটি করছেন সামার হেনরি। সূর্যের পড়ত আলো পড়েছে তার সেনালি দাঁড়িতে। দূর থেকে দারুণ লাগছে দেখতে। ভাবভাস্তেই বোকা যাচ্ছে, যোদ্ধাদের উৎসাহ আর সাহস দিচ্ছেন তিনি।

এগিয়ে পেলাম আমরা। ধূস্রবাহিনীর প্রাণে পিয়ে দাঁড়ালাম। মাটিতে পড়ে আছে চার হাজার মাসুদ। কেউ মৃত, কেউ সুরু যাস। রাতে রাঙ সুজু যাস। রাতে রঞ্জ এখন কালকে দেখতে ধূস্র মাটি।

এই সময় আক্রমণ করল টুয়ালৰ সামা পলক বাহিনী। ইনফার্মেশনে দলের লোক কর্মে পেছে। কাজেই লড়াইটা একটু দেশিগ হায়া হল। হাজার হাজার মাসুদ ধূস্রবাহিনী হল, আহতের আত্মনার পেরে গেল শেষ কিলে, কেপে উঠল পাহাড়-প্রান্ত।

আবার শেষ হল লড়াই। দেখলাম, ধূস্রবাহিনীর মধ্যে মাথা উঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার হেনরি। মাথার ওপরে তুল নাচান্তেন রক্তাক কুঠার। কারও সাহস থাকলে এসে লড়াইয়ে নামার আহান জানাবেন।

ছির দাঁড়িয়ে নামার ধূস্রবাহিনী। মাত ছশে জন আর জীবিত আছে ওদের। শরদের কেউ নেই। বেশিরভাগ পড়ে আছে মাটিতে, স্পন্দন কয়েকজন ছুটে যাচ্ছে গিরিমুখের দিকে। পালাচ্ছে।

শুশিতে টিক্কার করছে ধূস্রবাহিনী। রক্তাক আসেগাই আকাশের দিকে তুলে গালাগালি করছে, লড়াইয়ে আহান করছে শক্তদের।

বিষ বেন আদেশ দিল ইনফার্মেশন। সেদে সঙ্গে ছুটল ছশে যোজা। আরও শ'খানেক গজ পিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ছুট টিলার ওপরে উঠে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি। লড়াইয়ের আহান করলেন টুয়ালৰ বাহিনী।

ছুটে এল টুয়ালৰ আরেকটা দল। দেখে গেল লড়াই। মাত ছশে ধূস্রবাহিনীকে চোখের পলকে খুলোয় খুটিয়ে দেবে ওরা এবার।

'এবন এব দাঁড়িয়ে থাকব আমরা, ইগনোসি?' আর্দের গলায় বললাম।

'না, মারুমাজান,' জবাব দিল ইগনোসি। 'এখন যেতে হবে আমাদের। নইলে টিকবে না ধূস্রবাহিনী।'

টিক এই সময় পাহাড়ে ভান মাথা বেয়ে নেমে এল আমাদের আরেকটা দল।

পেছন থেকে আক্রমণ করল টুয়ালবাহিনীকে।

টেচিয়ে মহিয়াবাহিনীকে সামনে বাড়ার আদেশ দিল ইগনোসি। কুঠারটা মাথার ওপরে এক হাতে প্রচ্ছ হয়ে আছে, লড়াইয়ের হাতক। তীক্ষ্ণ গতিতে ছুটে গেল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম আমি। পেছনে টিক্কার করে ছুটে এল মহিয়াবাহিনী।

ভায়াব এক ভাগের মাঝে এসে পড়ছে যেন। পায়ের ভার আদেশ শুনতে শুনতে শুনতে কান ঝাল পালন। চোখের সামনে হচ্ছে বৰ্বৰাশি। থেকে থেকে রক্তের ফোঁয়ারা ছিটকে উঠেছে এন্দিক।

সকালের মত কোহ হচ্ছে নেই এখন, লড়াই প্রাণপনি। এক সময় আবাক হয়েই নিজেকে আবিষ্কার করলাম টিলাটার পাশে, এটাতেই খানিক আগে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার হেনরি। এখনও আছেন তিনি, তবে টিলার গোঁড়া। সমানে অৰু চালাচ্ছেন। এখানে কি করে পৌছেছি এসে, বলতে পারব না।

টিলার ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি। লড়াই চলছে। উন্মাত হয়ে উঠেছে প্রতিটি যোদ্ধা,

মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আর এখন ওদের। অস্তুক কোশলে নিজেকে বাঁচিয়ে যোকাদের মাথে ছুটোছুটি করেছে বৃত্তো ইনকাফুন। আদেশ দিলে, নিশ্চে দিলে, উৎসাহ দিলে। সতিকারের এক জুল সেনাপতি। শ্রাঙ্কা বেড়ে গেল ওর ওপর।

বিস্তু সবচেয়ে বেশি অবাক লাগছে স্যার হেনরিকে দেখে। কার বর্ষার খেচায় উড়ে দেখে কগলের বৰ্কফি, মাথার আর উটপাখির পালক শোভা পালজে না এখন। ছড়িয়ে পড়েছে সেনাপতি চুলের বোৰা। হাতের ঢালের সামন চামড়া এবং লাল টকটকে, রকে ঢেকে আছে কুঠারে ফলা, রোলে চমকাছে না আর। সামন শৰীরের রক্ত। তাঁর আঘাতের সমনে কেউ টিকতে পারাবে না। যথোচিতে এক বোমার যোকা যেন।

হাতে ছিকরার শোনা গেল যোকাদের মাঝে, 'ইয়ালা! ইয়ালা!'

চেয়ে দেখলাম, জোর থাক্কায় একপাশে ছিটকে পড়ল কয়েকজন যোকা। ওদের ডেতের খেকে হতভুক্ত করে দেরিয়ে এল একচোখা দানব হৃষারা। স্যার হেনরিক সামনে এসেই দাঁড়িতে পড়ল। ইহু ছালু ইহু কুরু। আমাদের হেলেকে দেরেছিস্তোকে আমি শেষ করে দেব।' বলেই একটা ছুবি ছুঁড়ে মারল সে।

সঙ্গে চাল উচ্চ করে ফেললেন স্যার হেনরি। চামড়া মোটা লোহার বর্ষে ভোতা শব্দ তুলে পড়ে গেল ছুরিটা।

ভূতের গজন করে সামনে লাক দিল ইয়ালা। এসে পড়ল স্যার হেনরিক সামনে। কুঠার চালান। লাগলে দু ভাগ হয়ে যেতেন স্যার হেনরি। কিন্তু সহজমত ঢাল তুলে আঘাত দেকানেন। আঘাতের প্রচণ্ডতা পুরোপুরি সামলাতে গিয়ে এক ইঁটুর ওপরে বেসে পড়তে হল তাঁকে।

ব্যাক্টোর আর বেশি বাড়তে পারল না। আকাশ ফাটানো ছিকরার উঠল বী পশ থেকে। এসে দেছে আমাদের আরেকটা দল। এমনিতেই টিকতে পারছিল না ইয়ালাবাহিনী। এরেরে সামনে কুকুটা হতে লাগল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জয়পারাজ নির্ধারণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট ইয়ালাবাহিনী আর প্রাণ দিতে ছাইল না অথবা। পালানোর পথ ঝুঁকতে লাগল। যে হেভাবে পারল, ছুটে গেল প্রিমিয়াম দিলে।

ইত্থাদ একা হয়ে গেল ইগনোসির বাহিনী। মারার মত আর একজন শক্তকেও ঘুঁজে পাওয়া গেল না। ইয়ালা ও গায়েক। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাদের ঝুঁগ।

ধূসরবাহিনীর আরু মাটি পঁচনবৰইজন অবিস্তু রয়েছে। গর্ভিত ওরা। মাথা উচ্চ করে আছে। আহকারে ঝুলে ঝুলে উঠেছে বুক।'

হাতে একটা জৰু হয়েছে ইনকাফুন। কাপড় ছিঁড়ে দ্রুত বেংধে নিয়ে ঘুরে তুলল। তাকাল তার আঘাতের বাহিনীর দিকে। উদাত পেল, গর্বে জুলজুল করছে চোখ।

'ছেলোর,' শান্ত গলায় তেকে বলল ইনকাফুন, 'আমাদের আজকেকে এই বীরুৎ গাথা হয়ে যাবে। যুগ যুগ ধৰে শৰণ করবে আমাদের নাতি। তাদের নাতিরা!' বলতে বলতেই স্যার হেনরিক ওপর নজর পড়ল তার। এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল তার আঘাতে। 'এক মহান লোক আপনি, ইনকুরু। অনেকদিন রেচেছি, অনেক যোকা দেখেছি। কিন্তু আপনার মত আরেকজন নজরে পড়েনি কখনও।'

এই সময় এগিয়ে চৰার নিশ্চে এল, দেন্তৱ কাছ থেকে। মার্ট করে রাজধানীর দিকে যাওয়ার পেল মহিষবাহিনী।

একজন লোক আলো ইগনোসির কাছ থেকে। আমাদেরকেও সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে ইগনোসি।

পা বাড়তে গিয়েই খেয়াল হল, ওপরে দেখছি না। চমকে গেলাম! বেংচে আছে তো। তাড়াতাড়ি তাকালাম এদিক ওদিক। ডানে শ'খানেক গজ মুৰে দেখা গেল ওকে। এক কুকুয়ানা যোকার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করছে।

ছুটলাম আমি আর স্যার হেনরি।

এক ল্যাঙ মেরে ওড়কে ফেলে নিল কুকুয়ানা যোকা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল ওড়। মাথা ঝুকে গেল পাথরে। এই সুযোগে একটা বৰ্ষা কুড়িয়ে নিল কুকুয়ান। দু হাতে ধৰে আঘাত হানল ওড়ের বুকে। একবার, দু'বার, তিনবার। থামল না। একের পর এক আঘাত করেই চলল।

আর বুবি বাঁচাতে পারলাম না ওড়কে। আরও জোরে ছুটলাম। আমার আগে আগে স্যার হেনরি।

পায়ের আওয়াজ অনেই ঘূরে চাইল কুকুয়ান। আমাদের দেখেই শেষ একবার আঘাত করল ওড়ের বুকে, পরক্ষণেই বৰ্ষা যেলে দিনে ঘূরে নিল দোত।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে ওড়। অনড়। চোখ বৰ্ষ। তার দু'পাশে গিয়ে বেসে পড়লাম আমরা দু'জন।

আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে চোখ মেলল ওড়। হাসল, মলিন হাসি। আইগ্রাস্টা হির হল হাসল দিকে। 'দার্মণ শার্ট হে, কোয়াটাৰমেইন। শুধু এটাৰ জন্যেই বেটে পেলাম।' বলেই জান হারাল সে।

শুধু এই তিনটা শার্টের জন্যেই এখন পর্যন্ত বেটে আছি আমারা তিনজনই। নিজের অজ্ঞাতেই একটা হাত চুক গেল কাপড়ের তলায়। নিজের লোহার শার্টের গায়ে হাত বোলালাম।

গুড়ক পৰীক্ষা করলেন স্যার হেনরি। কোথাও তেমন কোন মারাবক জখম নেই। গুড়ক চামড়ায় তৈরি একধরনের প্রেক্টাৰ নিয়ে এল ইনকাফুনের লোক। গুড়কে তাতে তুল বৰ্ষ নিয়ে চাল রাজধানীর দিক। আমরা ও চলাম সবে সবে।

শহরের বাইরে প্রধান ফটকে করবে সামনে অপেক্ষা। করবে মহিষবাহিনী। সঙ্গে ইগনোসি। তামের পিছনে রাখে অন্যান্য যোকারা। একজন দস্ত ডেতের পায়েয়েছে নতুন রাজা। বলে পাঠিয়েছে, শহরের ডেতের যারা আশ্রয় নিয়েছে, অন্ত কেলে আঘাতমৰ্গ করলে তাদের কাম করে দেয়া হবে। সবক্ষে ফটক খুলে দেবার আদেশ শেষে কেটে কাম করে দেয়া না। হা হয়ে খুলে গেল সবক্ষে ফটক। সবাব আগে চুকল ইগনোসি। মার্ট করে তার পেছনে এগিয়ে গেল সেনাবাহিনীর একটা দল। অন্যোরা সতর্ক হয়ে রাখল। পেলাম দেখলেই বাঁচিয়ে পড়বে।

কোপুল পেলামল হালে আলে স্যার হেনরি আমারা ও শহরে হাতে পড়েছি। দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আলে পৰাজিত যোকাদা। তাদের অস্ত সব পায়ের কাছে নামানো। নতুন রাজা সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত তুল স্যালুট করেছে জুলু কায়দানী। পরক্ষণেই মাথা নামানী নিয়েছে আমরা। লজায় চোখ তুলে তাকে পারেবে না।

মাক কামে দেজো। এসে ইয়ালার মাটির পায়ের সামনে দাঁড়াল মার্মা। বাড়ির আভিনা ফাঁকা বললেই চলে। ঝুঁতের দরজার সামনে টুলে বলে আলে ইয়ালা। উদ্মুত শির। পৰাজিয়ে চুক্ষি নেই দেহারায়। পাশে ইলের গায়ে দেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তার চাল আর কুঠার। পায়ের কাছে বসে আছে গাঁওল।

একে একে আমাদের সবাব এবং পৰাগ ঘুরে গেল ইয়ালার কম্বল। 'তারপর? আমাকে কি করা হবে?'

'আমাৰ বাপকে যা কৱেছিলে তুমি, অনেক দিন আগে,' ঠাণ্ডা গলায় জৰাব দিল ইগনোসি।

'মৰতে ভয় পাই না আমি। তবে আমি চাই রাজকীয় কুকুয়ান মৃত্যু। লড়াই কৰতে করতে মৰতে রাখে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি। কার সঙ্গে লড়বে, বেছে নাও তুমিই। আমাকে বাদ

দিয়ে। যুক্তক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও লড়ে না যাজা, জানোই।'

আরেকবার আমাদের ওপর নজর বোলাল টুয়ালার চোখটা। স্যার হেনরির ওপর গিয়ে ছির হল। ইনকুরু, একটু আগে যা তরু করেছিলাম, শেষ করার হাতে আছে? নকি ভয় পাইছ?

'না!' কড়গলাম বলল ইগনোসি। 'ইনকুরু লড়বেন না তোমার সঙ্গে!'

'ভয় পেলে আর লড়বে কি?' টেকারি দিয়ে বলল টুয়ালা।

কি বলছে, বুবিয়ে দিবাম আমি। তবে লাল হয়ে গেল স্যার হেনরির মুখ। দৃঢ়কষ্টে বললেন, 'আমি লড়ব!'

ফর গড়স সেক,' অনুময় করে বললাম, 'ওকাজ করবেন না। টুয়ালা এখন বেগেরোয়া!'

'আমি লড়ব!' হাতের ঢালটা সোজা করে ধরে কুঠার তুলে এগিয়ে গেলেন স্যার হেনরি।

'দেহাই, ইনকুরু,' ভাই আমার, অনুময় করল ইগনোসিও, ঘরেষ্ট লড়েছেন। আর দরকার নেই।'

'আমি লড়ব!' এগিয়ে জবাব স্যার হেনরি। বিভক্তে করে হাসল টুয়ালা। উঠে এগিয়ে এল। দীঘাল স্যার হেনরির সামনে।

সৃষ্টি পতিম আকাশে। অত মেতে বেশি দের নেই। লাল আলো পড়েছে দুটো বিশাল মানুষের গায়ে। তাদের বিচির সাজ আরও বিচির করে দুলেছে।

বাথে যেমেনে লড়ান বাধল। একে অন্যকে ঘিরে চক্র দিতে লাগল। কুঠার উচ্চিয়ে দেখে দু জানেই।

হাঁচাল কাখ দিয়ে এগিয়ে গেলেন স্যার হেনরি। কোপ মারলেন কুঠারের।

স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গেল টুয়ালা।

কোন কিছুত বাধল না স্যার হেনরির কুঠার। ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেলেন তিনি। স্যুগোলি নিল টুয়ালা। ঘূরেই গায়ের জোরে কুঠার ঢালল।

ধড়াল করে উঠল আমার ঝড়পিং। পেল, সব দেশ!

কিন্তু না। আশ্রয় দ্রুত গতিতে বী হাত তুলে ঢালের আড়ালে নিজেকে কুকিয়ে ফেলেনেন স্যার হেনরি। প্রচলের ক্ষেত্রে এসে ঢালে আঘাত আলু কুঠার। পুরোপুরি ঢেকাতে পারলেন না। এক পাশে একেবার কাত হয়ে গেল কাল। পিছলে নেমে এল কুঠারের ফলা। কাত হয়ে। আড়াভিভিভে লাগল স্যার হেনরির কাঁধে। ধারাল দিকটা রাইল একপাশে। আঘাতটা তার কাঁধের ফেলেন ক্ষম করতে পারল না।

টান মেরে আবার কুঠার তুলে নিল টুয়ালা। স্যার হেনরি ভালমত সোজা হবার আগেই আবার আঘাত হানল। এই আঘাতও ঢালে ঢেকিয়ে দিয়ে পাল্টা আঘাত হানলেন স্যার হেনরি।

এরপর ঢাল, আঘাত, প্রত্যাহারত। কেউ কাউকে লাগাতে পারছে না। কোনটা ঢালে বাধছে, কোনটা সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে বাধাস কেটে।

চূড়াও পর্যায়ে উঠে গেছে দর্শকদের উজ্জেব। টেক্টেয়ে সাহস দিলে সবাই স্যার হেনরিকে টুয়ালার কোন আঘাত এলেই উভিয়ে উঠেছে, শংকণ্যায়।

আরেকটা আঘাত টেক্টালেন স্যার হেনরি। ঢালটাটে কায়না করে একপাশে কাত করে পিছলে করে দিলেন কুঠারের ফলা। স্ফিলিমের জন্মে ভারসাম্য হাল টুয়ালা। একপাশে সামান্য একটু কাত হয়ে গেল। প্রচলে জোরে আঘাত হানলেন স্যার হেনরি।

পুরোপুরি ঢেকাতে পারল না টুয়ালা। ঢালে আঘাত হেনে পিছলে নিচে নেমে এল স্যার হেনরির কুঠার। ফলার একটা কোণা জোরে লাগল টুয়ালার কাঁধে। লোহার শার্টের জন্মে কাটল না তার কাঁধের চামড়া, তবে ব্যাথ পেল খুব। রাগে, মন্ত্রণার টেক্টেয়ে উঠে পাল্টা আঘাত হানল সে। কোপ লাগল স্যার হেনরির কুঠারের হাতলে। কেটে দুটুকরো

হয়ে গেল হাতল। শক্তি সম্বিলিত গুঞ্জ উঠল দর্শকদের মাঝে।

হাতার হেচে এক লাঙে এগিয়ে গেল টুয়ালা। চোখ বৃক্ষ করে ফেললাম। আবার খুলেই দেখলাম, খুলায় সুটালে স্যার হেনরির ঢাল। দু'হাতে পেছন থেকে টুয়ালার কোমর জাড়িয়ে ধরেছেন তিনি।

বাব বাব কাটকি দিয়ে ঘোরা চেষ্টা করেছে টুয়ালা, পারছে না। এক সময় ঘুরিয়ে টুয়ালার পার্মাটক কেলে নিলেন স্যার হেনরি। দু'জনেই গড়াগড়ি থেকে লাগলেন। একবার এ ওপরে, একবার ও। কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না।

হাঁচ বেরিয়ে এসেছে স্যার হেনরির হাতে। বিজ্ঞ সুযোগ পেলেও টুয়ালার বুকে বসাতে পারেন না, কিন্তু দিয়ে দিয়ে লোহার শার্ট। টুয়ালাও দুর্বারের কোপ বসানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

গঢ়াতে গঢ়াতেই এক সময় একে অন্যের কাছ থেকে সরে গেল। আগে উঠলেন স্যার হেনরি।

'কুঠার কেডে নিন!' টেক্টেয়ে উঠল এক দর্শক।

কুঠার মনে ধরল স্যার হেনরির। সঙ্গে সঙ্গে লাল নিলেন তিনি। টুয়ালা সোজা হওয়ার আগেই তার কুঠারের হাতল চেপে ধরে হ্যাক্কা টান লাগলেন। কিন্তু মোবের চামড়ার ফালি দিয়ে শক্ত করে টুয়ালার কারিতে বাধা আছে কুঠার। হিল না চামড়ার ফালি। টানের চোটে হ্যাক্কি দেবে এসে স্যার হেনরির ওপর পড়ল টুয়ালা। ধাক্কা মেরে তাকে কেলে দিয়ে পিছে পিছে পড়ে গেল।

কুঠার ছাড়লেন না স্যার হেনরি। আবার দু'জনে গঢ়াগড়ি থেকে লাগল মাটিতে। টানাটানে এক সময় হিড়ে গেল চামড়ার ফালি। দানাটানের শক্তিতে নিজেক টুয়ালার অনাদিন থেকে ছাড়িয়ে আবার নিল স্যার হেনরি। কুঠারের এখন তার হাতে। উঠে দাঁড়ানো। গালের কাটা থেকে রক গঢ়াতে সেলিমে মেরাল নেই।

উঠে পড়েছে টুয়ালাও। একটানে কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে উলতে উলতে এগিয়ে গেল স্যার হেনরির দিনে। ছুরিটা বাকাতে পেল তার বুকে।

লোহার কাটা না ধাক্কা হাতল প্রত্যক্ষ কুক থেকে ছুরি।

প্রথম মত টেক্টেয়ে উঠে আবার ছুরি ঢালল টুয়ালা। কিন্তু এবারেও কিন্তু দিল স্যার হেনরির লোহার শার্ট। আঘাতের প্রচ্ছতায় ধাক্কা থেকে এক পা পিছিয়ে যেতে হল তাকে।

কাজিতে ব্যথা পেয়েছে টুয়ালা। কিন্তু ছুরি ছাড়ল না হাত থেকে। বাগিয়ে ধরে আবার আঘাত হানতে এগিয়ে এল সে। আবার লক্ষ স্যার হেনরির গলা।

এককু সুস্থির হয়েছেন স্যার হেনরি। টুয়ালার গলায় লক্ষ ছুরি করালেন তিনিও। টুয়ালা ছুরি ঢালান কাজে আসতে পারে নি। কুঠারে একপাশে পারে নি।

দর্শকদের দিকেরে কাঁকে পেয়ে উঠল আকর্ষণ বাতাস।

লাল দিয়ে টুয়ালার কাঁধ থেকে উঠে এল যেন মুরটা, গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। উচ্চনিচৰে ঠোকর থেকে গঢ়াতে গঢ়াতে এসে ধামেল ইঞ্জিনিয়ার পায়ের কাছে। কাটা গলা থেকে কাটারার মত ছিটক বেরোতে রক। ধাক্কা এক সেকেও ছির দাঙিয়ে রহিল মুঝের খুঁট। তারপর ধাপস করে পড়ে গেল মাটিতে। কাটা গলা থেকে খুলে একপাশে ইচ্ছে করে পড়তে পারে।

স্যারদিন প্রত্যক্ষ ধূক গেছে। তার ওপর টুয়ালার সঙ্গে সাংবাধিক লড়াইয়ে একেবারে কাটিয়ে হয়ে পড়েছেন স্যার হেনরি। কাটারেই আস্থ্য ক্ষত থেকে পেছন থেকে টুয়ালার জোরে আঘাত করার চামড়া। তবে ব্যাথ পেল খুব। রাগে, মন্ত্রণার টেক্টেয়ে উঠে পাল্টা আঘাত হানল সে।

সেব সঙ্গে ছুটে এল লোকজন। পাখা আবার পানি নিয়ে আসা হল। চোখেমুখে পানির ছিটে পড়তে লাগল। বাতাস করতে লাগল কেউ। মিনিটখনেক পরেই চোখ

মেলনেন স্বার হেনরি। না, মারা যান তিনি, জ্ঞান হারিয়েছিলেন শুধু।

সূর্য ছবে গেছে। পঞ্চম দিগন্তে এখন শুধু লালের ছড়াভাটি। আর খানিক পরেই নামের অক্ষর। এগিয়ে গেলাম। ধূলায় ধূলিয়ে আছে এককালের গর্ভিত, মহাক্ষয়তা-শালী রাজার খতিত শির। কপালে বাধা চামড়ার বেটে এখনও তেমনি আটকে আছে হীরাটা। তেমনি জুলজুল করাব।

বেল্টসহ হীরাটা কাটা শুধু থেকে খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম ইগনোসির দিকে। 'এই না ও। এখন থেকে কুরুয়ানার রাজা হলে ভূমি। তবে সর্বধান, অন্যায় থেকে দূরে থাকবে। নইলে, ওই হৃষালার মতই ধূসৎ হয়ে যাবে একদিন।'

আমার হাত থেকে বেল্টটা নিয়ে কপালে বাধল ইগনোসি। জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অভ্যাসীর পতন হয়েছে। আর কোন ভূমি নেই তোমাদের।'

লালিম ও মুকুট থেকে পচিগঁথ থেকে। আবৃত্ত আধার নেমেছে লু শহরের ওপর। সম্প্রিলিত কল্পে জয়রণি উটেঙ্গ ইগনোসি। জিনাবাদ! নতুন রাজা! জিনাবাদ!

আমার কথাই ফলল শ্রেণ পর্যবেক্ষণ। দুরতে বেলাইলাম, আর দু'বার সুরোদূর দ্বৰতে পাবে না হৃষালা। পেশ না কিছি। তারাই মাটির প্রাণাদের সামনে ধূলায় পড়ে রইল তার খতিত লাশ।

তেরো

কুড়েতে যাবে নিয়ে আশা হল স্যার হেনরি আর গুড়েক। জ্বর থেকে রক্তক্ষরণে দুজনেই দুর্বল। আমার আবস্থা ও ভাল না। কাহিল তো লাগছেই, তার ওপর মাথার বাথা, সকালে যেখানটায় আঘাত হয়েছে দেখেছো।

আমাদের সেবার জন্মে নিয়োগ করা হয়েছে ফুলাটকে। বুনো লতাপাতা ছেঁচে রস করে নিয়ে এল সে। আত্ম জায়গাগুলোতে মাখিয়ে দিল। একটু আরাম লাগল।

বড় ফুটগুলোতে ভাল করে অ্যাক্সিপেস্ট মলম মাখিয়ে দিল গুড়। বাক্সে করেকপটা প্রক্রিয়া কুমল আছে। ওগুলো হিঁড়ে ব্যাজেতে বীর্বল।

মাঝের ঘন সুপ করে আমল ফুলাট। স্কুর্ট খনিকটা করে সে ঘন তরল গিলে নিয়ে তবে পড়লাম। ঘুমে জড়িয়ে আসেছে চোখ। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। প্রিয়জনের মাঝে দিছেন, মারুয়াজন। আর আমার আহুতি শরাবের বাথার ভাল ঘুম হল না।

সকালে আমাদের দ্বেষে পালকের কান্দা। পালকের রাজকীয় মুকুট এখন শোভা পাচ্ছে তার মাথার। একজন বডিগার্ড নিয়ে কুড়ের ভেতে কুকল। উটে বসলাম কোম্পনের হেলে বললাম, বাগতম, মহামান্য রাজা।

'খামোকা লজ্জা দিছেন, মারুয়াজন। আপনাদের কাহাই আহুতি রাজা নই, ছেটি ভাই। আপনার সাহায্যের হাত বাঢ়িয়ে না লিপে রাজা হতে পারতাম ন কোনদিন।'

'তারগর?' কথা ঘূরিয়ে দিলাম। 'ভাজোর ব্যব কি?'

খবর জানাল ইগনোসি। সব ভালই চলছে। আশা করছে, আর সঙ্গাহ দূরের পরেই বিরাট ভোজের আকাশে পারবে। সর্বসমক্ষে অভিহেক অনুষ্ঠান হবে।

গঙ্গের খণ্ড জিজ্ঞেস করলাম।

শুভ্রদণ্ড দেব, 'ভাবৰ দিল ইগনোসি।' গাগুলের বায়েস করে কেউ জানে না। কখন বৃত্তি হয়েছে সে, এটাই জানে না কেউ। সব শয়তানীর মূলে ওই ডাইনীটা। ডাইনী শিকারের শিকা দেয় সে-ই। ডাইনী শিকারি বৃত্তিগুলোকেও ব্যতম করে দেব। ওগুলো দেশের অভিযাপ।'

'নিচ্য জানেশোনে অনেক বেশি গাগুল,' মন্তব্য করলাম।

'হ্যা, চিন্তিত দেখাচ্ছে ইগনোসিকে। 'উজ্জ্বল পাথরের সংকান্ত জানা আছে তার। পাথরের কথা আমি জুলনি, মারুয়াজন। ভাবছি, গাগুলকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখব কিম। আপনাদের কথ পথে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

বিন্দু আমাদের শরীরের যা অবস্থা, এখনি আরেক অভিযানে রওনা দেবার কথা ভাষ্টেও পরাই না।

আরও খানিকক্ষণ এটা গুটি আলোচনার পর বিদ্যম নিয়ে চলে গেল ইগনোসি।

গুড়ের জ্বর হয়েছে। পুরো চৰ-পাঁচদিন অবস্থার অবস্থণ্ঠ ঘটল আরও; আমি নিচিত, মারা যাচ্ছে গুড়। স্যার হেনরিও আমার সঙ্গে একমত। মন খুবই খারাপ হয়ে গেছে আমাদের।

ফুলাটার ধারণা অন্যরকম। তার বিশ্বাস, কিছুতেই মরতে পারে না বুরুয়ান। দিনশরণ অক্ষত সেবা করে যাচ্ছে গুড়ের।

ফুলাটার কথা সত্ত্ব প্রমাণিত করার জন্মেই যেন বেটে গেল গুড়। পথম রাতে জ্বর ছেড়ে দেব। সে রাতে মারার মত ঘূমাল সে। সারাটা রাত তার পাশে জেগে বসে রইল ফুলাটা।

আঠারো ঘণ্টা একটানা ঘূমাল গুড়। জেগে উঠেই জানল, খিদে পেয়েছে। খেলও রাখ্যের মত। বুরুলাম, বিপদ কেটে গেছে। হাসি ফুটল ফুলাটৰ মুখে।

এ দিন কয়েক পরেই অভিবেক অনুষ্ঠান হল ইগনোসির। ভাজোর সব লোক হাজির হল অনুষ্ঠানে।

সেনিন কিলেকে ইগনোসির সঙ্গে দেৰা করে জানালাম, এবার বেরোতে চাই। সলোমনের পথ কোথায় নিয়ে শেষ হয়েছে দেখতে চাই। সভিত্ব কোন খবি আছে কিম, ওগুণ আছে কিম। আমিরকির করতে চাই।

'মারুয়াজন,' বলল ইগনোসি, 'আমার আপত্তি নেই।' এই কিন্দেন আরও অনেক কথা জেনেই আমি। 'তিন ডাইনি' নামে একটা পৰ্বত আছে। একটা এন্দেশের রাজাগুড়াদের কর। ওহার কাছাকাছি একটা গুটির খনি আছে। বানির আশপাশেই কোথাও আছে একটা গুণকুম। ওই কক্ষের সকান এখন গাগুল ছাড়া আর কেতু জানে না। শোনা যাব অনেক অনেকবিন অংগে পৰ্বত পেরিয়ে এসেছিল এক সামা মানুষ। এসেছিল এক মেয়েমানুষ পথ দেখিয়ে ওই কক্ষে নিয়ে যাব তাকে। লুকিয়ে রাখা শুধু নম্বে দেখাব। কিন্তু ওই শুধুমান দেখাব। কিন্তু এই শুধুমান দেখাব। দেশের রাজাকে জনিন্দা দেয় সব কথা। সামা মানুষটাকে পৰ্বতে ওগুনে দেখিয়ে আসে রাজা।'

'কাহিনী সতি, ইগনোসি। সামা মানুষটাকে ঝুমি ও দেখে, পৰ্বতের শুহুর।'

'হ্যা, মারুয়াজন, কিলেই বলেছেন। এই লোকই ভাড়া থাওয়া সামা মানুষ। আপনারা যদি ওই গুণকুম খুঁটে পান, আর সভিত্ব ওখনে থাকে পাথরগুলো...'

'আছে। এটাই তার প্রমাণ,' আহুল তুলে ইগনোসির কপালে বাধা হৃষালার হীরাটা দেখালাম। 'ওই গুণকুম পেকেই এসে পাথরগুলো।'

'হ্যানি এখনও থাকে, যত খুশি নিয়ে যাবেন আপনারা। অবশ্য, যদি এই ছেটি ভাইটকে ছেড়ে মেটে মন চায় আপনাদের।'

'অংগে কঢ়েটা তো দেখে আসি, আরপর অন্য কথা ভাবা যাবে,' বললাম।

'হ্যানি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে গাগুল।'

'হ্যানি দে রাজি না হয়ে।'

'তাহলে মরবে,' কক্ষের গলা ইগনোসির। 'আপনাদেরকে পথ দেখাবার জন্মেই এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি তাকে।' একজন লোক কেবল গাগুলকে নিয়ে আমার ছুরুম দিল সে।

কয়েক মিনিটের ভেতরই এসে হাজির হল গাগুল। দু'জন প্রহরী দু'দিন থেকে ধরে

নিয়ে এসেছে তাকে।

'তোমার যাও, অভ্যন্তরের বেরিয়ে যেতে বলল ইগনোসি।

গান্ধুলকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলল ইগনোসি। ধূধ করে বলে পড়ল গান্ধুল। হেঁড়া করবলোর একটা বাজি থেকে দেন তেরে আছে সাপের মত ঠাণ্ডা চকচকে দুটো ঢোক। 'শোন, হারামি বৃত্তি,' কর্তৃপক্ষ গান্ধুল বলল ইগনোসি, 'গুণকর্কটা টিনিয়ে দিতে হবে আমাদের। ওই যে, খেখনে আগে উজ্জ্বল পাথর।'

'হ্যাঁ! হাসল ডাইনোটা! টিং টিং করে বলল, 'কখনও না! খালি হাতে তারার দেশে খিলে যাবে সাদা ইনসিগনিয়াল।'

'তোকে বলতে বাধ্য করে আমি, ডাইনো বৃত্তি।'

'গারবে না। তোমার সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেখতে পার। সত্যি কথা বেরোবে না আমার মুখ থেকে।'

'মরিব তাঙ্গে।'

'মরব!' তাঙ্গ গলায় টেঁচিয়ে উঠল গান্ধুল। 'কে মারবে আমাকে? কার একবড় শুকের পাটা!'

'আমার, 'উঠে শিয়ে একটা বর্ণ নিয়ে এল ইগনোসি। 'দেখ, আমার শুকের পাটা বড় কিনা!'

বর্ণার মাথাটা জ্যাঙ্গ কল্পের বাজিলের ওপর নামিয়ে আলন ইগনোসি। গান্ধুলের পশ্চিমে অলঙ্কুরা দেন করে ত্বকে গেল বর্ণার তীক্ষ্ণ ফলা। চামড়ায় ছেন হতেই টোঁচিয়ে উঠল বৃত্তি। এক লাগে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পা দিয়ে দেলে আবার তাকে ফেলে দিল ইগনোসি।

সাপের মত ঢেকেজোড়া ছির হল ইগনোসির চোখে। বুরুল গান্ধুল, নজন রাজাকে ভয় দেখিয়ে নিজে করা যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে টোঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিয়ে যাব ওদের। কিন্তু শুধু সাদা মাঝেয়ারাই আমার সঙ্গে কক্ষে চুকন্তে, আর কেউ নয়। কোন কুরুক্ষুনা চুকন্তে পারবে না ওবানে। অভিশাপ পড়বে তার ওপর।'

তামনের মত ঢেকেজোড়া ছির হল ইগনোসির চোখে। বুরুল গান্ধুল, নজন রাজাকে ভয় দেখিয়ে নিজে করা যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে টোঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিয়ে যাব ওদের। কিন্তু শুধু সাদা মাঝেয়ারাই আমার সঙ্গে কক্ষে চুকন্তে, আর কেউ নয়। কোন কুরুক্ষুনা চুকন্তে পারবে না ওবানে। অভিশাপ পড়বে তার ওপর।'

তিনিদিন পর, সাঁবের বেলা এসে পৌছুলাম তিন ডাইনোর পাদদেশে। কয়েকটা কুঠে রয়েছে এক জায়গায়, ঘালি। রাজাদের কবর নিতে এলে ওই কুঠেগুলো ব্যবহার করা হয়, বানিয়ে রেখেছে কুরুক্ষুনা। ওই কুঠেগুলোতেই কাম্প করলাম আমরা।

আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছে ইনফার্নস, ফুলাটা, কয়েকজন প্রহরী, আর অবশ্যই গান্ধুল। অনেক দূরের পথ। এতখানি হেঁটে আসা সঙ্গে নয় গান্ধুলের পক্ষে। ছলিতে করে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে।

আগামীদিনই উত্তরকে চুকন্তে যাচ্ছি। অবশ্যে সেই রহস্যময় খনির ঘারে পৌছেই আমরা। উত্তেজনা ভাল দূর হল না সে-রাতে।

সকলে উঠে রওনা হলাম।

আমাদের সামনে চওড়া এক সাদা ফিতের মত বিছিয়ে আছে সলোমনের পথ। ধীরে ধীরে উঠে পেছে ওপরের দিকে। মাইল শাঁকে এগিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পিয়ে শেষ হয়েছে।

একটানা দেড় ঘণ্টা হেঁটে বিশাটি এক গুর্তের কাছে পৌছুলাম আমরা। খাতিনেক গজ গজি, মুখের বেড় আধ মাইলের কম হবে না।

সলোমনের গুণ্ডার দিকে আঙুল তুলে সার হেনার আর গুড়কে বললাম, 'ওটাই সলোমনের বলি।'

পর্টেটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। গুর্তের দু'ধার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার এক হয়ে গেছে, দেখেই গিয়ে পাহাড়ের গোড়ায়।

আবার এগিয়ে চলাম আমরা। পথের শেষে কি আছে, দেখতে হবে। দূর থেকেই চোখে পড়েছে, আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে অসূত বুরু। আরেকটু কাছাকাছি হচ্ছে তিনিলা জিনিসগুলো, তিনটে মুর্তি। পাথর কুড়ে তৈরি। কুরুক্ষুনাৰা এমন নাম রেখেছেন নির্বাক দে।

সলোমন বিশ ফুটের কম হবে না একেকটা। মায়েস্টো দেবীর মুর্তি। মাথায় একটা অসূত মুর্তু বসানো। মুর্তুটোর দু'দিকে দুটো শিং। অন্য দুটো শূরু পূরুষ দেবতার। সাধ্যাতিক নিষ্ঠারূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুর্তিগুলোর বিলক্ট চেহারায়। কেন এটা করল প্রাণী শিল্পী, বুরুতে পারাম না।

আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল ইনফার্নস, বর্ণ তুলে স্যালুট করল মুর্তিগুলোকে। আমাকে জিজের করল, 'মালিক, এখনি আগনীরা কবরে চুকন্তে চল? না দুপুরের বাধাটা সেবেই যাবে?'

গান্ধুল তুমি তুমি চুকন্তে ইচ্ছুক; তাই আর দুপুরের অপেক্ষা করতে চাইলাম না। বরং খাবাগুলো সবস নিয়ে নেব। গুহায় বসেই থাক্কা যাবে।

তুলি থেকে নামল গান্ধুল। একটা বৃত্তিতে কিছু বিলাট আর দু'পাত্র পানি তুলে নিল ফুলাট। রওনা হলাম আমরা।

সলোমন দেয়ালের মত কাঁচা উঠে গেছে পাথরের পাহাড়। আশি-পাচশি ফুট উঠে তালু হয়েছে। তিন হাজার ফুট উচ্চে রেখে বাল্পল করতে বরকের চূড়া।

থেমে গেল গান্ধুল। ফিরে চালিল। তার বুর্খসত মুখ শয়ালীন হাসি ফুটেছে। 'তারপর, তারার মাঝেবো,' এক টি করে বলল সে, 'মহান যোগা ইনফার্নস, বুগান, জামী মাঝুমাজুন, তোমার তৈরি তো? রাজার বাল্পল সে, তামাদেরকে উজ্জ্বল পাথরের ঘাঁটি দেখাবে নিয়ে হবে। দেব। সত্যিই যাবে তো ভেতরে?'

'আমারা তৈরি,' প্রাণীর হয়ে বললাম।

'বেশ, বেশ। মন শক্ত করে নাও। ভেতরে চুকন্তে আবার ভয় পেয়ো না বেল। বেইমান ইনফার্নস, তুমি এস।'

'না, ওখানে আমার কোন দরকার নেই,' থম্বথম্বে মুখ ইনফার্নসে। 'কিন্তু গান্ধুল, কথা আবেক্ষণ ভালমত বলে আমার মালিকদের সঙ্গে। ওদেরকে তোমার দায়িত্বে ছেড়ে দিলাম। যদি একটা চুল্প ও হেঁচে কাঁও, তোমার কারণে, তুমি যতক্ষেত্রে তাইনীই হও না বেল।' আমার হাত থেকে পার পারে না। 'বুরুবা?'

'নিন্দ্য, ইনফার্নস। তোমার বড় বড় কথা বুবাৰ না? বাকাকালৈই নিজের মাকে শায়িয়েছ, আমাকে শাসনে এতে আর দোষ কি? কিন্তু আমাকে তো দেখিয়ে না। গান্ধুল কাউকে ডয় পায় না।' নিজের পশ্চেমের পোশাকের ভেতর থেকে একটা ছেট তকনে একটা শার্পের কাঠি দের করে ছুবিয়ে দিল পাত্রের তেলে। আমার সপ্রথা দৃষ্টি দেখে বলল, 'চেরাগ।'

ফুলাটা, তুমি যাবে তো? ভাতা ভাতা কুরুক্ষুনাতো জিজেস করল গুড়।

তামেলে থাক, বৃত্তিটা নাও, হালি বাড়াল গুড়।

'না, মালিক। আপনি থেকেনে যাবেন, আমি ও বার।'

ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে। তবে আপে থেকেই বলে রাখিছি, বিপদ হতে পারে।'

'আর দেরি করে কি হবে? চল যাই,' বলেই পা বাড়াল গান্ধুল। চুকন্তে পড়ল অক্ষকার

ওহার।

চুকলাম আমরাও। দু'পাশে হাত বাড়িয়ে অনুমান করলাম, বেশি চওড়া নয় ওহাটা। দু'জন লোক পাশাপাশি ইটতে পারে। আমাদের আরও তাড়াতাড়ি ইটতে বলছে গালগুল। তার টি কি ওভে অবসরণ করে চলোছ। কেমন যেন তার ভয় লাগছে। হাঠাং খসখস শব্দ উঠল, একস্থানে অসেক ডানারে।

'বাগের! মুখে জান কিসে বাড়ি মারাল! হাঠাং বলে উঠল গুড।'

'বাড়ুড়,' বললাম। 'এগেগে।'

পরশ্বক কদম মত একটু হালকা মনে হল অঙ্ককার। মিনিটখনেক পরেই এক অস্তুক জায়গায় আবিকার করলাম নিজেকে। ভারি চমৎকর দুশ্য।

একাও এক কষ্ট। জানালা নেই, কিন্তু আবছা আলো আসছে উপর থেকে। হয়ত ধূমকের মত বাঁকা শ্যাফট দিয়ে ছাত থেকে বাইরের খোলা বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ওগেই আসছে আলো। দেখো যায়, বিশাল এই ওহা মানুবের তৈরি হতেই পারে না।

পুরু ওহাটার এখানে ওখানে ছোট বড় থাম। পথগুলের নয়। দেখতে বরকের মত, আসলে ক্ষুণ্ণগামাই। কোন কোনটার গোৱা বিশ ফুট মোটা, ধীরে ধীরে সুর হয়ে একেবারে ফুট উঠ ছাত হতে গিয়ে কেমন কেমন। ছাতে পেকে সোটা ফোটা হৃন মেঘে পানি পড়ে সৃষ্টি করছে ওই থাম। এখানে ওখানে পানি করছে তখনও, নতুন থাম তৈরি হচ্ছে। দুই-তিনি মিনিট পর পর পড়েছে একটা কেনে ফোটা। এই হারে পানি পড়ে কৃত শত বছর দেশের একটা থাম তৈরি হচ্ছে, দুর্ধর্ম জানেন!

আরও দেখার জন্য ছিল, কিন্তু গালগুলের তাড়াহচড়োর জন্যে পারলাম না। ঠিক করলাম, ফেরার পথে দেখব।

গালগুলের পিছু পিছু এগিয়ে ওহার অন্য প্রাণে এসে দোঁড়ালাম। ছাত আর মেঝে অনেকে কাছাকাছি হয়ে এসেছে এখানে। সামনের দেয়ালে আরেকটা চৌকেণ ওহামুখ।

শুন্দি দেবতার ওহার চুক্তে তোমারা তৈরি তো, সাদা মানুষ! নাটকীয় ভঙ্গতে বলল গালগুল। আমাদের তার দেখাতে চাইছে।

'এগিয়ে থাম,' গলার সব নির্বিকার রাখার চেষ্টা করল গুড। ডয় যে পাঞ্চ, বোঝে তাই হৈ না, আসলে। আমরা কেউই চাইছি না, ফুলাটা ছাড়া। ওডের বাহু আকড়ে ধূরে আছে সে।

অক্ষর দ্বারপেটে ভেতে উকি দিয়ে দেখে এলেন স্যার হেনরি। 'বোৰা যাচ্ছে না, কি আছে তেরে?। নিমিন্নের ফার্স্ট। কোর্টেরভোরেইন, আপনিই আপে ছুনুন।' স্বার্থপের মত বললেন স্যার। সরে পথ হেঁচে দিলেন আমাকে। কি আর করব! কুকলাম গালগুলের পিছু পিছু।

ঠক-ঠক। ঠক-ঠক। বৰ্ক প্যাসেজে কানে বৰ্ক বেশি বাজাহে পাথরের গায়ে গালগুলের লাঠির শব্দ। লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ওই শব্দ ওনে ওনেই তাকে অনুসরণ করে চলোছে আমরা। অস্ত একটা বিছুর হোয়া রায়েছ যেন বাতাসে। সোটা নি, বলে ঠিক বোঝাতে পারব না।

বিশ কদম হেঁটে আরেকটা কক্ষে এসে কুকলাম। আবছা আলো আছে এখানেও, তবে প্রথম ক্ষেত্রে চেরে কুম। আকারেও ছেষ এই ওহাটা। পরশ্ব বাই তিনি বিশ ফুট, উচ্চতা বিশ ফুট মত। আলো খুবই কম। ঘর জড়ে বিশাট এক পথেরে টেবিল রয়েছে, আবছামত চোখে পড়ছে। টেবিলের এক প্রাণে বসে আছে বিশাল এক মূর্তি। আরও সব ছোট মূর্তি বসে আছে টেবিল ঘিরে। ধীরে ধীরে অঙ্ককার সয়ে এল চোখে। আরও পরিকার দেখতে পেলাম সবকিছু। ছুটে বেয়িয়ে যেতে চাইলাম। ধরে ফেললেন আমকে স্যার হেনরি।

সামুর জোর মোটামুটি শক্তই আমার। আধিভৌতিক কেনে কিছুতেও বিশ্বাস নেই। কিন্তু এখানে যা দেখালাম তাতে বীরতিমত আধিভৌতিক হয়ে পড়েছি।

টেবিল ঘিরে বসে থাকা মূর্তিগুলো কি, স্যার হেনরিও যখন বুকাতে পারলেন, নিজের জাজাই হেঁচে দিলেন আমাকে। হাতের উল্লো পিঠ দিয়ে কপালের ধাম মুছলেন।

বিড়বিড় করে কি যেন বলছে গুড, হয়ত স্থৰবরকেই ডাকছে। তীক্ষ্ণ চিকিৎসা দিয়ে উঠল ফুলগুটা। অক্ষে দু'হাতে জড়িয়ে ধূল গুড়ের গলা, তার বুকে মুখ কুকাল।

আমের হি-হি করে টেনে টেনে হাসলো লাগল গুড়ের গুলি।

টেবিলের এক প্রাণে আর আছে বিশাপদীয়া এক লোকের কক্ষাল। পমেরো-বোলো ঝুটোর কম উঠ হবে না। বিশাট একটা আসেগাই ছুটে মারার ভঙ্গতে তুলে রেখেছ। আমাদের দিকেই যেন তাকিয়ে আছে শূন্য কোরতগুলো, বীতৎস হাসি হাসে সেগুলো।

'এত বড় মানুষ ছিল।' বিড়বিড় করলাম আর পনমনেই।

'ওজলা কি?' টেবিল ঘিরে বসে থাকা মূর্তিগুলো দেখিয়ে জিজেস করল গুড।

'আর এটাই বা কি?' টেবিলের মাঝখানে বসে থাকা বাদামী বুকুটা দেখিয়ে বললেন স্যার হেনরি।

'হিং হিং হিং! হাসে গালগুল। মুহূরেবার শাপ্তি নষ্ট করতে যারা আসে, তাদের নিতার নেই। হিং হিং হিং! স্যার হেনরির দিকে ঢেয়ে ডাকল। 'এস ইনকুরু, দুর্বল যোক, এস, দেখে যাও এটা কি! এস! 'হাতসবর আঙ্গুলে তাঁর কেটেরে ঘৃল খামে ধূল রেখাল ডাইনাটা। টেনে নিয়ে চলল বাদামী বুকুটুর কাছে। আমারাও চলালাম সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে এখন আরও বীরসে, আরও কাটা গুলোর দেখাতে।

কাছে পিয়ে বুকুটা ভালমত একবার দেখেই চকমে উঠলেন স্যার হেনরি। অস্তু একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। স্তু পিয়েরে গেলেন এক পক।

আমারাও বেরোল বুকুটা। টেবিলের ওপর বসে আছে একটা উল্লস খতিত ধূল। কোলের ওপর রাখা তার মাথাটা। যাদ-গলার মাঝ কুঠকে ইঞ্জিনারেক নেমে পেছে, মাঝখান থেকে তেলে বেরিয়ে আছে মেরিনগুরে হাতু। বিশাল দেহ, বিশাল ভূঢ়ি। ট্যুলার কেখন আরও বীরসে, আরও কাটা গুলোর দেখাতে।

টুপাটুপ টুপাটুপ। ট্যুলার কাটা গুলোর বারে পড়েছে পানি। ইতিমধ্যেই চুনের হালকার একটা সুর জমে পেছে, ঢেকে ফেলেনে লাশটাকে। কালোর ওপর সাদা চুন, বাদামী দেখাচ্ছে এজনেই। খতিত লাশটাকে স্ট্যালাগমাইটে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এভাবেই।

চাকিতে টেবিলের চারধারে বসে থাকা মূর্তিগুলোর দিকে আরেকবার ঢোখ বোলালাম। এবার আর বুবুতে অসুবিধে হল না। ওগুলো এখন স্ট্যালাগমাইট, কিন্তু এককালে ওরাও রাজা ছিল বুকুয়ানদের। মৃত্যুর পর এই ওহারায় এমন স্ট্যালাগমাইট বানিয়ে রাখিতে পারেন নেই। কিন্তু এই মৃত্যুটি এখন আভেরে বাসিয়ে রাখা হচ্ছে মৃত্যুদেবতা। কিন্তু এই মৃত্যুর বয়েস এক, তাতে কেনে সন্দেহ নেই। হঁ, বুবুছি। ওহার বাইরে বাসিয়ে রাখা হচ্ছে জুক দেখাত। কোঠহলু দস্য-তক্ষরকে ডয় দোখয়ে ওহার ঢোকা প্রতিরোধের জন্মেই এ ব্যবস্থা। বাইরের তিনি মৃত্যুকে অবহেলা করে যদি কেউ এখন অবধি মৃত্যে পড়েও, আবছা অঙ্ককারে এই বৰ্ষাহাতে কক্ষালকে দেখে তিড়িয়ি থাবে। পালাবে সঙ্গে সঙ্গে।

আমিও তো তাই করতে যাচ্ছিলাম। সলোমনের রক্তক পাহাড়া দিলে আসলে শৃঙ্খলগুলো। নীরের বীভূতিতায় আতঙ্গিত করে যুগ যুগ ধরে তাড়িয়েছে অনধিকার প্রবেশকারীকে। তারপরে কোন একদিন কোন দৃঢ়সহস্রী কুরুয়ান এসে চুকে পড়েছিল এই ঘৃহায়। ফিরে গিয়ে সব বলেচে। রাজা হয়েতো শথ হয়েছে দেখার। এসে দেখেছে। জায়গাটোকে নিজের হিসেবে কজন্ম করে যথেষ্ট খুব ভাল লেগেছিল তার। হয়ত এর পর থেকেই এই ঘৃহটা নির্বিচিত হয়ে আছে কুরুয়ানা রাজাদের শেষ অগ্রয়হুল হিসেবে। ব্যুৎপন্নের গুহার নামকরণ সাক্ষক করে তুলেছে এই রাজাৰ।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভয় দেলে গেল। আর এখানে দেরি কৰার কোন মানে নেই। আসল জ্ঞানগুর যাওয়া নামকরণ। গাণ্ডল কই?

টেবিলের ওপর উঠে গেছে গাণ্ডল টুয়ালার কাছে গিয়ে বসেছে। অস্তু অঙ্গভঙ্গি করছে, আর বিড়বিড় করে কি যেন বাবে। কথা বলছে মেন জাপানীস সঙ্গে।

ডাকলাম, 'গাণ্ডল, উঠে এস। যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এবার আসল জ্ঞানগুর নিয়ে চল।'

বুকে টুয়ালার কাটা মাথায় যুম খেল ভাইন্টো। তারপর উঠে এল ওখান থেকে। হি হি করে হাসল আমার ম্যেন ওরে। 'মালিককে কি ভয় পেয়েছেন?'

অস্থয় হয়ে উঠেছে ভাইন্টোর কাঙাকেরখানা, গা জুলে গেল ওর হাসিতে। 'নুতোর, মুকুট করেছে তুর ভয়ে।' জানিবেন নিয়ে চল আমাদের।'

'বেশ, মালিক, ভয় না পেলেই তাল।' টেবিল থেকে নামল গাণ্ডল। মুকুটোর ফেনে চলে গেল। 'এই যে, এখানেই আছে সেই ঘৰ। বাতি জাল, মালিক যাও, ভৱেরে যাও।' তেলের প্রাত্রিটা আমার পায়ের কাহে নামিয়ে রেখে দেয়ালে হেনাল নিয়ে দাঢ়াল সে।

পকেট হাতড়ে দেশশ্লাই বাব করলাম। মাত্র কয়েকটা কাঠি অবশিষ্ট আছে। একটা কাঠি জেলে ভকনো শরের কাঠিত আগুন ধৰালাম। জুলে উটল অস্তু প্রদীপ। ছান আলোয় আলোয় দিকে চাইলাম। কিসু কই? দুরজা কই? নিরেত পাথরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল দন্ত!

শ্বেতামুণি হাসি হাসল গাণ্ডল। আলোয় চকচক করছে সাপের মত ঠাণ্ডা চোক্সেটো। 'দুজা ওখানেই, মালিক।'

ফ্রাজেনো 'বক করে তোমার!' ধৰে উটলাম কঠোর গলায়।

'না, মালিক, মকরা কৰছি না। সত্যি আছে,' আছুল তুলে আবার পাথরের দেয়ালের দিকে দেখাল সে।

আলোটা তুলে আরও দু'পা এগিয়ে পেলাম। কিসু কই দুজয়া। হাঁচাই দেখতে পেলাম। ধীরে বেগে নিচের দিক থেকে উঠে যাচ্ছে পাথরের দেয়াল। ওপরের একটা নিসিট ঘারের ভেতরে চুকে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কি করে চাল করা হল, বুঝতে পারলাম না। কোথাও বুঁ সাধারণ একটা লিভার লুকোনা আছে নিচয়, গাণ্ডল জানে। চেপে দিয়েছে ওই লিভার।

দেখতে দেখতে বিবুট হাঁ করে ফেলল যেন পাথরের দেয়াল, মুখগ্রহণের ভেতর কালো অক্ষরকা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছি। সত্যি ওপাশে আছে শুঙ্খনের স্তুপ? আর যিনিট দুরেকে ভেতরেই জানতে পারব!

'চোক, তারার ছেলেব,' দুরজার সামনে এসে দাঢ়াল গাণ্ডল। চুকে যাও ভেতরে। তবে বাড়ি গাণ্ডলের কথা বলে নাও আগে। খনি থেকে তুলে কে এখানে এনে রেখেছে উজ্জ্বল পাথরগুলো, কেই বা পাহাড়ায় বসিয়েছে দেবতাদের, জানি না। তারপরে হাঁচা করে কেনই বা আবার তারা চলে গেছে এখান থেকে, তাও জানে না কেট। তােকে এরপর অনেকেই চুকেছে এখানে, উজ্জ্বল পাথরগুলো নিয়ে যেতে চেয়েছে। পারেনি। অনেকে বছর আগে, পর্বতের ওপার হতে এসেছিল এক সাদা মানুষ। তাকে ভালভাবেই

নিয়েছিল তখনকার রাজা, মেহমান হিসেবে জ্ঞানগা দিয়েছিল। ওই যে, রাজা বসে আছে ওখনটাৰ, 'আঙুল তুলে টেবিলের এক ধারের একটা মুর্তি দেখাল সে।' রাজেরই এক মেয়েমানুষৰ জানত এই শঙ্গ কক্ষের রহস্য। সাদা মানুষতাকে সে নিয়ে আসে এখানে। পাথরগুলো দেখাল। ছাগলের চামড়ার একটা বোলার পাথর ভৱে নেয়ে লোকটা। হাঁচা একটা বড় পাথর পেরিয়ে গিয়ে তুলে লিল গোটা। 'হালে গাণ্ডল।

'তারপর?' জানতে চাইলাম। 'কি হল বা সিলজেজুরা?'

চট করে চাইল আমার দিকে বৃড়ি। 'নাম তুমি জানলে কি করে?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজেস কৰল সে। 'আমাকে জ্ঞাবাৰ দেবৰা সহ্য না দিয়েই আবাৰ বলে চৰল, 'কেউ জানে না, তার বিহু হয়েছে।' যাই বাপি পাথরটা তুলল সে। হাঁচে কি কাৰণে জানি ভয় পেয়ে হাত থেকে বোলা কৈলে দিয়ে ছুটল। নিয়েয়ে পেল বুঝ যেকে। পাথরটা তাৰ কাছ থেকে কেতে নিয়েছিল রাজা। ওটাই ছিল টুয়ালার কপালে, এখন ইঞ্জনোসিৰ দখলে।'

'এৰপ আৰ কেউ এখানে এসেছে পাথরের জনো?'

'না। তোমারাই এলে। এস, যাই।' বাতিটা হাতে নিয়ে দুরজা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল গাণ্ডল।

'বড় বেশি বাজে বকে!'' বিবুকি কৰল গুড়ের গলায়। 'আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না ওই শৰমণী বুড়ি!'' বলে ফুলাটাৰ হাত ধৰে টেমে নিয়ে দুরজার ওপাশে চলে গেল সে।

অমি আৰ সাৰ হেনৱিও চুকলাম। ওপাশে একটা প্যাসেজ। গাণ্ডলকে অনুসৃণ কৰে এগোলাম।

কয়েক গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফুলাটা। জানাল, তাৰ শৰীরটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন মাথা দুৰছে, জান হায়িয়ে ফেলতে পারে যে-কোন সম্ভৱ। বানিককল বিশ্রাম নিতে চায়। ওখানেই একটা পাথরে ওপৰ তাকে বসিয়ে রেখে এগিয়ে পেলাম আমাৰ।

পেলোৰ কদম এগিয়ে দেখাল একটা পাথরে দুরজার সামনে এসে দাঢ়ালাম। রং কৰা কাঠের দুরজা। শুলু আছে হৈ হৈয়ে। চোক্সেটোৰ কাছেই মেলেতে পড়ে আগে কাগজের চামড়াৰ একটা বাগ। পেটে কোলা। ভেতরে কিছু আছে।

নিছ হয়ে ব্যাপটা তুলে নিল উড়। ভাৰি। 'মনে হয় হীৱাই আছে!' ফিসফিসিয়ে নিজেকী যেন শৌলন কোল।

'চোক, ভেতৱে চোক,' আৰ্দ্ধে মনে হচ্ছে স্বার হেনৱিকে। 'এই যে, বৃড়িমা, দাও, বাতিটা দাও আমাৰ হাতে।' গাণ্ডলৰ হাত থেকে বাতিটা নিয়েই দুরজার ওপাশে চলে গেলোৰ তিনি।

তাৰ পিছু পিছু আমাৰও চুকে পড়লাম আৱেক দৰে। উত্তেজনায় ভুলেই গেলাম হাঁচের হাতের ব্যাগটাৰ কথা।

গাল খুঁতে তৈরি হয়েছে এই ঘৰটাও। ছোট, পনেরো বাই পনেরো কুণ্ঠ। একদিকে সুন্দৰ কৰে তাৰ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে হাতির দাত। এত সন্দৰ দাত আগে কখনও দেখিনি। চাৰ-পাচশো দাত রংয়ে। ওশ ওশগুলো নিয়ে যেতে পাৰলৈছি একজন মানুষের স্বারা ভীৰুনে আৰ খাওয়া পৰাব কোন ভাবনা থাকবে না।

কিসু হাতিৰ দাঁতে দিকে তেমন নবৰ দিলাম না এ মুহূৰ্তে। চোখ আকৃষ্ট হল অন্য জিনিসে। এক পাশে একটাৰ ওপৰ আৱেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো কাঠের বাত্র। চাল রং কৰা।

'এই যে, পেয়েছি হীৱাৰ।' চেঁচিয়ে উটলাম। 'জলদি বৃঢ়িত আনুমন!'

বাজেৰে কাছে এসে দাঢ়ালাম তিনজনেই। ওপৰের বাত্রটাৰ ভালা ভাঙা, হয়ত ভা সিলজেজুৰ কাজ। ভাঙা ভালার ফাঁক দিয়ে ভেতৱে হাত ছুকিয়ে দিলাম। বেৰ কৰে অনামাম ভাৰু মঢ়ো। না, ইয়াৰা নয়। সোনাৰ মোহৰ।

‘দারুণ!’ মোহৃষ্ণলো আবার বাজে ভরে রাখতে রাখতে বললাম, হীরা না পেলেও ক্ষতি নেই। সোনার মোহর নিমেই বাড়ি ফিরব। কম করেও দুইজার মোহর আছে একেকটা বাজে। আর বাজ আছে আঠারোটা।

‘পাখরও আছে!’ পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল গাঙল। ‘ওই অস্কুর কোণটায় দেখ—আজুন তুলে দেখাল মে। ‘অনেক, অনেক পাখর পাবে।’

‘ওই কোণটায় দেখুন, কাটিস,’ গাঙল বেদিকটা দেবিয়েছে, সেদিকে যেতে বললাম স্যার হেনরিকে।

‘সেরেন! জলান আসুন। দেখেন যান! একমজর দেখেই চেঁচিয়ে উঠলৈন তিনি।

ছুটে গেলাম আমি আমি গুড়। দেয়ালের গা রেঁয়ে রাখা আছে পাথরের তৈরি বাস্তুগুলো। মো নিমটে। দুটোর ভালা বক, একটোর ভালা খুল আছে হ্যাঁ হয়ে।

‘দেখুন! খোলা বাস্তুটা ওপর আলো ধরে বললেন স্যার হেনরি।

তোতা এক ধরনের ভাস্তুটা কঁপলী উজ্জ্বলা বাজে ভেতরে। তোথে সয়ে অসতেই দেখলাম, বাজের চার ভাগ ভৱা আকাটা হীরায়, বেশির ভাগই বড় সাইজে। নিছু হয়ে হাতে তলে নিয়ে কয়েকটা পাখর। পাখরগুলো বারে ফেলে দিয়ে বললাম, ‘দুনিয়ার সেবা ধৰ্মী এখন আমরা।’

‘হীরার বনা বহুতে দেব বাজেরে, বলল গুড়।

‘আগে বের করে নিয়ে যেতে হবে তো, তারপর না ভাসানো,’ বললেন স্যার হেনরি।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ! চকেক উঠলাম গাগলের আচমনকা কৃৎসিত হাসিতে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ডাইন্টা। উজ্জ্বল পাথর তে পেলে। তেলে আর ছাঢ় বাজের ভেতরে, আওয়াজ শেন। ওগুলো থেকে পেত ভৱ, তেলা মেটাও। এই হি হি! হাঃ হাঃ!'

গাগলের রসিকতায় হেসে ফেললাম। নিজের কানেই কেনেন আবাক লাগল হাসিটা। আরও কোরে হেসে উঠলাম, আরও। হাসিটও এখন এক রসিকতা মনে হচ্ছে। আমার পাগলামিটে হেসে ফেলল গুড়। হেসে ফেললেন স্যার হেনরিও। এত হাসিকি কেন আমার জান না, কিসিঁ হাসিকি। হাজার হাজার হীরার কুকুরের সাথে দাঁড়িয়ে, হাসির মাকেই চোখের সামনে ভাসছে পাউতের বাতিল, লক লক কেটি কেটি টাকা।

হ্যাঁহ্যাঁ হাসি খামিসে দিলেন স্যার হেনরি। আমরাও যেমন গেলো।

‘অন বাজ দুটোর ভালা খোলায় মন দিলাম আমরা। খুলেও ফেললাম। দুটো বাজই কান্দাল কান্দাল ভৱ। চোখ ভরে উপতোগ করাই হীরার রূপ।

হ্যাঁহ্যাঁ কোকে উচ্চারণ ফুলাটার চিক্কারে, ‘বুগ্যান ...দৰজা বক হয়ে যাচ্ছে।’

ফিরে চেয়ে দেখি, গাঙল নেই। কোন ফাঁকে দিনশকলে বেরিয়ে গেছে।

ফুলাম তিনজনেই।

‘বাচাও! বাচাও মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেলল! আবার শোনা গেল ফুলাটার চিৎকাৰ।

প্যাসেজ ধরে ছুটেই। প্রস্তুপের আলোর দেখতে পাইছি, ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে পাথরের দরজা। ছেঁত যাবার চেষ্টা কৰাবল গাঙল, কিন্তু অকেড় ধরে রেখেছে ফুলাটা। গাঙলের হাতে একটা ছুরি। বারবার ফুলাটার শরীরে খেঁচে নেমানে ছোবল হানছে ছুরির ফল, তবু গাঙলকে হাতচা না দেয়ে।

এক সময় কুকটা মেরে ফুলাটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল গাঙল। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেৰেকে। গাঙলয়ে চলে গেল পাথরের পাল্টাৰ ভালায়। বেৰিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কৰল ওপাশে। কিন্তু দেৱি কৰিয়ে দিয়েছে তাকে ফুলাটা। পারল না গাঙল। নেমে এসেছে পাত্রা। আটকে গেল ডাইন্টা। আরও নামছে পাত্রা। আতঙ্কে

সলোমনের গুণধন

চেঁচিয়ে উঠল গাঙল। ধোমল না, চেঁচিয়েই চলল। হাত-পা ছৌড়াইড়ি কৰছে অহেতুক। তিরিশ টন পাথরের চাপে চেঁচে চান্টা হয়ে গেল হাড়-মাস। মানুষের আত্ম দেহ ততী হয়ে যাওয়ার বিষ্ণবি খন্দ উঠল।

পাগলের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কঠিন দরজার ওপর।

পনেরো

ফুলাটার দিকে নজর দিলাম আমরা। মারাবক আহত হয়েছে। বেশিক্ষণ বাচে না।

‘আহ! বুগ্যান, আমি মারা যাইছি। কৰিয়ে উঠল মেয়েটা।’ গা টিপে টিপে এল ডাইন্টা। নামখন পাইছিন। শৰীর খারাপ লাগছিল...চোখ বক কৰে রেখেছিলাম। হাত-পা দরজা নামখন ভৱ কৰল...আওয়াজ ঘুমে চেয়ে দেখি ওপাশ কলে পেছে গাঙল। এক জাফে গিয়ে ধৰলাম ওকে। টেনে নিয়ে এলাম তেতোৰে...জোৱাজীৰ কৰতে লাগল, ছাড়া পাওয়ার জন্যে লেয়ে ছিল মারল আমাকে...আমি মারা যাইছি, বুগ্যান।’

‘ওই কুকটা শব্দ ছাড়া ফুলাটার কথা কিছুই বুঝতে পারল না গুড়। হতভুক হয়ে পড়েছে মেন গুড়।

‘মারুমাজান, আহেন ওখানে?’ বলল ফুলাটা। ‘আমার চোখ অক্ষকার হয়ে আসছে, দেখেক পাইলা না।’

‘এই বে আমি, ফুলাটা। বল।’

‘মারুমাজান, আমার কথাগুলো বলুন বুগ্যানকে। বলবেন?’

‘বল, ফুলাটা।’

‘আমার মালিক বুগ্যানকে আমি ভালবাসি। বলুন, তারার দেশে আবার দেখা হবে আমাদের। যে তারায়ই ধৰন উনি, ঘুটে বের কৰব আমি। তখনও হ্যাঁত আমি কালো আর বুগ্যান সাদাই থাকবো। কিন্তু তারার দেশে তো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। তাকে আমি পাৰই। বলুন ওকে, ওকে ভালবাসি আমি...বুগ্যান, কোথায় ত্বরি ত্বরি তোমাকে দেখেক পাইল না আমি, ছুটে পাৰিছি না, বুগ্যান...আহ...হ...হ...!’

‘শেয়! মুখ তুলল গুড়। দু গাল যেনে দেশে অক্ষ ধারা কৰাবে গলা।

‘খামোকা কৰাবকাটি কৰছ, বুলু।’ শাস্তি শোনাল স্যার হেনরির গলা।

‘মানে? তা বলতে চাইছি?’ তাক খুলু ঘৰে তেরে।

‘বলতে চাইছি, খামোকা কৰ্ত্তা।’ আম বেশিক্ষণ নেই, তুমি ও চলে যাবে ফুলাটার কাছে দেশে না, জাত্ত কৰব হয়ে গেছে আমাদের?’

অতক্ষণ ফুলাটাকে নিয়ে ব্যুত্ত ছিলাম, আমাদের অবস্থা বোাৰ অবকাশ পাইনি। স্যার পাগলের কথায় দেন লাক দিয়ে ফিরে এলাম বাস্তো তিরিশ টন ভারি পাথরের দরজা সেটো বাসে পেছে। গোটা খোলা নিমজ্জন জানুর বে একটা ব্রেন, সেটো এখন এই জগন্ম পাথরের তলাত পিলে গেছে। লিভৱটা খুঁজে বের কৰাবো ও কেন উপয় নেই। উটো পাশু বালি হয়ে পেছি আমরা।

আতঙ্কে তু হয়ে দাঁড়িয়ে আৰু ফুলাটার লাশের পালে। পৰিকাশ বুঝতে পারছি, আমাদের বাল কৰাব পৰিকল্পনা প্ৰথম থেকেই এটো রেখেছিল গাঙল। ওৱ রাসিকতাৰ তখন হেসেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি, মোটাই রাসিকতা কৰেন ডাইন্টা।

‘ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু হবে না,’ বললেন স্যার হেনরি। পিংগিগুই তেল ফুরিয়ে যাবে বাতিৰ। আসুন, দোখি, দৰজা বক কৰে যে পিংগ ওটাৰ কেন হিসে পাওয়া যাব।

আবার এসে দৰজার ওপৰ ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পাঞ্চ আৰ তাৰ আশপাশের দেয়াল

আতিপাতি করে খুজতে লাগলাম। প্যাসেজের দু'পাশের দেয়ালেও অনেকখানি জারগা খুঁজলাম। কিন্তু কিছু খুঁজে পেলাম না।

'হবে না।' পিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম আমি। 'যদি এদিকে কিছু থাকতাই, পাঞ্চার তলা দিয়ে বেরোনো থাকি নিত না গান্ঠল।'

'এতন্তু এসে,' কঠিন এক টুকরো হাসি ফুটল স্যার হেনরির ঠোঁটে, 'শেষে এই পরিষ্কত ছট্ট আমাদের! বুঝতে পারছি, নরজর পাত্রা খুলতে পারব না। চুন ওভেরে ফিরে যাই।'

ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে শিয়েই চোখে পড়ল খুঁটিটা। ফুলাটোর খুঁটি। খবার অর পানি আছে। তুলে নিলাম ওটা। আবার এসে চূকলাম রঢ়কুকু। আমাদের কবরে। ফুলাটোর লাশটা তুলে নিয়ে এল ওভ। যত্ন করে গুইয়ে দিল মোহরের বার্গুলের ধারে।

আমরা তিনজনে শিয়ে বসলাম হীরার বার্গুলোর পাশে, তিনজনে তিনটা বাক্সে হেলন দিয়ে। পিসে পেছেছে। খবার বের করে নিলাম খুঁটি থেকে। সামান্যই খবার। অঙ্গ অঙ্গ রয়ে খেলে চার বার থেকে পারব। পানি আছে দু'পাশ, একেকজনের ভাগে এক কোণাট মত।

'আসুন, যেহে নিই,' বললেন স্যার হেনরি। 'আজ তো বেঁচে থাকি। খবার থাকতে না দেয়ে মির কেনে?'

ছেট এক টুকরো করে বিলট্ খেলাম। পানি খেলাম এক চোক করে। তারপর বাক্সের গায়ে হেলন দিয়ে বেসে রাইলাম নীরের। বাতির আলো কেমে আসলে, ফুরিয়ে এসেছে তেল।

'কোটারটারমেইন,' জিজ্ঞেস করলেন স্যার হেনরি, 'দেখুন তো কটা বাজে? আপনার ঘুঁট চলছে?'

চলছে। ছেট বাজে। সকাল এগোরাটোয় চুকেছি গহায়।

স্যার জানিয়ে বললাম, 'ইন্ফার্ম তাবাবে আমাদের জন্যে। আজ রাতটা অপেক্ষা করবে। সকালেই আমাদের খুঁজতে আসবে সে।'

'খুঁট লাগ হবে না, বললেন স্যার হেনরি। 'দরজাটা দেখেছেই পাবে না। জানতেও পাবে না, আছে। সলোমনের রক্তের সকানে এসে অবেকেই প্রাণ দিয়েছে, আমরা তাদের সর্বো বাড়ো মার।'

অরুণ এবং মেঘেছে বাতির আলো।

হঠাৎ একবার দপ করে জ্বে উঠল। পুরো শুশটা ভালমত একবার ফুটে উঠল আমাদের চোখের সামনেও সাদা আইভরির খুপ, মোহরের বাঙ, পাশে পড়ে থাকা ফুলাটোর লাপ, ছাগলের চামড়ার বাগ। শেষ থেকে পড়ল সঙ্গীরের উতিপু, ফ্যাকাসে চেহারা।

বার মই দপদপ করল আলোর শিখা। তারপরেই নিনে গেল। গাঢ় অক্ষকার যেন গিলে নিল আমাদেরকে।

ভয়াল এক রাত। অথও ভীষণ নীরবতা। স্থমানের প্রশ্নই ওটে না। বাইরের দুনিয়া থেকে একবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভয়র সেই রক্তক্ষেত্রে চৃপচাপ বসে রাইলাম আমরা।

বার বার ভাবি নিজেদের পেছনে, আশগাপ্তে জয়নো রাখেন কথা। ভাবছি, এখন থেকে বের হয়ে যাওয়ার সকান যদি দেখে পারত কেউ, সামনে সব রাত এখন কান করে দিতাম তাকে। শিগগিয়ে অবস্থা অন আবার। বের হওয়ার সকান তো দেবের কথা, এক টুকরো বিলট্ কিংবা এক কাপ পানির জন্মেই তখন সমস্ত রাত বিলিয়ে দিতে বিধা করব না। সরা জীবনে খরচ করে শেষ করা যাবে না, এত রাত পাত্র রয়েছে এখন আমাদের হোয়ার ভেতরে, কিন্তু কোন লাভ নেই। এখন আর ওগুলোর এক কানকড়ি

মূল্য নেই আমাদের কাছে।

এগিয়ে চলেছে, ভয়াবহ রাতের দীর্ঘ সেকেও, মিনিট, ঘন্টা। খেয়ালই নেই আমাদের।

'কোটারটারমেইন,' এক সবৰ কথা বললেন স্যার হেনরি। সাংবাদিক নীরবতায় বড় বেশি কৌন বাজাল শুব্দটা। 'ম্যাট-বার্কটা আছে?'

'আছে।'

'কটা কঠি আছে আর?'

'আর্টা, শুনে বললাম।'

'কেটা জালাল।' সেবা দেবি।

খস করে দেশশালাইরের কাঠি ঘষার আওয়াজ উঠল। নীর্বকল নিখান অক্ষকারে থাকার পর ওই আলো চোখ ধীরায়ে দিল আমাদের। ঘুঁটি দেখলাম। তোর পিচটা। বাইরের দুনিয়ার, আমাদের মাথার অনেক ওভারে তিন ভাইসীর ভুয়ারাহওয়া চূড়ার ওপারে নিচের কোর্টের আলো ফুটেছে। আহ, আলো! ওই হীরার কল্পের দেয়ে অনেক বেশি চোখ জড়েনো।

'আসুন কিছু মুখে দিই। গাঁথের শক্তি বজায় রাখা দরকার,' বললেন স্যার হেনরি।

'কি বুঝি শক্তি বজায় রেখে?' বলল গুত। 'হ্যত তাড়াতড়ি কঠি থেকে মুক্তি পাওয়া যাব ততই তাল।'

মিয়ে বললৈ গুত, ততু কয়েক টুকরো বিলট্ চিবিয়ে দুচোক পানি দিয়ে গিলে কেলাল। খাওয়া শেষ। আবার গাড়িয়ে তলল সময়। আবার চৃপচাপ বসে থাক। রাতদিনের কোন প্রভেদ নেই আমাদের কাছে, কিন্তু স্যার বসে থাকে না। এগিয়েই চলেছে।

কোনৰকমে পার করে দিলাম দিনটা। হিতীয়বার দেশশালাই জালল গুত। সক্ষে সাটো।

আবার কিছু মুখে দিয়ে নিলাম।

ভৱতে লাগলাম আবার। বাইরেও এখন অক্ষকার নেমেছে। কিন্তু ওখানে মাথার ওপরে রয়েছে তারাজুল আক্ষক। শৰীরের জড়েছে বিরবিরে বাতাসে...বাতাস। থমকে গেলাম। তাই তো, এক তক কেন মনে মনে নিখাটা। প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, 'বাতাস।' এখনও আবার রয়েছে কি করে এই বৃক্ষকে!

'আরে তাই তো!' প্রায় চোর্চে উঠল গুত। 'একবারও ভারিনি কথাবা! চারদিকে পাথরের দেয়াল। ওপরেও পাথর, নিচেও। কিন্তু এয়ারটাইট তো হয়নি! তাহলে? নিচ্যে কোন পথ আছে? এস খুঁটে দিবি!'

এই এক খিলু আশর আলোই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল আমাদের। উঠে পড়লাম। হাত আর পায়ের আন্দাজে খুঁজতে লাগলাম পুরো ঘৰে।

এক দ্বন্দ্বেও বোঝ সময় পেরিয়ে গো। পেলাম না কিছুই। হাল ছেড়ে দিলাম। স্যার হেনরি ও বোঝ থামিয়ে দিলেন। কিন্তু গুত থামল না। থামকক্ষণ পর ডাক শোনা গোল তার, 'একবার এস তো এদিকে।' গুলার থেকেই বোঝ গেল, কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে সে।

অক্ষকারে ইচ্ছে পাঠকে ছুটে পেলাম গুড়ের কাছে।

'কোটারটারমেইন, তোমার হাতটা দাও। যা, রাখ তো এখানে। এই এখানে। কিছু টের পাই?'

'বাতাস। আসছে।'

'এবার শোন,' বললৈ পা দিয়ে জায়গাটোর লাধি মারল গুত। 'বুঝতে পারব কিছু?'

আবার আন্দোলিত হয়ে উঠল আমাদের হনদয়। লাধি মারলেই জায়গাটা থেকে কেমন কাপা আওয়াজ বেরোল।

পক্ষে থেকে আবার মেশলাইটা বের করলাম। তিনটা কাঠি অবশিষ্ট আছে। কাঁপা কাঁপা হাতে ধরলাম একটা। ঘরের এই চতুর্থ কেনাটার একবারও আসিন আমরা। আসুন দরকার পড়েনি। তাই ব্যাপারটা খেয়াল করিন আগে। পাথরের মেরেতে একটা পাথরের তলা বসানো রয়েছে কেনোন। পিছে একটা সোহার বিংশও আছে, ডালাটাকে টেনে তোলা জন্যে। কাত হয়ে পড়ে আছে রিঙ্গটা, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে রেখে দেয়ে আঙ্গুর সঙ্গে।

কেন কথা বলতে পারলাম না কেউই। শীর্ষের পক্ষে থেকে ছুরি বের করল গুড়। সামাজিক পরিষেবার করল মরচে। বিনের নিচে ছুরির মাথা ঢোকাল কসরও করে। চাঁচ নিল ওপরের সিংকে। পরে একবারই শেষ হয়ে গেছে কিনা আঙ্গুটা, কে জানে। ভেঙে গেলেই পোছি। আর টেনে ডোলা যাবে না ডালাটা।

না, ডাঙল না আঙ্গুটা। রিঙ্গটা উঠল। ছুরি রেখে রিঙ চেপে ধরে টান নিল গুড়। কিছুই ঘটল না।

'আমি দোষি তো,' গুড়কে সরিয়ে রিঙ চেপে ধরলাম আমি। টান নিলাম, জোরে, আরও জোরে। কোন ফল হল না।

এরপর চেঁচা করলেন সার হেনরি। তিনি ও তুলতে পারলেন না ডালা।

'হ্যাঁ!'' পক্ষেই সেইকের কর্মাল করল গুড়। পক্ষাল। চুকিয়ে নিল রিঙের ভেতরে। 'কেন্যাটারমেইন, হ্যাঁ এক মাথা চেপে ধর, আমি অন্য মাথা ধরছি। কার্টিস, তুমি ধর রিঙ্গটা।' আমি বললেই টান মারেুৱে।'

'তিনজনে সমাজে টানছি তানছি লাগলাম। টানছি তো টানছি।' শিখিল করছি না এক বিন্দ। একটু দেন নতুনে উঠল ডালা। উঠে এল। তিনজনেই চিত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

'ম্যাচ জ্বালুন, কেন্যাটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি। 'সাবধানে জ্বালুন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিতে না যাব।'

জ্বালুনের দিকে আলো ফেলেই হেসে উঠলাম খুশিতে। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে।

'আবার?' জানতে চাইল গুড়।
'নেমে যাব। আবার যা হয় হবে,' বললাম।

'একটু দুড়াল,' বললেন স্যার হেনরি। 'কিছু বিলটং আর পানি এখনও আছে। নিয়ে আসি।'

আমি কিছে এলাম স্যার হেনরির সঙ্গে। আমার জীৰ্ণ মলিন কোটোর সব কঢ়া পক্ষে ভার নিলাম জীৱারা। অতদূর এসে একেবারে খালিহাতে কিছে হেয়ে চাই না, অবশ্য যদি পারি।

'আপনারা কিছু নেবেন না?' স্যার হেনরিকে জিজেস করলাম। 'আমার পকেটগুলো আমি ভোজি।'

'চুলোয় যাক হীরা! জীবনে আর ও জিনিস চোখে দেখতে চাই না।' গুড় কেন জীবার নিল না। ও হাতত ঝুলাটার কাছে শিয়ে নেমেছে। শেষ বিনায় জানাতে গেছে, যে মেয়েটা ভাবাবস্ত তাকে।

'চুলোয় যাই,' বললেন সার হেনরি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে নেমে গেছেন তিনি। 'আমি আগে যাইছি। পেছনে আসুন আপনার।'

এক দুই করে সিঁড়ির ধাপ ঘুরতে ঘুরতে নেমে চললেন স্যার হেনরি। আমরা চললাম ঠিক তার পেছনেই। পনেরো পর্যন্ত ধনে ধেমে গেলেন তিনি। 'তলায় এসে গোছি। মনে হচ্ছে কোন ধরনের প্যাসেজ এটা। জলনি আসুন।'

গুড় নেমে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই নামালাম আমি। অবশিষ্ট দুটো কাঠির একটা জুলে দেবলাম, কোথায় এসেছি। সঁজ একটা সুড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের ডানে

বায়ে দুদিকেই চলে গেছে সুড়ে। কোনদিকে যাব? ডানে, না বায়ে? সিঙ্কাত নেবার আগেই আঙুলে আঙুলের ছাঁকা খেলাম। ফেলে দিতে হল কাঠি। আবার অক্ষকার। কোনদিকে যাব? কোনটা সঠিক পথ?

বায়ে দিল গুড়। 'বাইরে থেকে ভেতরে আসছে বাতাস। চলাচল করবে সুড়ে দিয়ে। আমি দেখেছি কাঠির আগুন বায়ে কাত হয়ে ছিল। তারমানে ডান দিক থেকে এসেছে বাতাস।'

সুতরাং ডানেই রওনা হলাম আমরা। প্রতি কদম ফেলার আগে পা দিয়ে দেখে নিছি, কি আছে সামনে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করিল দুপাশের দেয়াল, কি আছে বোকার ঢেঁচ করতে করতে এগারেছি।

মিনিট পনেরো পরেই হাঠা মোড় নিল সুড়ে। এগিয়ে চললাম। কিসের এ সুড়ে? প্রাচীন খনিতে যাতায়াত পথ হতে পারে। তাহাতা এখানে সুড়ে কঠিতে আসবে কে?

অবশ্যে থামলাম আমরা। ঝাঁকিতে অবশ হয়ে আসতে চাইছে শৰীর। নিন্তে গেছে আশীর আলো। মনে হচ্ছে, এক কবর থেকে বেরিয়ে এসে আরেক কবরে চুকেছি। যথেষ্টে আমাদের কক্ষালও ঝুঁকে পাবে না কেউ কোনদিন।

বিনায়ের শেষ কেরোটা যেয়ে নিলাম। গিলে ফেললাম শেষ ঢোক পানি। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাইলাম অক্ষকারে। অথবা রেবতাৰণা, আখত নয় তো। মুৰু একটা বিলামিল শব্দ কানে আসছে।

'শৰীর?' কিসের শব্দ কৰে কেলেছেন স্যার হেনরি। 'পানি! পানি বয়ে যাচ্ছে!'

আবার এগোলাম আমরা। যবই এগোলি, বাড়ছে আওয়াজ। আরও খানিকটা এগিয়ে সেবে রইল না, পানি বয়ে যাচ্ছে। একেবারে কাতে পেছে পোছি পানির। ভেট্টভেগেলের মত গুড় ও বলে উঠল, 'আমি পানির গুঁক পাওছি!'

'তাড়াভোকে কোনো না গুড়, ধীরে ধীরে এগোল, 'সতৰ্ক করে দিলেন স্যার হেনরি। 'কাহাকাহি থাকে নদীকারে আমাদের।'

কিন্তু তার কথা শোব হ্যাঁ আগেই বলাং করে শব্দ উঠল। সেই সঙ্গে শোনা গেল গুড়ের চিকুকুর। পানিতে পড়ে গেছে সে।

চেঁচে জানতে চাইলে গুড়। এবলি, কেল কাঠি একটা পাথর ধরে কেলেছি! ছেড়ে দিলেই দেখে যাব। একটা কাঠি জাল, তোমার ঠিক কোথায় আছ দেখি।'

শেষ কাঠিটা জুললাম। ছান অলেক্স দেবলাম, আমাদের পাথের সামনেই বয়ে যাচ্ছে কালো ঘোল পানি। কয়েকে কদম সামনে একটা পাথর ধরে পানিতে ঝুলে আছে গুড়।

'হাঁপ দিচ্ছি আমি,' ডেকে বলল গুড়। 'ধূর আমাকে।'

বাপ নিল গুড় ও ঠিক এই সময় নিতে গেল কাঠি। অক্ষকারে পানিতে সাঁতারের আওয়াজ শুনতে পাও। এগিয়ে এসে ডাক নিল। তার একটা বাড়ানো হাত ধরে ফেললেন স্যার হেনরি। টেনে তুলে নিয়ে এলেন ওপরে।

'আকেকু হেলেই পেজিলাম।' হাঁপকে গুড়। 'ওরেবাপরে। কি সাহাতিক হ্যাত! তলও নেই! পা দিয়ে মাটি নাগাল পাইনি।'

'পানে কি করে? নদী তো। পাতালের নদী। পাহাড়ের বাইরে না বেরিয়ে ভেতর দিয়ে বহুই।' বললাম ওকে।

খানিকক্ষণ বিশ্বাম নিল গুড়। তিনজনেই পেট ভার পানি খেলা আমরা। বেশ পরিকার, খাদ্যও তাল।

এখনে বেশ থাকলে চলবে না। উঠে পড়লাম। নদীর দিকে পেছন করে এগিয়ে চললাম আবার।

মাটির তলায় এখনে এমনিতেই ঠাণ্ডা। তার ওপর বরফশীতল পানিতে কাপড়চোপ সব ভিজিয়ে এসেছে শুভ। শুভ অস্থিতি লাগছে তার, বুবাতে পারছি।

এক সময় আরেকটা সূর্যসের ওপর এমে পড়লাম। আজ্ঞাআতি জন করে গেছে এটা। আবার সমস্যা। ডানে ঘৰা না বাঁচো?

'আমাদের জন্যে সবই এক,' বললেন স্যার হেনরি। 'চুনুন ডানে যাই। কিছু না পেলে কিরে আসব আবার।'

চলেছি তো চলেছিই। সূর্য আর শেষ হয় না। অসংখ্য ছেট ছেট খানাখন্দ এটাতে। খেলাখে বেরিয়ে আছে ঢেবা পারব। হোচ্ট মেনে পড়ছি, টেনে তুলে একে অন্যকে, আবার এগোচি। স্বার আগে আগে চলেছে স্যার হেনরি। ধূকলাটা তার ওপর দিয়েই বেশ যাচ্ছে।

হাঁটাং থমকে দোঁড়ালেন তিনি, কোরুকম জানান না দিয়েই। একেবারে গায়ের ওপর পিণে ছাঁচি পেষে পড়লাম তার।

'দেখনু! পিণিটা করে বললেন স্যার হেনরি। 'সামনে আলো দেখা যাচ্ছে না? নাকি আমর মাথায় বিগড়ে গেলে?'

ধক করে উঠল থঙ্গিপ। সামনে তাকালাম। দেখলাম ভাল করে। হ্যা, অনেক দূরে অতি আবশ্য আলোর একটা বিনু মেন! আর ধীরেছে নয়। সুর সূর্য ধূরে প্রায় ছুটতে তুর কোরাম আমরা। পাচ মিনিট পরে আর কোন সন্দেহ রইল না। আলোই দেখতে পাচ্ছি আমরা।

আরও মিনিটখনেক পরে টাটকা বাতাস এসে মুখে লাগল। আরও দ্রুত এগোলাম।

হাঁটাং সব হয়ে আসছে সূর্য। মাথা ঠেকে যাচ্ছে ছাতে। হাত পায়ের ওপর তর দিয়ে এগোলেন সার হেনরি। আমরা ও তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আরও এগোনোর পর শুয়ে পড়তে হল লাখ হয়ে। কুল করে এগোলাম। হাঁটাংই দেখলাম কোরাম, পারবর নেই এখনে। পাথরের সূর্য নয়। মাটি। সূর্যস্টা এখনে শেহালের গঠন মত যোগী।

ঠেকাটোলি, চাপাচাপ করে গতির মুখ আরেকটু বড় করে বেরিয়ে গেলেন স্যার হেনরি। একার ওই পথে আমদের বেরোনো তো সোজা। বেরিয়ে এলাম তারাজুলা আকাশের নিচে। বুক ভরে টেনে নিলাম তোরের মিটি বাতাস। আৰ, কি শাস্তি! আবার ফিরে এসেই সেই পরিষ্কার পুরুষিতে।

হাঁটাং মাটি সনে গেল পায়ের তলা থেকে। আলগা হড়হড়ে মাটি। পড়ে গেলাম তিনজনেই। গড়তে লাগলাম ঢাল বেরে। নরম ঘাস আর বোঝ ঠেকেয়ে রাখতে পারল না আমদের দেহ। গড়তে গড়তে ভেজা নরম মাটিতে এসে টেকলাম। উঠে বসে চেতোলি ভাকলাম সঙ্গীদেরকে। কয়েক হাত দূরে থেকে সাড়া এল। উঠে বসেছেন স্যার হেনরিও। দু'জনে মিলে ঝুঁজে লাগলাম ওডেক।

কয়েক গজ ওপর দিকে একটা ছেট চারাগাছের গোড়া আঁকড়ে ধরে আছে শুভ। তার তরে, তেকে দিলেই গড়িয়ে গিয়ে পড়ার কেন খাদে।

তিনি সেই সব মেনে এলাম নরম সমস্ত মাটিতে। 'কিন্তু মাটি আবার সব মেনে এলাম পায়ের তলা থেকে?' নিজেকেই মেন প্রশ্ন করল শুভ।

'গতটা আসলেই প্রোলাম থুঁচেছে,' বললাম আমি। 'থুঁচেতে থুঁচেতে এগিয়ে গেছে সূর্যসের একটা মুখ পর্যন্ত। সূর্যস্টোলোটি নিচ্ছ এনে শেয়ালের বাসা। রাতের বেলা খাবা খুঁতে রয়েছে ওয়া, তাই সৃষ্টি খালি ছিল। সিনে আমরা সুষঙ্গে নামলেই গেছিলাম। শেয়ালে ধৰেই থেকে ফেলত। খেড়া মাটি গতের মুখীই জাময়ে রেছে। ওগলোতে পা রেছেছিলাম আমরা। ব্যস, হড়তে গিয়ে চিপাপাত।'

শুস্র হয়ে এল পুবের আকাশ। কোথায় আছি, দেখতে পেলাম আবছাভাবে।

সন্দেহ নিরসনের জন্যে ফিরে চাইলাম। না, কোন ভুল নেই। আবছা কালো আকাশের দিকে মাথা তুলে উচ্চত তিসিতে বসে আছে পাথরের তিনটে বিকটদৰ্শন শৃঙ্খল। গভীর বনিটার একপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি আমরা। খলির প্রায় তলায় বসে আছি এবন।

'আমর মনে হয়, 'বললেন স্যার হেনরি, 'ওই সুড়ি সর্বত্তোম মানুষের খোঁড়া। খনি থেকে হীরা আবার বুজিয়ে দিয়েছে মাটির সুড়ি। পেছে আবার ঝুঁচে শোয়ালৈ।'

ধীরে ধীরে আবার পরিষ্কার হল পুবের আকাশ, আলো ফুটছ। সঙ্গীরে চেহারা দেখতে পাওয়া এখন। কি চেহারা হয়েছে! ঢেব বসে শেঁজে গতে, লুল উকোঁখুকো। অনেক সিকে চেয়েই বুকতে পেছে নিজের অবস্থা দেখেন। তিনজনেরই সারা শরীরের বালি আর কানের মাঝামাঝি, দেহের অবস্থা জারাগাঁথ চামড়া ছিলে ছিল গেছে। কেটে গেছে জারাগাঁথ জারাগাঁথ, উকিয়ে আছে রক্ত। কবল কাটল, কবল কি হল, উচ্চজনাম যেবালাই করিন।

দেখি করার কোন মানে নেই। উঠে পড়লাম। কোপুরাক ধরে বিশাল খনির ঢাল বেয়ে ওপরে উচ্চত শোয়াল ধীরে ধীরে। সরা শরীরের অসহ্য ব্যাপ।

উঠে এলাম খাদের ওপরে। সামনের মৃত্যুগুলোর দিকে আরেকবার চেয়েই পেছন ফিরলাম। জীবনে আর শুধুবু হতে চাই না।

বাধের ধারের পথে এসে উঠলাম। নিচে শব্দাদেক গজ দূরে আগুন জুলচ্ছে, ধোয়া দেখতে পাও। আগনের পাশে গোল হবে বসে আছে মানুষ। এগোলাম ওদের দিকে।

হাঁটাং একজন লোক দেখতে পেল পরিষ্কার হয়ে উঠে দাঢ়াল। প্রকঙ্গণেই উপুত্ত হয়ে তবে পড়ল মাটিটে, চেতো উঠল ভয়ে।

'ইনফাস!' চেতো ভাকলাম। 'আরে আমরা! তারার সদা মানুষ!'

ছুটে এল ইনকার্জুন। চেতুয়ে ভয়ে ভয়। আমদেরকে ভুত ভাবছে। বোঝালাম ওকে আমরা ভুত নই।

'মালিক, আপনারা ফিরে এলেন শেষ পর্যন্ত। সূর্যুর গুহা থেকে ফিরে আসতে পারবেন। পারলেন।' একনাগাতে মাথা ঝাকাতে ইনকার্জুন।

যোকারা এসে ঘিরে ধৰল। আমদেরকে ফিরে পাওয়ার আমন্দে নাচতে শুরু করল ওরা।

শোলো

দু'দিন বিশ্রাম করলাম আমরা ওখনে। তারপর বওনা হলাম রাজধানী ক্ল-এর উদ্দেশ্যে।

ফিরে এলাম রাজধানীতে। মরতে মরতে কি করে বেঁচে এসেছি, আগ্রহ নিয়ে শুনল সব ইগনোসি।

অসল কথা বললাম এরপর, ইগনোসি, এবার আমাদের যেতে হয়।'

অভিক্তে উঠল যেন ইগনোসি। অনেক অনুরোধ করল আমাদের, তার দেশে থেকে যেতে। শোষে কেবলেই ফেলল। আমদেরকে কিছুতেই যেতে সিন্তে চায় না সে।

অনেকে করে বোঝালাম তাকে। নিজস্তু অনিজ্ঞায় রাজি হল শেষে। মুখ গোমড়া করে বলল, ঘান। যাবেনই তো। কালেক্টর সঙ্গে আপনাদেরে সদা মানুষের যে অনেকে তফাত।' একটা চুপ করে বলল, 'আপনদেরকে পর্যাপ্ত দিয়ে আসে আমরা তার চাই ইনকার্জুন। সঙ্গে এক বোজমেট যোকা যাবে। পর্যবেক্ষণে পার করে দিয়ে আসবে। আমরা যে পথে এসেছিলাম সেপথে আর যাবার দরকার নেই। আরও একটা পথ আছে। সে পথে গোল মরত্বম পড়বে অনেক কম। সহজেই পোরয়ে যেতে পারবেন।'

পরদিন ভোরে ক্রমে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সকল চোখে আমাদের বিদায় দিল ইগনেসি। নীরে তার অঙ্গিন থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের সঙ্গে চলেছে ইনফার্নু, আর মহিষবাহিনীর একটা দল। আমরা চলে যাব, আগের দিনই কথাটা ছাড়িয়ে পড়েছে কৃতূমানদের মধ্যে। এত ভোরেও এসে হাজির হয়েছে ওরা। পথের দু'পাশে সারি দিয়ে দাঢ়িয়ে আছে। মালিন মুখে বিদায় জানাবে আমাদের। ওরের মধ্যে থেকে যাবার ইনফার্নু জোর করে তাড়ালাম।

বেরিয়ে এলাম জারজানী থেকে। ইনফার্নু জানাল, সলিমান বার্গ পেরিয়ে যাবার দরকার নেই। আমাদের। উটেস্টিকে আরেকটা ছোট পর্বত আছে। সহজেই পেরোনো যাবে ওটা। ওপারে মরজুম ও নেই। সহজেই দেশে পৌছেতে পুরুষ আমরা ওথে গেলে।

চারদিনের দিন বিকলে এক পার্বত্য উপত্যকার এসে পৌছুলাম আমরা। উভয়ে মাঝে পঞ্চিশেক দূরে দেখা যাচ্ছে সেবার তুলের ঢূঢ়।

পরদিন ভোরে দু'হাজার ফুট উচ্চ একটা পর্বতের গোড়ায় এলাম। এখান থেকে একটা পথ পথে চেছে মরজুমের নিকে।

এখানে বিদায় নিল ইনফার্নু। আমাদেরকে ফিরে যাবার অনেক অনুরোধ করল। পেরে কান্দতে কান্দতে বিদায় হল সে যোকদের নিয়ে। কিন্তু সবাইকে নিয়ে গেল না। পাতজন লোক দিয়ে গেল আমাদের সঙ্গে, ওরা মরজুম পার করে দিয়ে আসবে আসবে।

বিকেল নাগাদ পার্বত্য এলাকা ছাড়িয়ে এলাম আমরা।

সে-বারতে আঙ্গনের পাশে বসে সারা বেলার বললেন, 'কৃতূমানর চেয়ে অনেক খারাপ জায়গা আছে দুনিয়ায়। আসলে, থেকে হেতে পুরাতাম আমরা ওথানে।'

'কোয়ার্টারমেইন,' চল না সকালেই ফিরে যাই,' কস করে বলে সমল গুড়। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। আমার ছেলে আছে দেশে। তাচাড়া একেবারে খালি হাতে ফিরে আসিন। কোটের পকেটে রেখে এনেও হীরা। বারি জীবনতা শাস্তিতই কাটিয়ে দিতে পারব। থার্মাক বিদেশীবিদ্যে পড়ে দেবে কি কাণ্ড?

পরদিন সকালে মরজুমিতে এসে পড়লাম। দুপুরের আগেই চোখে পড়ল মরজুমাট। দূর থেকেই দেখা যাবে খেজুর গাছের সারি।

সুর্য ডেওয়া রক্তাখনের আগে মরজুমানে এসে পড়লাম আমরা। কি সুন্দর সুবৃজ ঘাস! নহর বয়ে যাবার মুদ্র কুকুলু আওয়াজ কানে আসছে। পারি ভাকছে। এত সুন্দর মরজুমান আছে, জানতাম না।

নহরের পশ্চ দিয়ে হাটচি আমরা। এক জায়গার এসে থমকে দাঙ্গালাম। চোখ রঁগতে ভালমত তাকালাম সামনের দিকে। না, তুল তো দেখছি না। গজ পঞ্চিশেক দূরে একটা দুর্দের গাছের একটা কুঁড়ে। সরজাও আছে। সভা মাঝেরা হেভাবে দরজা বানায় তেমনি।

'ঘটনাটা কি?' সঙ্গীদেরকে তিনিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, 'ওখানে ওই কুঁড়ে কে বানান?

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুলে গেল কুঁড়ে দরজা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল একজন খোঁড়া। চামড়ার পেশাক পরা। মাথায় লো লো চুল, দাঢ়ি-গোপে ঢাকা মুখ। অসুবিধ। আমাদের আগে কেন খোঁড়া পিকারি এদিকে এসেছে বলে শুনিক কথণও। তাজ্জব হয়ে দেয়ে আছি খোঁড়াটা দিকে।

হাতাই চেঁচিয়ে উঠল ষেতাঙ্গ সোকটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এল আমাদের দিকে। কাছাকাছি এসে হোচ্চি থেকে পড়ে গেল লোকটা।

ছুটে গেলেন স্যার হেমিয়ি। লোকটার পাশে বসে মুখটা নিজের দিকে ফেরালেন। 'ঈশ্বর! এ তো জার!

স্যার হেমিয়ির গলার আওয়াজ পেয়ে আরেকটা লোক বেরিয়ে এল কুঁড়ে থেকে। ওর পরেও চামড়ার পোশাক। খেতাও নয়। আমাদের দিকে ছুটে এল সে।

'বাস,' কাছে এসে বলল লোকটা। 'আমাদের চিনতে পারলেন না? আমি জিম, বাস। শিকারি জিম।'

উঠে বলেনে জর্জ। দু'ভাই দু'ভাইতে জড়িয়ে ধরল। হাসেছে পাগলের মত।

'জর্জ,' কথার ফুলবুক ছুটল সার হেমিয়ি মুখে, 'তোকে খুঁজতে আমি সলোমন পর্বতের ওপারে চলে গেলাম। আর তুই পড়ে আছিস এখানে।'

'আমিও যেতে চেয়েছিলাম,' বলল জর্জ। 'কিন্তু এখানে এসেই পড়লাম বিপদে।

পায়ের ওপর গাড়িয়ে পড়ল একটা পথর। তেমে গেল পাঁচ। অকেজে হয়ে গেলাম।'

জর্জের পাশে গিয়ে বসলাম আমি। 'কেমন আছেন, মিস্টার নেভিলি? আমাকে চিনতেছেন?

'মিস্টার কোয়াটাৰমেইন।' বলল জর্জ। ওডের দিকে তাকাল। 'আরে, ক্যাটেন গুডও এসেছেন দেখছি। বন্ধ দেছি না তো? সত্যিই আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন অপনারা।'

সে রাতে আঙ্গনের পাশে বসে তার কাহিনী আমাদের শোনাল জর্জ। বছর দুই আগে সিটিভার ঢাল থেকে যাজা করে সে। তারপর মরজুম পেরিয়ে এখানে এসে পৌছে। আমরা যে পথে সুলিমান বার্গে পিয়েছি, সেপথে না গিয়ে আরেকটা সোজা পথে এসে পথে সে। চল আসে এই পার্বত্যে। এখানে দিন দুই বিশ্বাস নিয়ে তারপর যেতে সলোমনের খনিতে। কিন্তু ভাণ্গ বিক্রিগ, বাণিটার নিচের দিকে বসেছিল জর্জ। মধু খুঁজতে পাহাড়ের ওপরে চাঢ়াল তিম। তার পা লেগে হঠাৎ গাড়িতে পড়ে একটা আলগা পাথর। এসে পড়ে জর্জের পায়ে। খোঁড়া পা নিয়ে সামনে সলোমনের খনিতেও যেতে পারেনি, পেছনের মরজুম পাড়ি দিয়ে সভা জগতে ফেরার সাহসও হয়নি। তার দোবে জর্জের পা ডেকেছে, তাই অসহায় লোকটাকে ফেলে চলে যেতে পারেনি জিমও। এখানে এই মরজুমিতে খালি বা পারিব কোন অসুবিধে নেই। খেজুর আছে, আরে প্রাণ শিকারি বন্ধী তো দিনবারত বয়েই চলেছে।

জর্জের কথা শেষ হলে আমাদের অভিযানের কাহিনী শোনালেন তাকে স্যার হেমিয়ি। অনেক বাতে ততে লেলাম আমরা।

